রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা
জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

03512
252735
New Heaven Lodge
Boarding & Lodging
K.J. Sanyal Road, Malda
In front of N.B.S.T.C. Bus Depot.
email : newheavenmalda@gmail.com
মালদার এই লজে কাজের জন্য একজন ওয়ার্ড বয় দরকার। ন্যূনতম বেতন ৪৫০০ টাকা।

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, ২৭ অগ্রহায়ণ – ৩ পৌষ, ১৪২৬ ঃ ১৪ ডিসেম্বর – ২০ ডিসেম্বর, ২০১৯

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 9, 14 December - 20 December, 2019 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার: হায়দরাবাদের পশু চিকিৎসক তরুণী প্রিয়াঙ্কা

রেড্ডিকে ধর্ষণের ঘটনায় প্রধান চার অভিযুক্তকে এনকাউন্টারে নিকেষ করল পুলিশ। যদিও হায়দরাবাদ পুলিশের বক্তব্য, ঘটনার পুনর্নির্মাণের সময়ে ওই চারজন অভিযুক্ত পুলিশের বন্দুক কেড়ে নিয়ে আক্রমণ চালালে বাধ্য হয়ে গুলি চালাতে হয় তাদের। অপরদিকে, এই অভিযুক্তদের নিকেষ করার ঘটনা নিয়ে সারা দেশ দুভাগে বিভক্ত। একদল যেমন এই ঘটনার জন্য হায়দরাবাদ পুলিশকে হিরোর তকমা দিয়ে তাদের নিয়ে আনন্দমুখর হয়ে উঠেছে অন্যদিকে অপর একটি অংশের বক্তব্য, এভাবে বিচার ব্যবস্থাকে এড়িয়ে যাওয়া ঠিক হয় নি।

রবিবার: উন্নাও গণধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্তদের দ্রুত ফার্স্টট্র্যাক বিচার ব্যবস্থার দ্বারা

শাস্তি প্রদান করতে তৎপর হয়েছে আদিত্যনাথ যোগী সরকার। উল্লেখ্য, হায়দরাবাদে যেভাবে অভিযুক্তদের এনকাউন্টারে খতম করা হয়েছে তার পর থেকেই চাপ বেড়েছে যোগী সরকারের ওপর। ব্যস্ততা তুঙ্গে উঠেছে লখনউতে।

সোমবার: উপহার সিনেমা হল অগ্নিকাণ্ডের স্মৃতি উসকে

ফের রাতের অন্ধকারে দাবানল ছড়াল দিল্লির মান্ডি বাজার অঞ্চলের। শর্টসার্কিট থেকে লাগা আগুনের লেলিহান গ্রাসে ঘুমের মধ্যে দগ্ধ ও দমবন্ধ হয়ে মারা গেলেন ৪৩ জন। আহত আরও অনেক।

মঙ্গলবার: পেঁয়াজ সহ বিভিন্ন খাদ্যপণ্যের অগ্নিমূল্য আটকাতে

রাজ্য সরকারের কড়া নির্দেশে ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছে টাস্ক ফোর্স। তারা রাজ্যের বিভিন্ন বাজারে নজরদারি ও মনিটরিং চালাচ্ছে। তাতেও কাজ না হওয়ায় শেষপর্যন্ত আসরে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। ভবানীপুরের যদুবাবুর বাজারে হঠাৎ করেই বিভিন্ন দোকান ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী। কথা বলেন ব্যাপারীদের সঙ্গে।

বুধবার: রাজ্য–রাজ্যপাল সংঘাত কমছে তো নয়ই দিন

দিন তা আরও তীব্র আকার ধারন করছে। রাজ্যের পক্ষ থেকে সম্প্রতি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে রাজ্যপালের ক্ষমতা খর্ব করতে ব্যবস্থা নেবে তারা। যদিও রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, এতে হিতে বিপরীত হবে।

বৃহস্পতিবার: লোকসভার পর রাজ্যসভাতেও পাশ হয়ে

গেল নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। কংগ্রেস, তৃণমূল, বামদলগুলি এর বিরোধিতা করলেও সংখ্যাধিক্য সাংসদের সমর্থন পক্ষে থাকায় বিজেপি সরকার লাভের ফসল তুলল এবারেও।

শুক্র: ক্যাব পরবর্তী

আন্দোলনকে ঘিরে সংঘর্ষে উত্তাল অসম। পুলিশের সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

শিল্প ও অর্থিক উন্নয়নের আলোর নিচে কর্মসংস্থান ও বাস্তুচ্যুতির গাঢ় অন্ধকার

কল্যাণ রায়চৌধুরী, উত্তর চব্বিশ পরগনা : উত্তর চব্বিশ পরগনার অশোকনগর পুর এলাকার একটা বিশাল অঞ্চল অপরিশোধিত তেল এবং গ্যাসের উপর ভাসছে। প্রায় বছর চারেক আরও এমনই একটা চাঞ্চল্যকর তথ্য ভূগর্ভস্থ পরীক্ষার মাধ্যমে জানিয়েছিল ওএনজিসি। সংস্থাটি তাদের পরীক্ষায় নিশ্চিত হয়ে অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের প্রায় চার একর জমি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা প্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট পুরসভার কাছ থেকে অধিগ্রহণ করে বাউন্ডারি দেয়। সম্প্রতি আরও প্রায় এগারো একর জমি আর অধিগ্রহণ করার দাবিও জানায়। এই মর্মে তারা একটি সাংবাদিক সম্মেলনও করে। এর ফলে অশোকনগর কল্যাণগড় পুর এলাকার বহু বাসিন্দা বাস্তুচ্যুত হওয়া ও জমি হারানোর আতঙ্কে ভুগছেন। পাশাপাশি অশোকনগরের বুকে এক নতুন মানচিত্র উন্মোচন সহ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানে দিশার স্বপ্নও দেখছেন অনেকেই।

এ প্রসঙ্গে অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভার পুরপ্রধান প্রবোধ সরকার বলেন, 'ওএনজিসি নামক সংস্থাটি প্রায় সাত আট বছর ধরেই অনুসন্ধান চালাচ্ছিল। তবে প্রায় বছর দেড়েক আগে তারা ২২ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বিশেষ জায়গায় তেল ও গ্যাসের ভাণ্ডারের সন্ধানে নিশ্চিত হয়ে চার একর জমি অধিগ্রহণ করে তা বাউন্ডারি দেয়। এই জায়গাটি সম্পূর্ণ উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন দফতরের। সম্প্রতি তারা

অশোকনগরে তেল ভাণ্ডার

আরও প্রায় এগারো একর অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণের দাবি জানায়। আর সবটাই জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন দফতরের। এর মধ্যে কোনও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমি নেই। ফলে কোনও নাগরিকের বাস্তুচ্যুত বা জমি হারানোর কোনও প্রশ্নই ওঠে না।' তিনি আরও বলেন 'বরং ওএনজিসি'র এই প্রকল্পের মাধ্যমে অশোকনগরের বুকে নতুন আশার আলোর উন্মেষ ঘটবে। সরকার যেমন এর মাধ্যমে রেভিনিউ পাবে, তেমনই এই এলাকায় আসবে ব্যাপক অর্থনৈতিক পরিবর্তন। পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থানেরও সূচনা হবে। কারণ সংস্থাটি জানিয়েছে, এখানে যা তেল ভাণ্ডার আছে, তা পঞ্চাশ বছর ধরে তুললেও শেষ হবে না।'

অশোকনগর বিধানসভার বিধায়ক ধীমান রায় বলেন, 'ওএনজিসি চার একর জমি নিয়ে নিয়েছে। তবে আরও জমি লাগলে তার জন্যে বিএলআরও তা রেডি করে রাখছে। যদি আরও দশ–এগারো একর জমি দেওয়া হয় তাহলেও কোনও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমি বা বাড়ি নেই। ফলে কারও বাস্তুচ্যুত হওয়ার প্রসঙ্গ ওঠে না।

এ বিষয়ে স্থানীয় বেশ কিছু মানুষের বক্তব্য, অশোকনগর কল্যাণগড় মূলত উদ্বাস্তু কলোনি। আজকে ওএনজিসির দাবি চার একর থেকে বেড়ে পনেরো একরে দাঁড়িয়েছে। যা এখনও পর্যন্ত সরকারের অধীন। কিন্তু পরবর্তীতে এই দাবিকে আরও বর্ধিত হবে না, তার নিশ্চয়তা নেই। কারণ ভূগর্ভস্থ রাসায়নিক ভান্ডারের আয়তন ক্রমশ বাড়তেই পারে। তখন সেই চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে জেলা প্রশাসনকে জমি দান করতেই হবে। সেমতাবস্থায় বহু বাস্তু জমি তালিকাভুক্ত হবে নিশ্চিতভাবেই। সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি কি হবে? এমনটাই প্রশ্ন বাসিন্দাদের।

এ প্রসঙ্গে স্থানীয় স্বস্তি নার্সারি অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশনের কর্ণধার তথা অশোকনগর কল্যাণগড় পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর অতীশ (ঝুঙ্কু) সরকার বলেন, 'শিল্প ক্ষেত্রে অশোকনগরের বুকে এক নতুন দিশার জন্ম হতে চলেছে। সেই উজ্জ্বল উদ্যোগে আমাদের দলের বা বিপক্ষ রাজনৈতিক শিবিরের কেউ কেউ দলবাজি করে বাধাদানের চেষ্টা করছেন। তবে শেষ পর্যন্ত সফল হবেন না। কারণ মানুষ চায় উন্নয়ন। মানুষ চায় কর্মসংস্থান। এ ব্যাপারে মা মাটি মানুষের সরকার এগিয়ে আছে। অতএব বৃহত্তর স্বার্থে, উন্নয়নের স্বার্থে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। তবে বাস্তু জমি অধিগ্রহণের উপক্রম হলে, সংশ্লিষ্ট সংস্থা তার ক্ষতিপূরণ বহন করবে।' পুরপ্রধান প্রবোধবাবু বলেন, 'যদি কোনও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমি অধিগৃহীত হয়, তাহলে ওএনজিসির পক্ষ থেকে তার ক্ষতিপূরণ বহন করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়েছে।'

বিডিওর ডাকে সর্বদলীয় বৈঠকে গিয়ে আক্রান্ত বিজেপি নেতারা

প্রহৃত বিজেপি নেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ : গত ১০ ডিসেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ থানার অন্তর্গত বজবজ–১ নম্বর ব্লকে বিডিও অফিসে সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছিলেন বিডিও রীনা ঘোষ, বিকাল ৪ টা নাগাদ মণ্ডল সভাপতি বিজেপির তরুণ আদক, জয়দেব দত্ত সহ কয়েকজন কার্যকর্তা বিডিও অফিসে পৌঁছনোর পর তৃণমূলের হার্মাদ বাহিনী প্রাণঘাতি হামলা চালায় বলে বিজেপির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় তারা কোনও রকমে পালিয়ে আসে। তারপর বজবজ হাসপাতালে বিজেপির অন্য কর্মীরা তাদের ভর্তি করেন। অবস্থার অবনতি হলে তাদের কলকলতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। আক্রান্তরা হলেন ডাঃ তরুন আদক, জয়দেব দত্ত, করুণেশ চৌধুরী, সুদীপ সরকার, রুমা সরদার। বজবজ থানায় জিডিও করা হয় (জিডি নং ৫১৩, তারিখ ১০.১২.১৯) বিষয়টি নিয়ে রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছেন। এই ঘটনায় বিডিও রীনা ঘোষের কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি। বজবজ–১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীমন্ত বৈদ্য সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, আমরা যদি গণতন্ত্র না মানতাম, তাহলে সিপিএমকে পতাকা টাঙাতে দিতাম না। তবু বিজেপি নেতাদের কেউ আঘাত করে থাকে দোষীদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। পাশাপাশি ওদের জন্য সহানুভূতিও জ্ঞাপন করছি।

স্বাস্থ্য আধিকারিকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম : চিল্কিগড় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আধিকারিক–এর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন এলাকার সাধারণ মানুষজনেরা। অভিযোগ, চিল্কিগড় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক একতরফা কাজ করে চলেছেন। গত আট বছর ধরে যে সহায়ক দল হাসপাতালে রান্নার কাজে নিযুক্ত রয়েছে তাকেই প্রতিবছর পুনরায় পুনর্বহাল করছেন। কোনও এক অজ্ঞাত কারণে স্বাস্থ্য আধিকারিক এই কাজ করে চলেছেন। এছাড়াও স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে বিভিন্ন দাবি–দাওয়া নিয়ে যখনই কোনো অভিযোগ জানানো হয়, তিনি তার কোনো সদুত্তর না দিয়ে বিষয়টি অবহেলা করে ফেলে রাখেন। হাসপাতালের নতুন ভবনের নির্মাণ হয়েছে কিন্তু স্বাস্থ্য আধিকারিক সেই গেট আজও পর্যন্ত খোলার কোনও বন্দোবস্ত করেননি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এলাকার সাধারণ মানুষজনের আরও অভিযোগ, হাসপাতালে প্রসূতি মায়েরা ভর্তি হলে তাদের যেমন পর্যাপ্ত খাবার দেওয়া হয় না। তেমনি প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করা হয় না। এমনকি নবজাতক শিশুদের যে চিকিৎসা দেওয়ার দরকার তাও দেওয়া হয় না। আরো অভিযোগ , নবজাতক শিশু জন্মগ্রহণ করার পর সরকারি যে অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়ার কথা তাও অনেক ক্ষেত্রে দেওয়া হচ্ছে না। সোমবার এই সমস্ত দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি নিয়ে এলাকার অধিবাসী এবং মহিলারা চিল্কিগড় রাজবাড়ি থেকে এক বিশাল মিছিল করে চিল্কিগড় হাসপাতালের সামনে এসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। বিক্ষোভ প্রদর্শন করার পাশাপাশি তারা স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে দাবি সম্বলিত পেশ করেন। চিল্কিগড় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের –বি এম ও এইচ অভিরূপ সিংয়ের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ঝাড়গ্রাম জেলার স্বাস্থ্য অধিকর্তা ভিডিও সিএমওইচ প্রকাশ মিদ্দা বাবুর কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি আমাদের ফোন মারফত জানান, আমার কাছে অভিযোগ এসে পৌঁছেছে । আমি এই বিষয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করার নির্দেশ দিয়েছি। এবং সমস্ত রকম রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছি।দোষী প্রমাণিত হলে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গুলিতে আহত মৎস্যজীবী

অরিজিৎ মণ্ডল, কাকদ্বীপ : ভারতীয় জলসীমায় ঢুকে ভারতীয় মৎস্যজীবীকে গুলি করার অভিযোগ বাংলাদেশ নেভির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার ভোরে বঙ্গোপসাগরের কেদো দ্বীপের কাছে। ঘটনায় গুলিতে গুরুতর আহত ভারতীয় মৎস্যজীবী নিরঞ্জন দাস(৪৬)। জান যায়, গতকাল পাথরপ্রতিমা থেকে বাবা রুদ্রনীল নামক ট্রলারে করে ১৩ জন ভারতীয় মৎস্যজীবী বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে যায়। অভিযোগ, মাছ ধরার সময় বঙ্গোপসাগরের কেদো দ্বীপের কাছে একটি ট্রলারে করে ৫–৬ জন বাংলাদেশি নেভি ভারতীয় জলসীমায় ঢুকে অতর্কিতে ভারতীয় মৎস্যজীবীদের উপর আলোপাথাড়ি গুলি চালায়। ঘটনায় বছর ৪৬ এর নিরঞ্জন দাস নামের এক ভারতীয় মৎস্যজীবীর ডান পায়ে গুলি লাগে। পড়ে তাকে সঙ্গে থাকা মৎস্যজীবীরা উদ্ধার করে প্রথমে কাকদ্বীপ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে আহত মৎস্যজীবী নিরঞ্জন দাসকে চিকিৎসকেরা ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে।

ঘটনার জেরে প্রশ্ন উঠছে কী ভাবে ভারতীয় জলসীমায় ঢুকে এলোপাথাড়ি গুলি চালালো বাংলাদেশি নেভি?

জয়নগরে পুরসভার বিরুদ্ধে অবস্থান বিক্ষোভ তৃণমূলের

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর : জয়নগর মজিলপুরে কংগ্রেস পরিচালিত পুরসভার দুর্নীতি, স্বজনপোষন ও সরকারি প্রকল্পের অপব্যবহার সহ একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে পুরসভার সামনে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হলেন জয়নগর মজিলপুর টাউন তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। বুধবার সকাল ৮ টা থেকে থানার মোড়ে মঞ্চ বেধে মশারি খাটিয়ে এই বিক্ষোভ শুরু হয়। চলে বৃহস্পতিবার রাত ৮ টা অবধি। এ ব্যাপারে জয়নগর মজিলপুর টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রবীর চক্রবর্তী বলেন,

পুরসভায় কর্মী নিয়োগে দুর্নীতি হচ্ছে, গ্রিন সিটি মিশনের ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা নয়ছয় করা হচ্ছে। পুরসভার মাঠে দমকল কেন্দ্র তৈরিতে বাঁধা দিয়ে জায়গা নস্টের অজুহাত দিয়ে ৪ টি পার্ক করা হলো। নিজেদের লোকেদের বাড়ি তৈরি ও স্বাস্থ্য সাথী কার্ড করে দিচ্ছে পুরপ্রধান। তাই এই সব বন্ধের প্রতিবাদ স্বরূপ এই অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিলো। এ প্রসঙ্গে জয়নগর মজিলপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কংগ্রেসের সুজিত সরখেল বলেন, পুরভোটের আগে ভিত্তিহীন কিছু অভিযোগ এনে তৃণমূল বাজার গরম করতে নেমেছে। ওদের যদি এত অভিযোগ ছিলো তাহলে ওদের কাউন্সিলররা চুপ করে আছে কেন। পুরসভার সামনে পুরসভার অনুমতি ছাড়া কোনও সভা করা যায় না। সেটা ও ওরা জানে না। এই সম্পূর্ণ বেআইনি। সময়েই ওরা জবাব পাবে।

আয়া সমস্যায় ভুগছে দিনহাটা হাসপাতাল

কিংশুক দত্ত, দিনহাটা : শুক্রবার দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে আয়া (মাসিরা) প্রসূতি মায়েদের দেখা শুনার জন্য বেশী টাকা নিচ্ছে, আবার তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের করছে এই অভিযোগ রোগীর পরিজনদের। এরই প্রতিবাদে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতির সসস্যরা ও হাসপাতাল সুপার ডাঃ রনজি মন্ডল এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেন। মাসিরা প্রসূতি বিভাগে ২৫০ টাকা আর অন্য বিভাগে ২০০ টাকা নেবেন। কোন মাসি বেশি টাকা দাবি করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে কর্তৃপক্ষ। জানাগেছে রোগীর আত্মীয় সাথে দুর্ব্যবহারের পাশাপাশি হাসপাতালে আয়া (মাসিরা) প্রসূতি মায়েদের দেখাশুনার জন্য কর্তৃপক্ষকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ৪২০ টাকা এতদিন নিচ্ছিল বলে অভিযোগ। এ বিষয়ে আয়া মাসিদের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তারা কথা বলতে চাননি। এমনকি ক্যামেরার সামনে মুখ দেখাতেও চাননি। শুধু বলেছেন আমরা বিধায়কের সাথে কথা বলব ।

ডেঙ্গু আতঙ্কে মালদা

গোপাল মৈত্র, মালদা : গোটা রাজ্যের ডেঙ্গু আতঙ্কে সামিল হল মালদা পুরসভার ২০ নং ওয়ার্ডের সর্বমঙ্গলা পল্লীবাসী। পাড়ার কেন্দ্রস্থলে রয়েছে একটি বড় পুকুর, যা আজ সংস্করণের অভাবে পড়ে রয়েছে। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন এই পুকুর সম্পর্কে এলাকাবাসী জানান, মালিকের কোনও হেলদোল নেই। পরিষ্কার করা হয় না বলে মশা মাছির উপদ্রপ প্রচণ্ড। এখানে নিকাশি ব্যবস্থা খুবই খারাপ। স্থানীয় বাসিন্দারা আরও জানান, সপ্তাহে একদিন নামমাত্র কামান দিয়ে ধোঁয়া গ্যাস দেওয়া ছাড়া আর কোনও পদক্ষেপ করে না পুরসভা। অনেকবার জানানো সত্ত্বেও ওয়ার্ড কাউন্সিলর নিকাশি নিয়ে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি। শুধু উঁচু হয়েছে রাস্তা, তাতে নিকাশি ব্যবস্থার হাল আরও বেহাল হয়েছে বলছেন মানুষ। গত বছর ও ডেঙ্গু তে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন এই এলাকার ২ জন মানুষ। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে আতঙ্কিত হয়ে দিন কাটাচ্ছেন এলাকার মানুষ।

জেলার বাজার গুলিতে সক্রিয় হল প্রশাসন

আলিপুর বার্তার খবরের জের

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : গত সংখ্যায় আমাদের পত্রিকায় 'পদ ফাঁকা বাজার দরের আগুন নেভাবার লোক নেই' শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। মূলতঃ পেঁয়াজ গত সপ্তাহে ১৪০–১৫০ টাকা, আলু ২৩–২৪ টাকা কেজি দরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিভিন্ন ব্লকের বাজারগুলোতে বিক্রি হচ্ছিল। সেই সঙ্গে শীতকালীন সব্জিরও মূল্য ছিল আকাশ ছোঁয়া। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত মানুষরা নাজেহাল হচ্ছিলেন। কলকাতার বিভিন্ন বাজারে টাস্ক ফোর্স অভিযান চালালেও জেলাতে দফতরের লোকজনের অভাবে সে অর্থে কোনও নজরদারি ছিল না। অসাধু ব্যবসায়ীরা নিজেদের ইচ্ছামতো দাম হাঁকছিলেন। জেলাশাসক পি উলগানাথন বলেছিলেন সংশ্লিষ্ট বিডিওদের এব্যাপারে তৎপর হতে বলবেন। তারপরই বারুইপুরে জেলাশাসক নিজে বাজারে নজরদারি করতে যান। সম্প্রতি বিষ্ণুপুর–২ নম্বর ব্লকের বাখরাহাট বাজারে বিডিও অতনু দাস এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সোমাশ্রী বেতাল ব্যবসায়ীদের কাছে বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। এমনকি বিষ্ণুপুর–২ নম্বর ব্লক থেকে ৫৯ টাকা কেজি দরে সাধারণ মানুষদের হাতে পেঁয়াজ তুলে দেওয়া হয়।

শুক্রবার বজবজ–২ নম্বর ব্লকের বিডিও নবকুমার দাস এবং সমিতির সহ–সভাপতি বুচান ব্যানার্জী নোদাখালি বাজারে অভিযান চালান। প্রসঙ্গত ওই দিন সকালে পেঁয়াজ ১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছিল। অভিযানের পর বেলার দিকে পেঁয়াজের দাম ৯০ টাকা কেজি হয়ে যায়। প্রশাসনের এই নজরদারির ফলে ব্যবসায়ীরা কিছুটা হলেও নড়ে চড়ে বসেছেন। সাধারণ মানুষের দাবি মাঝে মধ্যে ব্লক ও পুলিশ প্রশাসন যদি বাজারে বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যের ব্যাপারে নজরদারি চালান, তাহলে অসাধু ব্যবসায়ীরা নিজেদের ইচ্ছে মতো মূল্য বৃদ্ধি করতে পারবে না।

গঙ্গাসাগর : পানীয় জল ও শৌচাগারের সমস্যায় ভুগছেন আগাম হাজির নাগা বাবারা

কুনাল মালিক, গঙ্গাসাগর : গঙ্গাসাগর মেলা এখন মাসখানেক বাকি। কিন্তু এরই মধ্যে কপিলমুনির মন্দির লাগোয়া ১, ২ ও ৩ নম্বর রাস্তার ধারে নাগা সন্ন্যাসীদের আস্তানায় অনেকেই হাজির হয়ে গেছেন। সম্প্রতি সাগরদ্বীপে গিয়ে নাগা সন্ন্যাসীদের ঘরের পিছনে চোখে পড়ল বটগাছের বেদীতে শীতের রোদে গল্পে মশগুল নাগাবাবাদের। যদিও মেলার সময় যে বেশে আমরা দেখি, উলঙ্গ ছাইভষ্ম মাখা– সেরূপে নয়। গেরুয়া বসনে আচ্ছাদিত নাগাবাবারা তাদের বিভিন্ন সমস্যার কথা আমাদের জানালেন। রঘুনাথ গিরি– অমরকন্টক থেকে এসেছেন। তিনি বললেন, দেখুন বুলবুল ঝড়ে আমাদের ঘরের টিনের চাল উড়ে গেছে। প্রশাসনকে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। প্রয়াগ থেকে আগত শ্রীমোহন্ত মুকুন্দ গিরি জানালেন, দেখুন আমাদের টয়লেটের সংখ্যা খুবই কম। মেলার সময় আরও নাগা সন্ন্যাসী আসবেন, তখন আরও সমস্যা হবে, তাই প্রশাসন যদি কয়েকটা টয়লেট বানিয়ে দেন ভালো হয়। নাগা বাবা প্রেমগিরি বেশ কয়েকবছর ধরে সাগরেই আছেন। তিনি জানালেন, আগের থেকে মেলা আরও সুন্দর হয়েছে। ব্যবস্থাও ভালো হয়েছে। বর্ষার সময় আমাদের ঘরের সামনে জল জমে যায়। যদি এখানে ড্রেনেজ ব্যবস্থা করে পিছনে খালের সঙ্গে যুক্ত করা হয়, খুব ভালো হয়। সেই সঙ্গে পানীয় জলের জন্য আরও একটা টিউবওয়েল হলে ভালো হয়। নাগা বাবাদের স্থায়ী আস্তানার পেছনে ছোট ছোট হোগলার ঘর বানিয়ে দেন সেখ দানীশউদ্দিন। সেখানে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধু–সন্ন্যাসীরা একে আশ্রয় নেন। হাসনাবাদ থেকে এসেছেন নবকুমার দাস এবং আনন্দ মালিক। তারা জানালেন, মেলা পর্যন্ত এই ঘরে থাকবেন, ঘর বানানোর জন্য দানীশউদ্দিনকে ৫০০ টাকা দিতে হয়েছে। হিন্দু–সাধু সন্ন্যাসীদের জন্য দানীশের পরিবার দীর্ঘদিন ধরে ঘর বানাচ্ছেন। সম্প্রীতির এ এক অনন্য নজির। সাগর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজেন্দ্রনাথ খাঁড়া জানালেন, নাগা বাবাদের আস্তানা সম্পর্কে খোঁজ খবর নেবেন। প্রসঙ্গত মকর সংক্রান্তির গঙ্গাসাগর মেলা নাগা সন্ন্যাসীদের ছাড়া ভাবাই যায় না।

পৌষ সংক্রান্তির অনেক আগেই সাগরসঙ্গমে হাজির নাগা বাবারা। ছবি: সোমনাথ পাল

Alipur Barta: 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 9, 14 December - 20 December, 2019

এই বাজারেই ঝুঁকি নিতে হবে, আবার সতর্ক থাকতেও হবে

পার্থসারথি গুহ

শেয়ার বাজারে ফেব্রুয়ারি–মার্চ মাসের ওপর যেমন বাজেট মাসের শিলমোহর লেগে গেছে ঠিক তেমনই মে–জুন মাস বিক্রির মাস হিসেবে খ্যাত শেয়ার বাজারে। আবার আগস্ট, সেপ্টেম্বর, এপ্রিল এর মতো মাসগুলি কেনার আদর্শ সময় হিসেবে ধরা হয় শেয়ার বাজারে। ডিসেম্বর মাসে যখন শীতের মৌতাতে মেতে ওঠে গোটা দেশ, তখন আবার বিক্রির জোর ঘনঘটা লক্ষিত হতে থাকে। এর প্রধান কারণ ধরা হয় বিদেশিদের ভরপুর বিক্রিকে। আসলে এই সময় অন্তত এক–দেড় মাস বিদেশিরা ক্রমাগত বিক্রি করতে থাকত বলেই বাজার ব্যাপকভাবে পড়ে যেত। সেই পরিস্থিতি এখন অবশ্য অনেকটাই পালটে গেছে। গত ২–৩ বছর বিদেশি এফআইআইদের থেকেও ভারতের শেয়ার বাজারে বেশি ছড়ি ঘোরাতে দেখা যাচ্ছে ডোমেস্টিক বা দেশি মিউচুয়াল ফান্ডকে। সেই ঘটনার প্রতিচ্ছবি পড়ছে অর্থবাজারেও। ফলে ডিসেম্বর আর বিক্রির মাস হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে না। বিগত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান অন্তত সেই বার্তাই দিচ্ছে। এবারেও ডিসেম্বরেও ভারতের বাজার যথেষ্ট ইতিবাচক রয়েছে। ২–৩ মাসের মন্দি কাটিয়ে বাজার যে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে তার সঙ্কেত সবরকমভাবে ছড়িয়ে পড়েছে বাজারের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। যা আশ্বস্ত করছে বুল ব্যাপারীদের। আবার যারা বেচে খেলতে অভ্যস্ত তারা পরবর্তী রণকৌশল ঠিক করতে পারছে না এই প্রেক্ষাপটে। এমতাবস্থায় বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ডিসেম্বরেই রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনী ফলাফল। সেই ফল যার পক্ষেই যাক না কেন, তার রেশ বড় জোর একদিন–দুদিন থাকবে। বিজেপি ভালো করলে বাজার তথা

নিফটি ১১ হাজার ছাপিয়ে ট্রেড করতে পারে। আর ফল শাসক দলের বিপক্ষে গেলে কিছুটা পড়তে পারে সূচক। তা বলে বিরাট কোনও হেলদোল ঘটে যাবে না। পরবর্তী রসদ অর্থা জানুয়ারি থেকে আরম্ভ হওয়া কোম্পানি গুলির তৃতীয় ত্রৈমাসিকে নজর থাকবে সকলের।

সেই ফলাফল পর্ব যদি প্রত্যাশার কাছে থাকে তাহলে বাজারের আর খুব পিছু হটার কথা নয়। তবে মাঝেমধ্যে যে সূচক থমকে যাবে না তা কিন্তু নয়। অত মসৃণ হবেও না চলার পথ। তাও এর মধ্যে চলতে চলতে, হার্ডলসের পাহাড় ডিঙিয়ে বাজার ক্রমশ মজবুত হবে।

ভারতের শেয়ার বাজারে নিশ্চিতভাবে একটা প্রভাব পড়বে সামনের বাজেটকে কেন্দ্র করে। কারণ, কোনও অবস্থাতেই অর্থবাজার যে জগাখিচুড়ি সরকার পছন্দ করে না তার প্রমাণ মিলেছে আগেও। বাজার চাইবে স্থায়ী সরকার ও দশদলীয় কোলাজমুক্ত সিদ্ধান্ত রূপায়ণকারীদের। তাও যে কোনও খারাপ পরিস্থিতি জুঝে

অর্থনীতি

নেওয়ার মতো নীলকণ্ঠ ভারতের শেয়ার বাজার হয়ে উঠেছে, এটা কিন্তু বুঝতে হবে। এতকিছু বুঝেই এখন থেকে লগ্নিতে যেতে হবে। যা আপনার আমার পুঁজিকে অনেকটাই সুরক্ষিত করে তুলবে। পরিকল্পনা ও আগাম নকশা এমনভাবে বাস্তবায়িত করতে হবে যা অন্যদেরও পথ দেখাবে সমানভাবে। এই বাজারে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল একটা প্রতিরোধ কিন্তু আসছে এই ১০ হাজারের জায়গা থেকে। নিফটি আপাতত যেন দৃঢ় ভাষায় বুঝিয়ে দিতে চাইছে সে আর বেশি নিচে যাবে না। তা বলে এমন ভাবার কারণ নেই যে সব একেবারে আমূল পালটে গিয়েছে, বাজার এবার তা থই তা থই করে নাচবে তা কিন্তু নয় মোটেই। বড়সড় কোনও বিপদ এসে এখনই হানা দেবে না।

ভারতের শেয়ার বাজারে এরূপ অবস্থা বহুবার এসেছে যখন বাজারে চরম উত্থান–পতন ঘটেছে। এটাই হল অর্থবাজারের খেলা । বিভিন্ন ঘটনায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে অনুকূল বা প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেয় এই বাজার। এভাবেই এই বাজারে চিরকালীন ওপর–নিচ তুর্কিনাচন চলেছে। তাও বাজার যতই ওপরে যাক বা নিচে আসুক একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা সবসময়ই বজায় রাখতে ভালোবাসে নিফটি ও সেনসেক্স। একে পরিভাষায় হয়তো বলা যায় শেয়ার বাজারের টেকনিক্যালস বিশ্লেষণ। ফান্ডামেন্টাল ঠিক থাকলেও অনেকসময়ই অর্থবাজারে উপযোগী হয়ে ওঠে এই শেয়ার টেকনিক্যালস।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৪ ডিসেম্বর – ২০ ডিসেম্বর, ২০১৯

মেষ : মানসিক চঞ্চলতা না কমালে লেখাপড়ায় ভাল ফল পাওয়া যাবে না। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে বাধার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। ব্যবসায় ভাল ফল পেতে একটু দেরি হবে। শিরঃপীড়া ও চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। জল পথে ভ্রমণে যাবেন না।

বৃষ : স্নেহ প্রীতিকে কেন্দ্র করে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে। দায়িত্ব বহুল কাজগুলিতে সাফল্য পাবেন। সহজে কারোর কাছে মাথা নত করবেন না। আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। শরীরের প্রতি যত্ন নিন। কমে সাফল্য আসবে। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। বন্ধুরা শত্রুতা করবে।

মিথুন : ব্যবসা বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। আত্মীয়–স্বজনদের সঙ্গে বিবাদ ঘটতে পারে। শিক্ষায় মনের মত ফল পাওয়া যাবে না। কর্মস্থলে বিবিধ সমস্যার সৃষ্টি হলেও হতে ক্ষতি হবে না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। পিতার স্বাস্থ্য চিন্তিত থাকবেন। বন্ধুরা ক্ষতি করতে পারে।

কর্কট : মানসিক শক্তির জোরে অসাধ্য সাধন করতে পারবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। সন্তানের উন্নতিতে মানসিক শান্তি পাবেন। সুনাম ও যশ বৃদ্ধি পাবে। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। আয় ভালই হবে। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে।

সিংহ : চুপ করে বসে না তেকে সাহস করে এগিয়ে চলুন, অবশ্যই সাফল্য পাবেন। মনের কথা কাউকে না বলাই ভালো। আর্থিক বিষয়ে উন্নতির ক্ষেত্রে বাধা আসবে যে কোন শুভকাজে বাধা আসবে। পড়াশুনাতেও বাধা আসবে। সাবধানে চলতে হবে।

কন্যা : অন্যের কথায় কান না দিয়ে নিজের মতানুসারে চলুন। অন্যের সাথে দ্বন্দ্ব করেও আপনার কাজ উদ্ধার করতে পারবেন না। মানসিক চিন্তা বৃদ্ধি পাবে। আধ্যাত্মিক বিষয়ে অগ্রসর হতে পারবেন। ভ্রমণ যোগ থাকলেও বাধা আসবে। নূতন ব্যবসায় হাত দেবেন না।

তুলা : দায়িত্ব মূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হবে। অতিরিক্ত খরচের জন্য মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়বে। লেখাপড়ায় একটু চেষ্টা করলেই ভাল ফল পাওয়া যাবে। কর্মস্থলে শত্রুরা চেষ্টা করেও আপনার ক্ষতি করতে পারবে না।

বৃশ্চিক : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। সদ্‌গুরুলাভ ও আধ্যাত্মিক চিন্তার উন্মেষ ঘটবে। খুব সাবধানে থাকতে হবে। ঠাণ্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। শিক্ষায় খুব কষ্ট করে সাফল্য আনতে হবে। শত্রুরা তৎপর হয়ে আছে আপনার ক্ষতি করার জন্য।

ধনু : মনের চিন্তাধারাগুলি অন্যের কাছে সহজে প্রকাশ করবেন না। যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। অনেক কসরৎ করে অর্থ রোজগার করতে হবে। লেখাপড়ায় মান ভাল হবে। সন্তান বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। গৃহ ভূমিসংক্রান্ত বিষয়ে সতর্ক থাকবেন।

মকর : আর্থিক বিষয়ে আগের তুলনায় ভাল ফল পাবেন। মনের শক্তি বাড়বে। ব্যবসায় লাভযোগ রয়েছে। প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টা শুভ। পড়াশুনায় ভাল ফল পাবেন। বন্ধুদের থেকে সাহায্য পাবেন। মাতৃস্থানীয়ার স্নেহ ভালবাসায় লাভবান হবেন।

কুম্ভ : অন্যের কথা শুনে চললে অগ্রসরের পথে বাধা আসবে, আর্থিক বিষয়ে মোটামুটি শুভফল পাবেন। প্রতারক থেকে সাবধান থাকবেন। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে শত্রুতার যোগ বিদ্যমান। দ্বন্দ্বপূর্ণ পরিবেশের মাধ্যমে চলতে হবে।

মীন : মানসিকতার দিক দিয়ে নিজেকে দুর্বল করে ফেলবেন না। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। নূতন কর্মলাভ বা কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। শিরঃপীড়া ও চক্ষুপীড়ায় কষ্ট পাবেন।

খাদি অ্যান্ড ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রিজ কমিশনে চাকরি

নিজস্ব প্রতনিধি : বিভিন্ন বিভাগে ৭৫ জন কর্মী নেমে খাদি অ্যান্ড ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রিজ কমিশন। প্রাথমিকভাবে ১ বছরের চুক্তিতে নিয়োগ হবে। প্রয়োজন অনুসারে সর্বাধিক ৩ বছরের জন্য চুক্তি বাড়ানো হতে পারে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর Adm./RW/Engagement Y.P./(105)/2019–20.

শিক্ষাগত যোগ্যতা : নির্দিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা ২ বছরের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা। এম এস ওয়ার্ড, এক্সেল ও পাওয়ার পয়েন্টের ব্যবহার জানতে হবে ও লেখার দক্ষতা থাকতে হবে। স্কিম বা প্রোগ্রাম মনিটরিং ও ইভ্যালুয়েশন সংক্রান্ত কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। বয়স : ১০–১–২০২০ তারিখে ২৭ বছরের মধ্যে হতে হবে। বেতন : সর্বাধিক ৩০,০০০ টাকা। সঙ্গে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা। প্রাথমিকভাবে শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে বাছাই করা প্রার্থীদের নিয়োগ করা হবে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.kvic.org.in প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি ও মোবাইল নম্বর থাকতে হবে। দরখাস্তের শেষ তারিখ ১০ জানুয়ারি। মনে রাখবেন, দরখাস্তের সময় প্রার্থীর জে পি জি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে স্ক্যান করা রঙিন পাসপোর্ট মাপের ফটো (৫০–১০০ কেবি সাইজের মধ্যে), কালো কালিতে করা সই (১০–৫০ কেবি সাইজের মধ্যে), বয়সের প্রমাণপত্র (৫০ কেবি থেকে ১ এম বি সাইজের মধ্যে), স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা ডিপ্লোমার ফাইনাল সার্টিফিকেট (৫০ কেবি থেকে ১ এম পি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। তিন সপ্তাহের পুরনো ফটো চলবে না। দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে। এই নিয়োগের বিশদ বিজ্ঞপ্তি এখনও প্রকাশিত হয়নি। শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয় ও অন্যান্য খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

রাজ্যের পরিবহন দফতর মোটর ভেহিক্যাল ইনস্পেক্টর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভেহিক্যাল ইনস্পেক্টর পদে ১৯ জনকে নেমে রাজ্যের পরিবহন দফতর। প্রার্থী বাছাই করবে পাবলিক সার্ভিস কমিন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর 32/2019.

শিক্ষাগত যোগ্যতা : স্নাতক। দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা ১৭০ সেমি (তফসিলি উপজাতি এবং পার্বত্য অঞ্চলের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৬০ সেমি)। ওজন অনুসারে মানানসই উচ্চতা থাকতে হবে।

বয়স : ১–১–২০১৯ তারিখে ১৮ থেকে ৩৯ বছরের মধ্যে হতে হবে। সংরক্ষিত ক্যাটেগরিরর প্রার্থীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৭,১০০–৩৭,৬০০ টাকা। গ্রেড পে : ৩,৯০০ টাকা।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.pscwbapplication.in দরখাস্তের শেষ তারিখ ৩০ ডিসেম্বর। ফি বাবদ দিতে হবে ১৬০ টাকা (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের কোনও ফি লাগবে না)। ফি দেওয়া যাবে অনলাইন অফলাইন উভয় পদ্ধতিতেই অফলাইন ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩১ ডিসেম্বর। আবেদনের পদ্ধতি সহ অন্যান্য তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

রাজ্যের ডাক বিভাগে ৫৭৭৮ গ্রামীণ ডাক সেবক নিয়োগ

নিজস্ব প্রতনিধি : পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে ৫,৭৭৮ ডাক সেবক নিয়োগের জন্য মাদ্রাসা উত্তীর্ণদের আবেদনের নতুন সময়সীমা নির্ধারণ করল ভারতীয় ডাক বিভাগ। আবেদন করতে হবে অনলাইনে। ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অব মাদ্রাসা এডুকেশন থেকে দশম শ্রেণি উত্তীর্ণ যেসব প্রার্থী ইতিমধ্যে অনলাইনে আবেদন করেছেন, তাদের আর নতুন করে দরখাস্ত করতে হবে না। পুরুষ মহিলা উভয়ই আবেদন করতে পারেন। নিয়োগ হবে ওয়েস্ট বেঙ্গল পোস্টাল সার্কেলের বিভিন্ন ডিভিশনে– ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার, মেল ডেলিভারার, মেলম্যান, প্যাকার এবং স্ট্যাম্প ভেন্ডর পদে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতেও ডাক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে দেশজুড়ে গ্রামীণ ডাক সেবক নিয়োগের এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় ডাক বিভাগ।

উল্লেখ্য ৫–৪–২০১৮ তারিখে ডাক বিভাগের তরফে এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছিল। সম্প্রতি ভারতীয় ডাক বিভাগের পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলের তরফে আর একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হয়েছে কেস নম্বর AST No. 21/2018, WPCT No. 6356 (w)/2018 এবং AST No. 22/2018–এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৮–৫–২০১৯ তারিখে প্রকাশিত হাই কোর্টের নির্দেশ অনুসারে শুধুমাত্র ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অব মাদ্রাসা এডুকেশন (দশম শ্রেণি উত্তীর্ণ) প্রার্থীরা ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনলাইন আবেদন করতে পারবেন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : Rectt/R–100/Online/GDS/VOL–VIII. মনে রাখবেন, ৫–৪–২০১৮–য় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি নম্বর : Rectt/R–100/Online/GDS/VOL–VI. বিজ্ঞপ্তি অনুসারে যেসব ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অব মাদ্রাসা এডুকেশন প্রার্থী অনলাইনে দরখাস্ত করেছিলেন তাদের পুনরায় দরখাস্ত করতে হবে না।

নতুন আবেদনকারীদের সুবিধার জন্য শূন্যপদের বিন্যাস ও নিয়োগের অন্যান্য খুঁটিনাটি বিশদে জানানো হল। মোট শূন্যপদ : ৫,৭৭৮টি (সাধারণ ২,৭৬০, তফসিলি জাতি ১,১৮৪, তফসিলি উপজাতি ২৮৬, ও বি সি ১,৩২৮, শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৮৬, অস্থিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৮৩, দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ৫১)।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা এডুকেশন বোর্ড পাশ (দশম শ্রেণি উত্তীর্ণ) প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন। এর পাশাপাশি প্রার্থীর কম্পিউটার ব্যবহারের জ্ঞান থাকতে হবে এবং কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে অন্তত ৬০ দিনের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের সার্টিফিকেট থাকতে হবে। তবে কম্পিউটার সার্টিফিকেট না থাকলেও আবেদন করা যাবে। নিয়োগের সময় এই সার্টিফিকেট জমা দিতে হবে।

বয়স : ৫–৪–২০১৮ তারিখে ১৮ থেকে

হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে শুধুমাত্র ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অব মাদ্রাসা এডুকেশন (দশম শ্রেণি উত্তীর্ণ) প্রার্থীরা অনলাইন আবেদন করতে পারবেন

৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ও বি সিরা ৩ এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীরা বয়সে ১০

কাজের খবর

বছরের ছাড় পাবেন।

গ্রামীণ ডাক সেবক (ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার) পদে নির্বাচিত প্রার্থী যদি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের বাসিন্দা না হয়ে থাকেন, তাহলে, কাজে যোগদানের আগে তাঁকে সংশ্লিষ্ট শাখা ডাকঘর–সংলগ্ন গ্রামে বসবাসের ব্যবস্থা করতে হবে। এই মর্মে প্রার্থীকে আবেদননের সময়ই একটি ঘোষণাপত্র জমা দিতে হবে। ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার ছাড়া বাকি সব পদের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা সংশ্লিষ্ট শাখা ডাকঘরের ডাক বিতরণের এলাকার বাসিন্দা হতে হবে।

ডাক বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রার্থীর অন্যান্য সূত্র থেকেও উপার্জনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। তবে বর্তমানে অন্য কোনও সূত্র থেকে উপার্জনের ব্যবস্থা না থাকলেও আবেদন করা যাবে। নির্বাচিত হিসেবে ঘোষিত প্রার্থীদের ১ মাসের মধ্যে, কাজে যোগদানের আগে অন্য সূত্র থেকে উপার্জনের প্রমাণ দাখিল করতে হবে।

ডাকঘর হিসেবে কাজ চালানোর উপযোগী জায়গার ব্যবস্থা করতে হবে ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার পদে নির্বাচিত প্রার্থীকেই এবং সে বাবদ খরচও বহন করতে হবে সংশ্লিষ্ট ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টারকে।

গ্রামীণ ডাক সেবক (ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার) পদে নির্বাচিতদের ২৫,০০০ টাকা এবং ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার ছাড়া অন্য ডাক সেবকদের ১০,০০০ টাকা ফিডেলিটি গ্যারান্টি বন্ড বা ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেটের মাধ্যমে ডাক বিভাগে জমা রাখতে হবে।

ডাক সেবকদের এমন কোনও এজেন্সির সঙ্গে যুক্ত থাকা চলবে না যার কাজকর্ম ডাক বিভাগের কাজের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায়।

ডাক সেবকরা তাঁদের কাজের বিনিময়ে অ্যালাওয়েন্স পাবেন। পদ অনুসারে অ্যালাওয়েন্সের পরিমাণ : ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার : ২,৭৪৫–৪,২৪৫ টাকা, মেল ডেলিভারার : ২,৬৬৫–৪,১৬৫ টাকা, মেল ম্যান : ২,২৯৫–৩,৬৯৫ টাকা, প্যাকার : ২,২৯৫–৩,৬৯৫ টাকা, স্ট্যাম্প ভেন্ডর : ২,৬৬৫–৪,১৬৫ টাকা।

প্রার্থী বাছাই হবে দশম শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষায় পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে তৈরি মেধা তালিকা অনুসারে। প্রতিটি বিষয়েই পাশ নম্বর থাকতে হবে। একাধিক প্রার্থীর একই নম্বর থাকলে বয়সের নিরখে (উচ্চতর বয়সের প্রার্থীরা অগ্রগণ্য) মেধা তালিকা তৈরি হবে।

মাদ্রাসা বোর্ডের প্রার্থীরা অনলাইন আবেদন করবেন ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে। অনলাইন আবেদনের জন্য প্রথম নাম রেজিস্টার করতে হবে এই দুই ওয়েবসাইটের কোনও একটির মাধ্যমে : https://indiapost.gov.in, http://appost.in/gdsonline রেজিস্টার করার পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। এটি টুকে রাখবেন।

ফি বাবদ সাধারণ এবং ও বি সি ক্যাটেগরির পুরুষ প্রার্থীদের ১০০ টাকা জমা দিতে হবে। নিকটবর্তী কোনও পোস্ট অফিসে। নির্দিষ্ট পোস্ট অফিসগুলির তালিকা পাবেন এই ওয়েবসাইটে : http://appost.in/gdsonline পোস্ট অফিসের কাউন্টারে রেজিস্ট্রেশন নম্বরটি জানাতে হবে। মহিলা তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের ফি লাগবে না।

রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফি পেমেন্ট নম্বর উল্লেখ করে অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : https://indiapost.gov.in দরখাস্তে পছন্দের ক্রমানুসারে পদের নাম উল্লেখ করা যাবে।

দরখাস্তে এইসব নথিপত্র জেপিজি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে : (১) মাধ্যমিকের মার্কশিটে বা সার্টিফিকেট। ফাইল সাইজ হতে হবে ২০০ কেবি–র মধ্যে। (২) কম্পিউটার সার্টিফিকেট (থাকলে)। ফাইল সাইজ হতে হবে ২০০ কেবি–র মধ্যে। (৩) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাস্ট বা ও বি সি সার্টিফিকেট। ফাইল সাইজ হতে হবে ২০০ কেবি–র মধ্যে। (৪) ফটো (২০০ × ২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশনে, ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) (৬) দৈহিক প্রতিবন্ধকতা সার্টিফিকেট (২০০ কেবি সাইজের মধ্যে))।

নির্বাচিত হলে প্রার্থী ডাক বিভাগ থেকে এস এম এস ও ই–মেল পাবেন।

খুঁটিনাটি তথ্য দেখা যাবে উপরোক্ত দুই ওয়েবসাইটে। প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্কেলের এই হেল্প ডেস্ক নম্বরে : ০৩৩–২২১২–০৫৭৮। তথ্যের জন্য মেল করতে পারেন এই ই–মেল অ্যাড্রেসেও : gdsrecttenquiry450@gmail.com

শব্দবার্তা ১৫৮

১		২	■	৩			৪
	■	৫			■	■	
	■		■		■	৬	
	■		■	৭	৮		■
■	৯		১০	■		■	১১
১২		■		■		■	
	■	■	১৩			■	
১৪				■	১৫		

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। পাওয়া দুঃসাধ্য এমন ৩। নানা বিষয় ৫। মহাশয় ৬। উৎসর্গ, পালা ৭। শক্ত নয় ৯। উমর ১২। 'ভুবন হয়েছে —' ১৩। অত্যন্ত দুর্বল বা অদৃঢ় ১৪। পা নেই যার ১৫। রান্না।

উপর–নীচ

১। হজরত মোহম্মদ এর জামাতা হজরত আলীর সাদা ঘোড়ার নাম ২। উপাসনাগৃহ ৩। সাধু — ৪। বরণডালায় থাকে ৬। মূল্য, মর্যাদা ৮। যে নির্মাণ বা সৃষ্টি করে ৯। জানানো, আওড়ানো ১০। শেষ ১১। ধারালো ১২ বীজ

সমাধান : শব্দবার্তা ১৫৭

পাশাপাশি : ১। নগরপাল ৪। শরম ৬। দরবার ৭। ফরমান ৮। দাসখত ১০। তৎপর ১২। নখরা ১৩। জবাবদাতা।

উপর–নীচ : ১। নম্বর ২। রবার ৩। লশকর ৫। মহানগর ৬। দরদালান ৯। খগরাজ ১০। তদ্ভাব ১১। পলতা।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের পি এইচ ডি কোর্সে ভর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইনের পি এইচ ডি কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। কোর্সটি পড়ানো হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজরা ক্যাম্পাসে।

আসনসংখ্যা : ১৬টি। নিয়মানুসারে আসন সংরক্ষিত থাকবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বর সহ (তফসিলি, ও বি সি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ) স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে ৮০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা এবং ২০ নম্বরের ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। পরীক্ষা ২২ ডিসেম্বর, দুপুর ১২টায়। সময় ২ ঘন্টা। লিখিত পরীক্ষায় ৫০ শতাংশ নম্বর পেলে, তবেই সফল বলে বিবেচিত হবেন। প্রসঙ্গত, যাঁরা জে আর এফ বা নেট বা সেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাঁদের লিখিত পরীক্ষা দিতে হবে না।

আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনপত্র ডাউনলোড করতে হবে এই ওয়েবসাইট থেকে : www.caluniv.ac.in ।

পূরণ করা আবেদনপত্রের সঙ্গে দেবেন * এস বি আই কালেক্টের মাধ্যমে ফি বাবদ দিতে হবে ১০০ টাকা। ফি জমা দিয়ে ই–রিসিপ্ট নিয়ে নেবেন। * প্রার্থীর তিন কপি রঙিন পাসপোর্ট মাপের স্বপ্রত্যয়িত ফটো। ফটো তিনটি আবেদনপত্র ও দুটি অ্যাডমিট কার্ডে সেঁটে দেবেন। * বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজনীয় নথিপত্রের প্রত্যয়িত নকল। * প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাস্ট বা ও বি সি সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল। * প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জে আর এফ বা নেট বা সেট সার্টিফিকেট।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ পূরণ করা আবেদনপত্র ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে যে কোনও কাজের দিন সকালে সাড়ে ১২টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে জমা দিতে হবে এই ঠিকানায় : University of Calcutta, Department of Law, 51/1, Hazra Road, 1st Floor, Kolkata 700 019

বিশদ জানতে দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

টু–হুইলার টেকনিশিয়ানের ৩ মাসের প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : টু–হুইলার টেকনিশিয়ানের প্রশিক্ষণ দেবে অম্বুজা সিমেন্ট ফাউন্ডেশনের ট্রেনিং ইনস্টিটিউট 'সেডি'। ৩ মাসের এই প্রশিক্ষণ কোর্সটি ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন কর্তৃক স্বীকৃত।

শেখানো হবে ইঞ্জিন রিপেয়ারিং, ভেহিক্যাল অ্যাসেম্বলিং, মেকানিক্যাল ব্রেক, ডিজিটাল কানেকশন, সেল্ফ স্টার্ট প্রভৃতি। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ওয়ার্কশপে নিউমেট্রিক গান ও র‍্যাম্পের মাধ্যমে হাতে কলমে কাজ শেখানো হবে। প্রশিক্ষিতরা এন এস ডি সি–র সার্টিফিকেট পাবেন।

অন্তত ক্লাস এইট পাশ তরুণ–তরুণীরা প্রশিক্ষণ নেওয়ার জন্য আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। ফি ১ হাজার টাকা। প্রশিক্ষণ শুরু হবে ২৬ ডিসেম্বর থেকে। ভর্তির শেষ তারিখ ২৩ ডিসেম্বর। ভর্তির জন্য যোগাযোগের ঠিকানা : সেডি, অম্বুজা সিমেন্ট ফাউন্ডেশন, সাঁকরাইল, ধূলাগড়ী, হাওড়া। ফোন : ৯৬৮১৪ ৬৪১৫৬/৮৫৩৬০ ০৩১৭১।

আতস কাঁচে

যুবককে পিষে দিল ট্রাক

নিজস্ব প্রতিনিধি:এক যুবক কে পিষে দিয়ে পালিয়ে গেল এক ট্রাক চালক। ঘটনা স্থলে যুবকের মৃত্যু হলে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। মৃত যুবকের নাম দিলীপ মন্ডল(৩৫)। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কুলতলি থানার কচিয়ামারা বাজার সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে এদিন রাত সাত টা নাগাদ কচিয়ামারার কয়ালের চক এর বাসিন্দা যুবক পেশায় ভ্যান চালক দিলীপ মন্ডল স্থানীয় ব্রিজের হাট থেকে বাজার করে সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন । সেই সময় একটি মালবাহী ট্রাক জামতলায় যাওয়ার সময় আচমকা ওই যুবককে পিষে দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ঘটনাস্থলে যুবকের মৃত্যু হয়। বেগতিক বুঝে ট্রাক চালক ট্রাক ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেলেও ধরা পড়ে যায় ট্রাকের খালাসি।

এই ঘটনার জেরে এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে কুলতলি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ট্রাক ও খালাসি কে আটক করে পরিস্থিতি সামাল দেয়। পাশাপাশি মৃত দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ট্রাক চালকের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। অন্যদিকে যুবক দিলীপ মন্ডলের মৃত্যুর খবর পেয়ে কয়ালের চকের বাসিন্দারা সহ মৃত যুবকের পরিবার শোকে ভেঙে পড়েছে।

ছাত্রীকে ধর্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: জানা যায়, ওই ছাত্রী জেঠুর বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে ফিরছিলো। সন্ধ্যা নামায় রাস্তা দিয়ে একা আসার সময় সম্পর্কে দাদু হালিম ফকির নামের এক ব্যক্তি ওই নাবালিকা ছাত্রীকে বাগানে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। এমনকি ধর্ষণ করার পর ছাত্রীর হাতে দুশো টাকা দিয়ে ঘটনার কথা কাউকে না বলার জন্য হুমকি দেয় ওই ব্যক্তি। এরপর বাড়ি ফিরলে ছাত্রীটির অস্বাভাবিক আচরণে বাড়ির লোক তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে। ঘটনার খবর পরিবারের লোকজনকে জানায় ওই নির্যাতিতা ছাত্রী। এরপর বাড়ির লোকজন নাবালিকা ছাত্রীকে নিয়ে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করে। ঘটনায় অভিযুক্ত হালিম ফকিরকে গ্রেফতার করেছে মগরাহাট থানার পুলিশ।

ষ্টেশনে সাপের আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি: নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: সাত সকালে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং ষ্টেশনে প্রচুর ভীড়। আর সেই ভীড়ের মধ্যে জনৈক এক রেল যাত্রীর নজরে পড়ে যায় ক্যানিং ষ্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মের যাত্রী শেডের মধ্যে একটি ফুট চারেকের সাপ উঁকি ঝুঁকি মারছে।এমন খবর চাউর হতে আতঙ্ক তৈরি হয় সাধারণ নিত্য রেলযাত্রীদের মধ্যে। নিত্যযাত্রীরা সাপের আতঙ্কে দৌড়ঝাঁপ শুরু করে দেন। খবর পেয়ে ক্যানিং ষ্টেশনের কর্তব্যরত রেল পুলিশ দৌড়ে আসেন ক্যানিং ষ্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে। তাঁরা দেখতে পান এক বিশাল বড় দাঁড়াস সাপ খাবারের খোঁজে শেডের উপর থাকা চড়ুই পাখির বাসার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। রেল পুলিশ তৎক্ষণাৎ সাধারণ যাত্রীদের কে অভয় দিয়ে বলেন আপানারা নির্ভয়ে রেলে চড়ে যে যার গন্তব্যে যাতায়াত করুন,সাপের কোনও আতঙ্ক নেই,রেল পুলিশ আপনাদের সুন্দর সাচ্ছন্দ্য পরিষেবায় নিয়োজিত রয়েছে।

অন্যদিকে ষ্টেশনের হকার তারক দাস,শিকান্দর সাহানীরা বলেন দাঁড়াস সাপটি প্রায়ই ষ্টেশনে ঘোরা ফেরা করে চড়ুই পাখি খাওয়ার জন্য। সাপ চিনতে না পেরে ভয় পেয়ে যান নিত্য রেলযাত্রীরা। পরে রেল পুলিশ এসে নিত্যযাত্রীদের কে সাহস যুগিয়ে যাতায়াত করতে বলেন।

ন্যায্য বেতনের দাবিতে হাসপাতালে অবস্থান রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্যদের

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : কর্মস্থলে দিনের পর দিনে তাদের ইচ্ছামতো কাজকর্ম করালেও তারা ন্যায্য বেতন পাচ্ছেন না দীর্ঘ প্রায় ১২ বছর ধরেই। আর সেই নায্য বেতনের দাবিতে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করলেন রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্যরা। সোমবার সকাল থেকেই হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভে সামিল হলেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের ১৭ জন রোগী কল্যাণ সমিতির (RKS) সদস্য কর্মী।

তাদের দাবি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে রোগীদের সাময়িক ভাবে সমস্যা হলেও আমাদের পরিবার পরিজনেরা রয়েছেন। আমরা যে ১৪০০ টাকা মাইনে পাই,তা দিয়ে এই দুর্মূল্যর বাজারে কোনও মানুষ চলতে পারে না। তারপর আবার আমাদের পরিবার রয়েছে। আমাদের ন্যায্য দাবি পূরণ না হলে আমরা এই অবস্থান আমরণ চালিয়ে যাবো।

উল্লেখ্য, বিগত দিনে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে রোগীদের সাহায্যে হাসপাতালের বহির্বিভাগে টিকিট দেওয়ার জন্য এই সমস্ত আরকেএস কর্মীদের কে অস্থায়ী ভাবে নিয়োগ করেছিলেন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। দিনের পর দিন অন্যান্য কর্মীদের বেতন বাড়লেও এই সমস্ত অস্থায়ী কর্মীদের কোনও বেতন বাড়েনি। আর এই দুর্মূল্য বাজারে বেতন না বাড়ায় তারা আন্দোলনে সামিল হয়েছে বলে জানা গেছে।

যদিও এ বিষয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সহকারী সুপার বসুমিতা আঢ্যির সাথে যোগাযোগ করা হলে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি।

অন্যদিকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক শ্যামল মন্ডল বলেন, ক্যানিং মহকুমা হাসতালের রোগী কল্যাণ সমিতির কর্মীদের আর্থিক সুবিধার জন্য প্রশাসনিক ভাবে হাসপাতাল সুপার আলোচনার মধ্য দিয়ে সমস্ত কাগজ পত্র স্বাস্থ্য ভবনে পাঠিয়েছেন। সেটা এখনও অনুমোদন হয়ে আসেনি। অনুমোদন হয়ে আসলে ভাবা হবে।

যদিও সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনও সমাধান সুত্র না মেলায় আন্দোলন অনির্দিষ্ট কালের জন্য চালিয়ে যাবেন বলে জানিয়েছে রোগী কল্যাণ সমিতির অভীক মন্ডল,দীপঙ্কর বিশ্বাস,কৃষ্ণা ঘড়ুই,সুজিত নস্কর,শম্পা মন্ডলরা।

মূল্যবৃদ্ধির জেরে বাজার পরিদর্শন মহকুমা শাসকের

নিজস্ব প্রতিনিধি: পেঁয়াজের দাম শুনে চোখে জল আমজনতার। বেশ কয়েকদিন হল বাজারে পেঁয়াজের দাম মধ্যবিত্ত পরিবারের নাগালের বাইরে। তার সঙ্গে নানান শাকসবজি বছরে আরো মূল্য আকাশছছোঁয়া। ইতিমধ্যেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বাংলা স্টল পেঁয়াজের সরবরাহ শুরু করেছে পাশাপাশি বিভিন্ন রেশন দোকানে দেওয়া হচ্ছে পেঁয়াজ। বছরে বেশি সময় সবজি বাজারে মূল্য যাই থাকুক না কেন। শীতেই শুরু থেকে নানান শাকসবজি উঠতে শুরু করে তখন দাম তুলনামূলক কম থাকে। কিন্তু এবারে পেঁয়াজের সাথে শাক সবজির দামও আকাশছোঁয়া । আজ সকালে পেঁয়াজ ও শাকসবজির দাম দেখতে , সবজি বাজার ঘুরে দেখেন ডায়মন্ডহারবার মহকুমা শাসক সুকান্ত সাহা এবং ডায়মন্ড হারবার এসডিপিও শ্যামল কুমার মন্ডল।

আজ সকালে ডায়মন্ড হারবার স্টেশন সংলগ্ন বাজার ঘুরে দেখেন এবং বাজারে খুচরা এবং পাইকারি দোকানদারদের সাথে কথা বলেন ডায়মন্ডহারবার মহকুমা শাসক সুকান্ত সাহা জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আমরা বাজারে এসে পেঁয়াজ ও সবজির দাম দেখছি। খুচরা ও পাইকারি দোকান তাদের সাথে কথা বলে জানলাম আগের থেকে কিছুটা দাম কমেছে। মুখ্যমন্ত্রী জানিযে দিযেছেন যে ৫৯ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ রেশন দেওযা হবে। কদিন আগে বাজারে ১৩০–১৪০ টাকা দরে গাছ বিক্রি হচ্ছিল, আজ ১০০ টাকা কেজি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে। আশা করি কয়েকদিনে আরো দাম কমবে।

বচসার জেরে মারধর পরীক্ষার্থীকে

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলের জল নেওয়াকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশীর সঙ্গে গন্ডগোলের জেরে বেধড়ক মারধোর করে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে। গুরুতর আহত অবস্থায় ভর্তি হাসপাতালে। আহত ছাত্রী রেবকা খাতুন (১৯)। ঘটনাটি উস্তি থানার হটুগঞ্জ পাইক পাড়ায়। আহত ছাত্রীর বাবা নুরুল ইসলাম পাইক জানান, পাড়ার প্রতিবেশী মনিরুল পাইকদের সঙ্গে কলে জল নেওয়া নিয়ে গন্ডগোল হয় বেশ কয়েকবার।

এর আগে অনেকবার কলের জল নেওয়াকে কেন্দ্র করে আমার ও আমার পরিবারের লোকজনদের মারধোর করে। তখন পাড়ায় বিশিষ্ট লোকজন মিটমাট করে দেয়। গত শুক্রবার কলে জল নেওয়াকে কেন্দ্র করে গন্ডগোল হয়। সেদিনের মতো মিটে যায়। স্কুলে উচ্চমাধ্যমিক টেস্ট পরীক্ষা চলছে।

বিজেপি জেলা কমিটির প্রস্তুতি সভা পূর্ব বর্ধমানে

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: লোকসভায় নাগরিক পঞ্জিকরণ বিল পেশের দিনেই রাজ্যের আসন্ন দু'টি নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল পূর্ব বর্ধমান জেলায়। এদিন বিজেপির সাংগঠনিক কাটোয়া জেলা কমিটি ২০২০ সালের পুরসভা ও ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিশেষ বৈঠক করে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। এই জেলার বিজেপির পুনঃনির্বাচিত সভাপতি কৃষ্ণ ঘোষ, দলের রাজ্য নেতা রাজীব ভৌমিক প্রমুখ কর্মকর্তার উপস্থিতিতে এদিন অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে প্রথমে ২০২০ সালের পুরসভা নির্বাচন নিয়ে আলোচনা হয়। তারপর ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের বিষয়েও নানাবিধ আলোচনা হয়েছে। এই আলোচনায় বিজেপির জেলার বিভিন্ন মণ্ডল কমিটির সভাপতিদের কাছ থেকে বুথভিত্তিক দলের সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি কিংবা দুর্বলতার বিষয়েও একটা রিপোর্ট নেওয়া হয়েছে। আসন্ন পুরসভা নির্বাচনে এই জেলার কাটোয়া, দাঁইহাট এবং কালনা পুরসভায় বিজেপির ফলাফল কেমন হতে পারে তারও একটা আভাস নেওয়া হয় বলে দলের একটি সূত্রে জানা গেছে। লোকসভা নির্বাচনের পরপরই একসময় এই জেলার বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূল কংগ্রেস সহ বিভিন্ন দল থেকে নেতা–কর্মীদের বিজেপিতে যোগদানের যেমন হিড়িক পড়েছিল এখন তেমনটা নেই বললেই চলে। পাশাপাশি অনেকেই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে ফিরেও গেছে। দলের বিরুদ্ধাচারণ করার অপরাধে বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মকর্তাকে সাসপেন্ডও করা হয়েছে। এমনতর পরিস্থিতিতেই বিজেপির জেলা কমিটি আসন্ন দু'টি নির্বাচনকে সামনে রেখে দলের কতটা শক্তি বৃদ্ধি করে প্রধান প্রতিপক্ষ তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শামিল হতে পারে সেটার দিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল। যদিও জেলা সভাপতি কৃষ্ণ ঘোষ এ বিষয়ে এখনি খোলসা করে কিছু জানাতে নারাজ। এদিকে বিজেপির জেলা সভাপতির পদে দ্বিতীয়বার নির্বাচিত হওয়ায় এদিন সভা শুরুর আগেই কৃষ্ণ ঘোষকে দলীয় কর্মীরা সংবর্ধনা জানিয়েছেন।

গোচরণ থেকে মধুচক্রে ধৃত মালকিন সহ ৯

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর : পুলিশের জালে এবার মধুচক্রের কারবারী। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার বারুইপুর মহকুমা পুলিশ আরক্ষ্য আধিকারিক অভিষেক মজুমদার ও বারুইপুর থানার এস আই দীপঙ্কর দাসের যৌথ নেতৃত্বে বারুইপুর থানার পুলিশ জয়নগর থানা লাগোয়া গোচরণ রেল স্টেশনের পাশের এলাকা থেকে মধুচক্র চালানোর অভিযোগে ঘরের মালকিন সহ ৯ জনকে গ্রেফতার করেছে। এদের মধ্যে ৬ জন নাবালিকা মহিলা, ২ জন পুরুষ খরিদ্দার ও বাড়ির মালকিন আছে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেল, রেলের জায়গা জবরদখল করে ঘর বেঁধে দীর্ঘ দিন ধরে মধুচক্র চালাচ্ছিল সমাজবিরোধী নূর আলমের স্ত্রী ষষ্ঠী ফকির। নূর আলম এন ডি পি এস আইনে এখন জেলে বন্দী আছেন। দৈনিক ৫০০ টাকার বিনিময়ে জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে এই সব নাবালিকদের এখানে আনা হতো এবং মধুচক্রে লিপ্ত করা হতো। ধৃতদের বাড়ি বাসন্তী, ক্যানিং ও রায়দীঘি থানা এলাকায়। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

উত্তরের আঙিনায়

বাবার হাতে ছেলে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার : বাবার হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছিল ছেলে,শনিবার বাবাকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করল কোচবিহার জেলা ও দায়রা আদালত। ২০১৮ সালের ১০ ই অক্টোবর কোচবিহার পুন্ডিবাড়ি থানা এলাকায় কার্তিক বর্মণ তার নিজের বাড়িতেই তাঁর সাত বছরের ছেলে সঞ্জয় বর্মন কে হত্যা করে। এরপরে কার্তিক বর্মণ নিজেই আলিপুরদুয়ার থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। মামলার তদন্ত ভার পড়ে কোচবিহার পুন্ডিবাড়ি থানার পুলিশের ওপর। তারা ৯০দিনের মাথায় চার্জশিট দাখিল করে। ১৬জনের সাক্ষ্য গ্রহণের পরে অবশেষে কার্তিক বর্মণকে দোষী সাব্যস্ত করে কোচবিহার জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারপতি সুকুমার রায়। এদিন ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ধারা অনুসারে অভিযুক্ত ও অপরাধী সাব্যস্ত হওয়া কার্তিক বর্মণকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সেই সাথে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। জরিমানা অনাদায়ে আরো ৬ মাসের সাজা বাড়বে। এদিন এই মামলায় সরকারি পক্ষের আইনজীবী ছিলেন শীর্ষেন্দু কুমার রায় বসুনিয়া।

গাড়ি–সংঘর্ষে মৃত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার : কোচবিহার ১ নং ব্লকের ঝিনাইদাহা এলাকায় জ্বালানিকাঠ ভর্তি একটি পিকআপ ভ্যান এর সাথে বাইকের সংঘর্ষে মৃত দুই ব্যক্তি। গুরুতর আহত অবস্থায় একজন কোচবিহার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে কোচবিহার থেকে তুফানগঞ্জের দিকে যাওয়ার সময় বাইকের সাথে এক সাইকেল আরোহীর মুখোমুখি হয়। এমতাবস্থায় প্রচন্ড গতিতে যেতে থাকা পিকআপ ভ্যান এসে সজোরে ধাক্কা মারে ওই তিনজনকে। ঘটনাস্থলেই এক ব্যক্তি মারা যায়। এই সময়ে ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন কোচবিহারের ডিএসপি ট্রাফিক চন্দন দাস। তৎক্ষণাৎ তিনি আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে নিজের গাড়িতে হাসপাতালে নিয়ে আসলে আরেক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। তৃতীয় ব্যক্তি গুরুতর আহত অবস্থায় কোচবিহার এমজিএম হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। ঘটনার পর ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে প্রচণ্ড যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হয় দমকল সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। পুলিশ ঘাতক গাড়িটিকে আটক করেছে।

বোমা উদ্ধারকে ঘিরে উত্তেজনা

ব্রজেশ্বর রায়, দিনহাটা: বাসন্তীর হাট তৃণমূল পার্টি অফিসের পাশেই একটি দোকানের সামনে বোমা উদ্ধারকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ালো এলাকায়। দিনহাটা ২ নং ব্লকের বাসন্তীর হাট বাজারের কাছেই তৃণমূল পার্টি অফিসের পাশেই একটি দোকানের সামনে বোমা উদ্ধার। তৃণমূল পার্টি অফিসের পাশেই এলাকার লোকজন একটি বোমা পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেয়। সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ এসে বোমা উদ্ধার করে নিয়ে যায়। সূত্রের খবর রাজনৈতিক সংঘর্ষ দিনহাটায় প্রতিনিয়ত লেগেই চলছে , দিনহাটা ২ নং ব্লকের বারোটি গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে থাকলেও দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে চলে যায়। তার মধ্যে নাজিরহাট ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের দখলে আসলে ও বুড়িরহাট ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির দখলেই রয়েছে । শুক্রবার সন্ধ্যায় বাসন্তীর হাটে তৃণমূলের পথসভা হয়েছিল। আবার শনিবার সন্ধ্যায় বুড়িরহাটে তৃণমূলের পথসভা করার পরেই রাতের অন্ধকারে কে বা কারা বাসন্তীরহাট তৃণমূল পার্টি অফিসের পাশেই বোমা রেখে চলে যায় । রোববার সকালে এলাকার লোকজন বোমা দেখে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ এসে বোমা উদ্ধার করে নিয়ে যায় । ঘটনার তদন্ত শুরু করছে সাহেবগঞ্জ থানার পুলিশ।

নারী নির্যাতন ধর্ষণ হত্যা অধিকার হরণ ও বঞ্চনার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার : রাজ্যব্যাপী নারী নির্যাতন ধর্ষণ হত্যা অধিকার হরণ ও বঞ্চনার অভিযোগ তুলে কোচবিহার আরক্ষ্যা ভবনে বিক্ষোভ দেখাল মহিলা সংগঠন ভারতীয় জনতা মহিলা মোর্চা। বুধবার বিজেপি মহিলা সংগঠনের এই কর্মসূচিকে ঘিরে শহরের প্রাণকেন্দ্র সাগর দীঘি চত্বরে ছিল অভাবনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এদিন আরক্ষা ভবন চত্বরে ছিল কড়া নিরাপত্তার বেষ্টনী। কোনও রকম অপ্রীতিকর অবস্থা রুখতে তৈরি করা হয়েছিল ব্যারিকেড। পাশাপাশি প্রস্তুত রাখা হয়েছিল জলকামানও।

হায়দ্রাবাদকান্ডের পর মালদায় মহিলাকে ধর্ষণ করে জ্বালিয়ে দেবার প্রতিবাদে এই আন্দোলন বলে জানান তাঁরা। রাজ্যের একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও কিভাবে কি ধর্ষণ ঘটছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাঁরা।

এবিষয়ে কোচবিহার জেলা মহিলা মোর্চার সভানেত্রী সাবিত্রী বর্মণ বলেন, সারা রাজ্য জুড়ে যেভাবে ধর্ষণ বেড়ে চলছে তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের এই প্রতিবাদ। পাশাপাশি রাজ্যের একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও কিভাবে এই ধর্ষণ বেড়ে চলছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। তিনি আরও বলেন, অবিলম্বে যদি এই অবস্থার সঠিক সমাধান না হয় তাহলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন।

পিকের দল হাজির আতঙ্কে ঘাসফুল কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: আর মাত্র কয়েকটা দিন,তারপরেই চলে আসবে শিলিগুড়ি পুরসভা নির্বাচন। তারই মধ্যে পি কের দলের উপস্থিতি তৃণমূলের অনেক নেতার মনেই বাড়িয়েছে টেনশন।এরই মধ্যে পি কের দল শিলিগুড়ির মোট ২৪ টি ওয়ার্ড ঘুরে গেছে। আবার তারা শিলিগুড়ি ঢুকবে বেশ কয়েকদিন পরে,যে ২৪ টি ওয়ার্ড তারা ঘুরে গেছে তার মধ্যে থেকে বেশ কয়েকটি ওয়ার্ড থেকে তারা সদর্থক উত্তর না পাওয়ায় সে সব ওয়ার্ডের কাউন্সিলারদের টিকিট পাওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে,এর মধ্যে বেশ কয়েকজন নামকরা ব্যক্তি আছেন। শোনা যাচ্ছে যুব তৃণমূলের (যাদের ভাল সুনাম আছে)তাদের দাঁড়ানো করা হতে পারে,শিলিগুড়ির এক মহিলা কাউন্সিলার যিনি এই প্রথমবার নির্বাচনে দাড়িয়েছেন তার টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল,তার ব্যাবহার এবং তিনি যথেষ্ট প্রশংসা কুড়িয়েছেন রাত এগারোটা সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত অফিসে থাকেন এবং সারা বছরই তিনি ওয়ার্ডবাসীকে যতটা সম্ভব সহায়তা করেন। তেমনিই কয়েকটি ওয়ার্ডে কাউন্সিলার দের সম্পর্কে বাজে ধারনাও আছে। নির্বাচনের ঘন্টা বাজবে বছর পড়লেই। তার মধ্যে তাদের সম্পর্কে কি রিপোর্ট যায় তা নিয়ে যথেষ্ট আশঙ্কায় তারা,লোকসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পরে অনেকটাই ঘুরে দাড়িয়েছে তৃণমূল,কাজেই শিলিগুড়ি পুরসভা যেন তেন প্রকারে পেতে চায় তারা,তাই তো তারা উঠেপড়ে লেগেছে কাজেই কোন বদনামী ব্যক্তি কে দাঁড় করাবে না তৃণমূল নেতৃত্ব। শিলিগুড়ি পুরসভাতে যত সম্ভব ভালো ইমেজ আছে এমন ব্যক্তিকেই দাঁড় করাতে চায় তারা। তৃণমূলের প্রধান প্রতিপক্ষ বিজেপি,এমনকি কংগ্রেস,সি পি এম ও তৈরি হচ্ছে পুরসভা নির্বাচনের জন্য,তাই সব জেনে শুনে তৃণমূল আগামীতে ঘর গুছিয়ে মাঠে নামবে,তাই এবারে শিলিগুড়ি পুরসভা নির্বাচন তৃণমূল আর নতুন করে ভুল করবে না বলেই মনে করছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা

বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দলে উত্তপ্ত হয়ে উঠল জেলা সদর কার্যালয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার : বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দলে রবিবার উত্তপ্ত হয়ে উঠলো কোচবিহার জেলা বিজেপির সদর কার্যালয়। আক্রান্ত হতে হল সংবাদমাধ্যমকেও। দ্বিতীয়বারের জন্য কোচবিহার জেলা সভানেত্রী পদে মালতি রাভা নির্বাচিত হওয়ার পর এদিন বিজেপি সদর কার্যালয়ে তাকে সংবর্ধনা দেওয়ার কথা থাকলেও এদিনই প্রয়াত হন বিজেপির কোচবিহার জেলা কমিটির প্রাক্তন সভাপতি সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় কোঙার। রবিবার তুফানগঞ্জের শালবাড়ি–১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমোরপাড়ায় নিজস্ব বাসভবনে বার্ধক্যজনিত কারণে মারা যান তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। তাই এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানকে বাতিল করে প্রাক্তন সভাপতি শোকসভার আয়োজন করা হয়েছিল বিজেপি কোচবিহার জেলা সদর দপ্তরে। আর এই শোকসভা শেষ হতেই

সূত্রপাত হয় গণ্ডগোলের ।

কিছুদিন আগে মন্ডল সভাপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোচবিহার শহর মন্ডল এবং দিনহাটার ২৫ নম্বর মন্ডল সভাপতি নির্বাচন করতে সক্ষম হয়নি বিজেপি। তারপর থেকেই ক্ষোভ বাড়তে থাকে বিজেপির অভ্যন্তরে। এমতাবস্থায় এই সংগঠনের অনুষ্ঠান চলাকালীন রবিবার দিনহাটা থেকে আগত বিজেপির সমর্থকরা মিছিল করেন জেলা কার্যালয়ের সামনে থেকে এবং বিজেপির নিজেদের কর্মীদের মধ্যেই জেলা কার্যালয় নেতৃত্বের সামনেই শুরু হয় মারামারি। কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় কোচবিহার শহরের বিজেপির কোচবিহার জেলার সদর দপ্তরের সামনের সুনীল সরণী।

এই খবর করতে গেলে বিজেপি কর্মীদের দ্বারা নিগৃহীত হন একটি বৈদ্যুতিন চিত্রগ্রাহক শুভ সাহা। তাকে বিজেপির কর্মী–সমর্থকেরা মারধর করে বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয় তার হাতে থাকা মোবাইল ছিনিয়ে নেয় উত্তেজিত বিজেপি কর্মীরা এবং মোবাইলের ছবি ডিলিট করে দেয় তারা। কর্তব্যরত এক সাংবাদিকের ওপর এই আক্রমণের এদিন তীব্র নিন্দা করেন কোচবিহার প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক সুমন কল্যাণ ভদ্র এবং সভাপতি অঞ্জন চক্রবর্তী।

সাগরদিঘীর ঘাটে চলছে অফিস

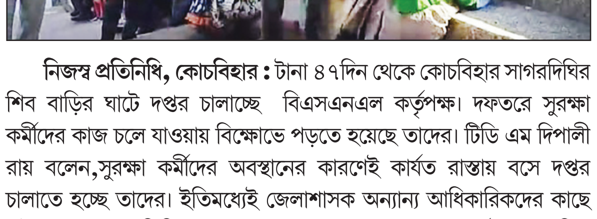

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার : টানা ৪৭দিন থেকে কোচবিহার সাগরদিঘির শিব বাড়ির ঘাটে দপ্তর চালাচ্ছে বিএসএনএল কর্তৃপক্ষ। দফতরে সুরক্ষা কর্মীদের কাজ চলে যাওয়ায় বিক্ষোভে পড়তে হয়েছে তাদের। টিডি এম দিপালী রায় বলেন,সুরক্ষা কর্মীদের অবস্থানের কারণেই কার্যত রাস্তায় বসে দপ্তর চালাতে হচ্ছে তাদের। ইতিমধ্যেই জেলাশাসক অন্যান্য আধিকারিকদের কাছে এই সমস্যার কথা লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। তবে এখনো পর্যন্ত প্রশাসনিক স্তরে কোনও পদক্ষেপ না হওয়ায় দপ্তরের যেগুলো নিয়মিত কাজ, তা করতেই সাগরদিঘির ঘাটকে বেছে নিয়েছেন তিনি। পেনশনের বেশকিছু কাজ সহ গ্রাহকদের অসুবিধা নিয়ে জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছে বিএসএনএল কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি বিএসএনএলের মোবাইলের টাওয়ার গুলিতে থাকা বৈদ্যুতিক সংযোগ ইতিমধ্যেই কেটে দিয়েছে বিদ্যুত বন্টন সংস্থা। বিল বাকি থাকার কারণেই সংযোগ কেটে দেওয়া হয়েছে বলে স্বীকার করে নিয়েছেন দিপালী রায়। এই পরিস্থিতিতে আর কতদিন রাস্তায় দপ্তর করতে হবে তা জানা নেই তাদের। তিনি বলেন,এই অবস্থার ফলে একদিকে যেমন বিল কালেকশন বন্ধ হয়ে গেছে, অপরদিকে বন্ধ হয়ে গেছে পরিষেবা। গ্রাহকরা অন্য বেসরকারি টেলিকম কোম্পানির কাছে চলে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, ১৪ ডিসেম্বর – ২০ ডিসেম্বর, ২০১৯

চাই নির্বাচনী সংস্কার

পশ্চিমবাংলার উপনির্বাচনে নানা তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ও জয় পরাজয়ের ওপারে সবচেয়ে বেশি ভোটে যদি কাউকে বিজয়ী ঘোষণা করতে হয় তা হল ভোট যন্ত্র বা ইভিএম। গত লোকসভা নির্বাচনের পর বাংলায় কিছু রাজনৈতিক শক্তি আসামীর কাঠগড়ায় ওই যন্ত্রটিকে দাঁড় করায়। আজ সর্বাংশে দোষমুক্ত হল ইভিএম। অন্তত আজ প্রকাশ্যে কেউ যন্ত্রে কারচুপির অভিযোগ আনেনি। প্রত্যেক নির্বাচন যাবে এবং আসবে। প্রশাসনের প্রবল চাপ, বোমাবাজি, রক্তপাত, দোষারোপ শেষে ফলাফল এবং আবার সেই ইভিএম।

ডিজিটাল ইন্ডিয়া ভাবনায় এখন নতুন হাওয়া বইছে। বাংলায় এনআরসি–র পক্ষে বিপক্ষে নানা সওয়াল চললেও আসলে ডিজিটাল নাগরিকপঞ্জীকরণের নানা রূপ দেখা যাচ্ছে। শহরতলির নানা থানায় পাসপোর্টের জন্যই হোক কিংবা চাকরির শর্ত পূরণের জন্য পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য পুলিশ কর্মী সিসিটিভির ছোঁয়াচ এড়িয়ে বেশ কয়েক হাজার টাকা চেয়ে নিচ্ছেন বলে নানা অভিযোগ উঠছে। নইলে নাকি দাদুর আমলের জমির দলিল কিংবা পরচা চাওয়া হচ্ছে অর্থাৎ সেই নাগরিকত্বের প্রমাণ অনুসন্ধান।

নাগরিকপঞ্জীকরণ নিয়ে নানা চাপান উতোর থেকে একটা ভাবনাই আশা জাগায় যে আগামী দিনের ভোট উৎসবগুলি হয়ত বা রক্তপাত হীন, জালিয়াতি মুক্ত হবে। আধারের পর আরও নানা সরকারি কার্ড এর ফরমান আসছে। যে দেশে নিরক্ষরতার পাশাপাশি তীব্র অভাবের সুযোগে অনেক ভোট ব্যবসায়ী পসার করে থাকেন সেখানে ডিজিটাল ভোট কিংবা অনলাইন ভোট করতে গেলে অবশ্যই সরকারি ভাবনা চিন্তার প্রত্যক্ষ দাবি তোলা উচিত। এবং এই দাবি উঠুক সব দলের তরফে। নির্বাচনী সংস্কারের এক বড় পদক্ষেপ নিয়েছিলেন সদ্য প্রয়াত টিএন শেষন। এবার ভোট সংস্কার এমন হোক যেখানে নাগরিকরা নির্ভয়ে নিজের মত করে প্রার্থীকে ভোট দিতে পারেন। সংবিধানের মৌলিক অধিকার সত্যিকারের দাবিদার হোক জনগণ। বারংবার আর ইভিএমকে আক্রমণ নয়। জন প্রতিনিধিদের আর ফেস্টুন ব্যানার কিংবা সাদা কালো টাকায় মুখ ঢাকার অভিযোগ সহ্য করতে হবে না। নাগরিকপঞ্জীকরণের থেকেও অনেক বেশি প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে নির্বাচন সংস্কার প্রকৃত ডিজিটাল ভারত তখনই সার্থক হবে।

অমৃত কথা

কর্মযোগ
কর্মই উপাসনা

মানুষকে বিধিনিষেধ শাস্ত্রবচন প্রভৃতির দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে। এখন আমাদের ইচ্ছার কোন স্বাধীনতা নাই, কিন্তু যখন মুক্ত হইব, তখন ইচ্ছা স্বাধীন। সংসারকে এইভাবে ছাড়িয়া দেওয়ার নামই ত্যাগ। ইন্দ্রিয়দ্বারেই ক্রোধ আসে, দুঃখ অনুভূত হয়। ত্যাগের ভাবে পূর্ণ হইয়া যাও।

একদা আমার দেহ ছিল, জন্ম হইয়াছিল,আমিজীবন সংগ্রামে লিপ্ত ছিলাম এবং মরিয়া গেলামঃ কি ভয়াবহ প্রহেলিকা।দেহের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়ামুক্তির জন্য কাতর ক্রন্দন।

কিন্তু ত্যাগের অর্থ কি এই যে, আমাদের সকলকেই সন্ন্যাসী হইতে হইবে? তাহা হইলে কে অপরকে সাহায্য করিবে? ত্যাগের অর্থ তপস্বী হওয়া নয়। সকল ভিক্ষুকই কি খ্রীস্ট? দারিদ্র্য ও সাধুতা সমার্থক নয়, অনেক সময় ঠিক বিপরীত। প্রকৃত ত্যাগ মনের ব্যাপার। কিভাবে এই ত্যাগ আসে? মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত হইয়া আমি একটি হ্রদ দেখিলাম চারিদিকে মনোরম দৃশ্যাবলীতে বৃক্ষরাজির বিপরীত প্রতিচ্ছবি জলের মধ্যে দেখা যাইতেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবটাই মরীচিকা বলিয়া প্রমাণিত হইল।

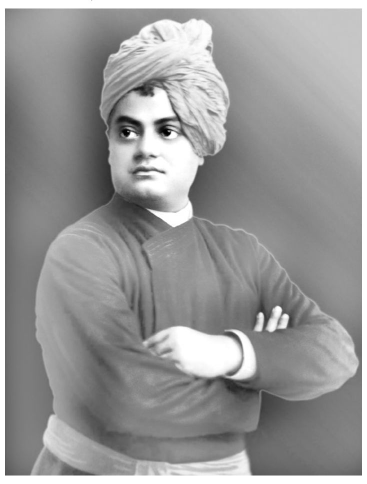

তখন বুঝিলাম মাসাবধি প্রতিদিনই আমি এই দৃশ্য দেখিয়াছি, শুধু সেদিন তৃষ্ণার্ত হইয়া আমি ঠেকিয়া শিখিলাম যে, উহা মিথ্যা পরেও প্রতিদিনই আমি ইহা আবার দেখিব, কিন্তু সত্য বলিয়া আর কখনো স্বীকার করিব না। সুতরাং আমরা যখন ঈশ্বরলাভ করিব, তখন জগৎ দেহ প্রভৃতির ভাব চলিয়া যাইবে। এগুলি পরে ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু তখন আমরা এগুলি মিথ্যা বলিয়াই জানিব।

পৃথিবীর ইতিহাস বুদ্ধ ও খ্রীস্টের মতো মহাপুরুষদের জীবনেতিহাস। নিষ্কাম ও অনাসক্ত ব্যক্তিরাই বিশ্বের সবাপেক্ষা কল্যাণ করেন। দীন দরিদ্রের বস্তিতে যীশুর কথা ভাব। দুঃখের পারে স্বরূপ দর্শন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, ‘ভাই সব, তোমরা সকলে ঈশ্বরের সন্তান।’ তাঁহার কর্ম শান্ত, নীরব। দুঃখেথর কারণগুলিই তিনি দূর করেন। যখন তুমি সত্যসত্যই জানিবে যে, এই কর্ম নিতান্তই মায়া, তখনই জগতের হিতের জন্য কিছু করিতে পারিবে। এই কর্ম যতই অজ্ঞাতসারে কৃত হয়, ততই ভাল হয়, কারণ তাহা হইলেই কর্ম চেতনভাবের আরও ঊর্ধ্বে উপনীত হয়, অতিচেতন হয়। ভাল বা মন্দ কোনটাই আমাদের সন্ধানের বিষয় নয়, তবে সুখ ও মঙ্গল দুঃখ ও অমঙ্গল অপেক্ষা সত্যের নিকটতর। একজনের আঙুলে একটা কাঁটা বিঁধিয়াছিল, আর একটি কাঁটা দিয়া সে ইহা তুলিয়া ফেলিল। এই প্রথম কাঁটাটি মন্দ, আর দ্বিতীয়টি ভাল। আত্মা সেই শান্তি, যাহা ভাল ও মন্দ উভয়কেই অতিক্রম করে।

ফেসবুক বার্তা

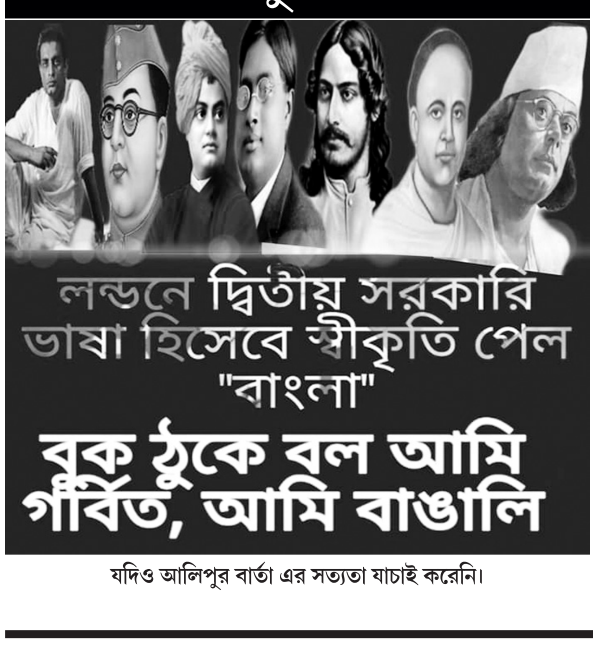

যদিও আলিপুর বার্তা এর সত্যতা যাচাই করেনি।

এদেশের পুলিশ কি আইনের শাসনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয়?

নির্মল গোস্বামী

৬ ডিসেম্বর সকালের ব্রেকিং নিউজ শুনে দেশবাসী উৎফুল্ল। কারণ, হায়দরাবাদের ধর্ষক ও হত্যাকারীরা পুলিশের এনকাউন্টারের গল্প সাজাতে হয়েছে। যাতে আইন তাদের দোষী সাব্যস্ত না করতে পারে। এই সত্যটা দেশের সাধারণ মানুষ সকলেই জানে। আর জানে বলেই তাদের উপর পুষ্পবৃদ্ধি করছে। হাতে রাখি পরাচ্ছে, মিষ্টি মুখ করাচ্ছে। রাজ্যে রাজ্যে ছাত্র ছাত্রীরা, মহিলারা বিভিন্ন ভাবে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে। পুলিশ আত্মরক্ষার্থে গুলি চালিয়েছে যদি এই কথাটা বিশ্বাস করত তাহলে পুলিশকে এমন ভাবে বীরের আসনে বসিয়ে পুজো করতো না। কিন্তু আমাদের রাজ্যের কিছু মানবাধিকার কর্মী পুলিশের দিকে আইনি প্রশ্ন তুলে মনে করছে যেন তারা ছাড়া বাকি দেশবাসী আইনের কোনও কিছু জানে না। যত আইন শুধু তারাই জানে। তাদের মধ্যেই যেন মানবিক গুণ আছে, আর যারা পুলিশের এই কাজকে সমর্থন করছে তারা একেবারে অমানুষ, স্বার্থপর, মানুষের অধিকার সম্পর্কে তারা একেবারে অজ্ঞ। মানুষ কেন খুশি? না দোষীদের শাস্তি হয়েছে। তা সে আইনের হাতেই হোক আর পুলিশের হাতেই হোক কি যায় আসে তাতে? একজনের বাঁচার অধিকার যারা ছিনিয়ে নেয় তাদের বাঁচার অধিকার থাকতে পারে না। মৃত্যুই তাদের একমাত্র শাস্তি। সেই মৃত্যু কার হাত দিয়ে আসছে– সেটা দেখা কী খুব জরুরি? আচ্ছা ধরা যাক বিচার করে দু বছর পর আদালতের রায়ে ওদের ফাঁসি হল। তাতে করে অপরাধীদের কি উপকার হতো অথবা মৃতের পরিবারের কী উপকার হতো? কেউ কেউ বলতে পারে যে অপরাধীরা আরও কিছুদিন বাঁচত। এই প্রশ্নও অবান্তর। কারণ ওদের সরকারি টাকায় দু বছর প্রতিপালন করা মানে জনগণের অর্থের অপচয়। এবং যে পাপীদের ধরিত্রী বহন করতে অপরাগ সেই পাপীদের জীবনকাল দীর্ঘায়িত করাও আমাদের অপরাধ হবে। তাই যা হয়েছে যথার্থ হয়েছে।

কিছু নেতা এবং মানবাধিকার কর্মী আইনের শাসনের প্রশ্ন তুলেছে? প্রথমেই বলি এই ‘আইনের শাসন’ শব্দটা শুনে শুনে বড্ড ক্লিশে হয়ে গেছে মানুষের কাছে। আইনকে ফাঁকি দেওয়ার এতো বড় কৌশল আর দ্বিতীয় নেই। তার উপর আমাদের দেশের এতো আইন যে কোনটা ন্যায় আর কোনটা ন্যায় নয় তা বোঝা বড়ই মুশকিল। এই যেমন কিছু দিন আগে কলকাতা হাইকোর্টে রাজীব কুমারের গ্রেফতারের বিরুদ্ধে আইনি রক্ষাকবচ তুলে নিল। আমরা জানলাম সেটাই আইন। এরপর রাজীব কুমার বারাসত আদালতে গেল। অগ্রিম জামিন পেল না। আলিপুর কোর্টেও অগ্রিম জামিন পেল না। ঠিকই তো আইন একই রকম হবার কথা। কিন্তু আবার শুরু হল আইনের খেলা। সেই কলকাতা হাইকোর্ট রাজীব কুমারকে অগ্রিম জামিন মঞ্জুর করল। যে হাই কোর্ট রক্ষা কবচ তুলে নিল, সেই হাইকোর্ট আবার রক্ষা কবচ দিল। এর মধ্যে কোনটা ন্যায্য ন্যায় তা জনগণ কি করে বুঝবে? আইন যদি জাজ টু জাজ ভ্যারি করে, তাহলে আইনের শাসন না বলে

বিচারপতিদের শাসন বলাই বোধ হয় সমীচিন হবে। লোকসভার বিরোধী দলনেতা অধীর চৌধুরী বলছেন, দেশের আদালতের উপর কেউ নয়। আদলতের উপর অধীর বাবুদের এতো ভরসা, সেই আদালত যখন তাদের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে কারাবাস দেয় তখন কংগ্রেসকর্মীরা বিক্ষোভ দেখায় কেন? দেশের আইন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জেলে পাঠাচ্ছে নিশ্চয়ই আইনের জোরে। অমিত শাহ যদি গায়ের জোরে এই কাজ করে তবে তাদের লক্ষ লক্ষ টাকার দামি উকিলরা কি করছিল? সুপ্রিম কোর্টে তাদের সওয়াল কোনও কাজেই আসল না। কংগ্রেসের দাবি রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চিদাম্বরমকে জেলে পাঠিয়েছে। দেশে যদি সত্যিই আইনের শাসন থাকে তাহলে কেউ কাউকে ইচ্ছা করলে বিনা অপরাধে জেলে ঢোকাতে পারবে কি?

যদি অতবড় কংগ্রেস নেতা নিজে একজন বিখ্যাত উকিল হয়েও যদি ন্যায় বিচার না পেয়ে থাকে। তাহলে কিসের জোরে নেতারা আইনের শাসন আইনের শাসন বলে চিৎকার করছে? চিদাম্বরম যদি ন্যায় বিচার না পায় তাহলে সামান্য একজন গৃহস্থ পরিবার ন্যায় পাবে তার গ্যারান্টি কোথায়? যে বিচার ব্যবস্থা নিরাপরাধকে সাজা দিতে পারে সেই বিচার ব্যবস্থা অপরাধীকে খুব সহজেই ছেড়েও দিতে পারে।

নেতারা জেল থেকে বের হচ্ছে ফুলের মালা গলায় দিয়ে। হাসি হাসি মুখে জনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়তে নাড়তে। যেন ইংরেজ মেরে জেলে গিয়েছিল স্বাধীনতা সংগ্রামী আর কি? মদন মিত্র জেলে গেলে দোষ হয় মোদীর, আর চিদম্বরম জেলে গেলে দোষ হয় অমিত শার। তার যে আইনের শাসনের জেলে গিয়েছিল তা তারা ভুলে যায়। জেল খাটা যে সামাজিক লজ্জা, এটা এখন আর কেউ মনে করে না। তার কারণ হল ওই নেতারা। তারা যদি জেল থেকে বের হয়ে বীরের সম্মান পায়। তাদের যদি কোনও কিছুই না আটকায়। তাহলে সাধারণ অপরাধীরা ভয় পাবে কেন? লজ্জাই বা পাবে কেন? অপরাধ করেছে তো কি হয়েছে? জেল খাটতে হয় খাটব। তার জন্য সমাজে, পরিবারে কোথাও তো লজ্জা পাওয়ার বিষয় নেই। তাই অপরাধ বাড়ছে। আর তার উপর আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ উকিল আছে যাদের কাজ অপরাধীদের ছাড়িয়ে আনা। যে উকিল যত বেশি অপরাধীকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারবে তার পশার তত বাড়ে। তার ফিজ তত বেশি হয়। সমাজে সেই উকিলের মান–সম্মান প্রতিপত্তি তত বেশি। তাহলে ন্যায় বিচার যে সব সময় হয় না এটা আমাদের বিচার ব্যবস্থারই অঙ্গ। সব সময় যদি ন্যায় বিচার হত তাহলে কোনও অপরাধী ছাড়া পেত না। তাহলে উকিলের কেরামতি বলেও কোনও কিছু থাকত না।

আমরা জানি পুলিশ ঘুষ খায়। আমরা জানি পুলিশের সঙ্গে অপরাধী মাফিয়াদের যোগসাজশ থাকে। আমরা জানি পুলিশ ক্ষমতাসীন নেতা মন্ত্রীদের হাতের ক্রীড়নক মাত্র। আমরা জানি পুলিশ দিনকে রাত করে। আমরা জানি পুলিশ রাস্তায় দাঁড়িয়ে তোলা তোলে। এতো কিছুর পরও যে কোনও ফৌজদারি মামলায় থানার পুলিশের রিপোর্টই কোর্টে প্রাধান্য পায়। একথা কোনও বিচারক বলতে পারবে না যে ঘুষখোর পুলিশের রির্পোটের কোনও মূল্য নেই আমার কাছে। পুলিশের কেস ডায়েরির উপরই নির্ভর করে সমগ্র বিচার প্রক্রিয়া। পুলিশের তদন্ত রিপোর্টের উপর নির্ভর করে অপরাধী ছাড়া পাবে না শাস্তি পাবে। পুলিশ ছাড়া ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থা পুলিশ তো ন্যায় বিচার ব্যবস্থার বাইরে নয়। উপরন্তু বিচার ব্যবস্থার একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তাহলে পুলিশেরও অধিকার আছে কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণের। যদি পুলিশ তা গ্রহণ করে তাহলে অনেকেই রে রে করে ওঠে। এটা এবার বন্ধ হওয়া উচিত। আমরা জানি পুলিশের হাত পা বাঁধা। এগোলেও শালা। পিছুলেও শালা। পুলিশকে সকলেই বলির পাঁঠা করতে চায়। আমাদের রাজ্যে রেপ কেসের আসামী ধরে দময়ন্তী সেন (আই পি এস) কে শাস্তিমূলক পোস্টিংয়ে যেতে হয়েছিল। কামদুনি হত্যাকান্ডের দোষীরা এখনও শাস্তি পায় নি। ন্যায় বিচারের প্রক্রিয়া থেকে মুম্বইয়ের পাঁচজন ফুটপাতবাসীকে হিট অ্যান্ড রান করার অপরাধী সলমন খান দিব্যি আছে। ‘কৃষ্ণসার হরিণ হত্যা মামলা এক যুগ ধরে চলছে। এই ন্যায় ব্যবস্থা সত্যি কি কাম্য? এর নাম কি ন্যায়? শিক্ষক পেনশনের মামলা করল। ২০ বছর ধরে মামলা চলতে চলতে মারা গেলেন। তারপর তার রায় বের হল। এই ন্যায়ের কি কোনও মূল্য আছে? দেশে যখন এতো মামলা। তখন প্রয়োজনীয় আদালত খোলা হয় না কেন? সুরক্ষার প্রয়োজন প্রতি হাজার জন প্রতি ১ জন করে পুলিশ নিয়োগ হয় না কেন? পুলিশকে নিরপেক্ষ থাকতে দেয় না কারা? আমাদের রাজ্যে অনুব্রতের কথায় কাউকে গাঁজার কেস দিতে হয়। কখনও বা মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে শিলাদিত্যকে মাওবাদী বলে গ্রেফতার করতে হয়। বেচারি পুলিশকেও তো চাকরি বাঁচাতে হয়। সেই পুলিশ যদি একবার বিচার থানাতেই করে দেয়– জঘন্য কোনও অপরাধীকে যদি মৃত্যুদণ্ড দেয় তাহলেই দেশের ন্যায় বিচার ভেঙে পড়ল বলে যারা গেল গেল করে, তাদের উদ্দেশ্যই ঘোলাটে মনে হয়।

ঝাড়গ্রামে বাল্যবিবাহ এবং বাড়িতে প্রসবের বিরুদ্ধে আলোচনা সভার আয়োজন

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম : সচেতনার অভাবে অনেক সময় বাড়িতে প্রসবের ফলে সদ্যজাতের মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। এমনকি আঠারো বছরের আগেই অনেক ছেলে মেয়েদের বাল্য বিবাহ দেন লোধা শবর সম্প্রদায়ের মানুষজনেরা। তাই এই অনুন্নত লোধ শবর মহিলা পুরুষদের সচেতন করার জন্য এক আলোচনা শিবিরের আয়োজন করেছিল ঝাড়গ্রাম শহরের কদমকানন ইউনাইটেড ক্লাব। শনিবার ঝাড়গ্রাম পুরসভা এলাকার সবচেয়ে বড় শবর পাড়া এক নম্বর ওয়ার্ডের শিরিষচক এলাকায় অবস্থিত।

ঝাড়গ্রাম শহরের মধ্যে থেকেও সচেতনার অভাব। যেখানে হাতের কাছেই রয়েছে ঝাড়গ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল। তা সত্ত্বেও হাসপাতালে না গিয়ে বাড়িতে সদ্য জাতের প্রসব করান লোধা শবর মহিলারা। আর তাতেই ঘটে মৃত্যুর ঘটনা। বাড়িতে প্রসব হওয়ার কারণে লোধা শবর ছেলে মেয়েরা জন্ম প্রমাণপত্র থেকে বঞ্চিত হয়। যার ফলে পরবর্তী সময়ে বিদ্যালয়ে

ভর্তি হতে সমস্যায় পড়তে হয় শবর পরিবারের সদস্যদের বা অনেক ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয় তারা।

এদিনের আলোচনা সভায় শবর সম্প্রদায় ভুক্ত পরিবার গুলির সদস্যদের নিয়ে বাড়িতে প্রসব করান এবং বাল্যবিবাহের খারাপ দিক গুলি তুলে ধরেন ক্লাবের সদস্যরা। পাশাপাশি তামাক দ্রব্য থেকে নিজেকে এবং নিজের সন্তানকে দূরে রাখার জন্য অনুরোধ জানানো হয় মহিলাদের। তামাক জাত দ্রব্য সেবনের খারাপ দিক গুলিও তাদের সামনে তুলে ধরে সচেতন করার চেষ্টা করেন।

এদিনের এই আলোচনা সভায় প্রায় ৩০ জন লোধা শবর মহিলা উপস্থিতি হয়েছিলেন। সচেতনতা কর্মসূচি শেষ হওয়ার আগে মহিলাদের শপথবাক্য পাঠ করানো হয়। লোধা শবর মহিলা এদিন শপথ নিয়েছেন এরপর বাড়িতে প্রসব নয় এবং বাল্যবিবাহ দেবেন না। প্রাপ্তবয়স্ক হলে ছেলে মেয়েদের বিয়ে দেবেন।

কারোর বাচ্চা হওয়ার থাকলে হাসপাতালে চিকিৎসা করাবেন বলে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে সচেতনতা শিবিরে। এদিন স্থানীয় ঝাড়গ্রাম কদমকাননে ইউনাইটেড ক্লাবের পক্ষ থেকে শবর পাড়াতে নজরদারির চালানোর জন্য পাঁচজনের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাতে ক্লাবের মহিলা সদস্যদের রাখা হয়েছে। তারা প্রতি সপ্তাহে এলাকা পরিদর্শন করবে এবং কোথাও বাল্যবিবাহ হলে সাথে সাথে প্রশাসনকে জানাবে, বাল্যবিবাহ রোধে সব ক্লাবের পক্ষ থেকে রকম সহযোগিতা করবে প্রশাসনকে।

এমনটাই জানা গেছে ক্লাব সূত্রে। এদিন এই আলোচনা সভায় একটি সেচ্ছাসেবী সংগঠনের পক্ষ থেকে ৫০ জন লোধা শবর ছেলে মেয়েদের শীতবস্ত্র প্রদান করেন। এবিষয়ে ঝাড়গ্রাম কদমকানন ইউনাইটেড ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক প্রান্তিক মৈত্র ও আহ্বায়ক সাগর গুইন বলেন, আমাদের ক্লাবের পক্ষ থেকে এইরকম সচেতনতা মূলক উদ্যোগ বরাবর নিয়ে আসা হয়।যার ফলে এখন মানুষ অনেকটাই সচেতন হয়েছেন।আগামী দিনেও যাতে বাড়িতে কারো প্রসব না হয় এবং বাল্যবিবাহ না হয় সেই দিকে নজর রাখা হবে॥সেই রকম কোনো ঘটনা ঘটলে তৎক্ষণাৎ আমরা প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো।

সারমেয়দের জন্য ভয়ঙ্কর মারক ব্যাধি উপশমের ভাকিনেশন (megavac 7)

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা: মালদা এনিম্যাল কেয়ার ইউনিটের তরফ থেকে ২৪ অক্টোবর রাস্তার ১০০ টি অবলা সারমেয়দের জন্য ভয়ঙ্কর মারক ব্যাধি উপশম এর ভাকিনেশন (megavac 7) এবং ৫০০ কুকুরের জন্য ভেগান (নিরামিষ মাংস দ্বারা তৈরি খাবার) মধ্যাহ্নভোজ এর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মালদা অ্যানিম্যাল কেয়ার ইউনিট রাস্তার অবলাদের জন্য দীর্ঘ ৩ বছর ধরে রাস্তায় রাস্তায় তাদের সেবা করে যাচ্ছে। মালদার মানুষের সহযোগিতায় অন্তত ১৬০০ চিকিৎসা, ২৪০ অ্যান্টি রাবিশ ভিকসিনেশন, ১০০ কম্বিনেশন ভিকসিনেশন, ১৯০টি অ্যানিম্যাল বার্থ কন্ট্রোল, লাইট রিফলেক্টিভ কলার ইনস্টলেশন, হোম ইনস্টলেশন, পশ্চিমবঙ্গের অনন্যা NGO দের সাথে আবেরনেস ক্যাম্প করে চলেছে ।

এই ভাকিনেশনের মূল লক্ষ ছিলো কুকুরের শরীরের বিভিন্ন রোগ থেকে মুক্তি দেওয়া যাতে অসময়ে তাদের মৃত্যু না ঘটে ও সমাজে তা ছড়িয়ে না পড়ে। এই প্রোগ্রাম মালদা শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে এই ভাকিনেশন ও খাওয়া দাওয়ার ব্যাবস্থা করা হয়েছিলো। হাজির ছিলেন মালদা ভেটিনারী ডাক্তার সমীর ছেত্রী। মালদা অ্যানিম্যাল কেয়ার ইউনিটের প্রেসিডেন্ট ও ফাউন্ডর স্বরূপ চ্যাটার্জী। মেম্বার সৌমপ্রিয়া দাস, প্রমিত ঘোষ ,তারাশঙ্কর রায় তাছাড়াও মালদার বিশিষ্ট পশু প্রেমিক ব্যাক্তিরা। এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে বাংলা তথা মালদাবাসীর কাছে একটি পশু সচেতনতা মূলক বার্তা পাঠানো হলো,লিফলেট বিলির মাধ্যমে।

যাতে তাদের উপর অযথা অত্যাচার না করা হয়, যা আমাদের ভারতীয় দণ্ডবিধি (IPC 428/429)ও পশু সুরক্ষা আইন 1960 (PCA 11) অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তাদেরও জীবন রয়েছে,অনুভূতি ,ব্যথা বেদনা রয়েছে । প্রাণী জগতের সর্বোচ্চ সারিতে রয়েছে মানুষ তাই অনন্যা জীব জন্তু দের রক্ষা করার প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব ও প্রধান কর্তব্য।

NGO মেম্বার দের এখন প্রধান লক্ষ মালদার বুকে একটি বড় মাপের সব ধরণের আধুনিক সুবিধা যুক্ত বিনামূল্যে পশু আশ্রয় ও চিকিৎসা স্থান তৈরি করার। তাই তাদের মালদার সাধারণ মানুষ , প্রশাসন ও সমাজ মন্ত্রক, পরিচালক এর দিক থেকে জমি ও অনন্যা সাহায্যের অত্যন্ত প্রয়োজন । যাতে মালদার নাম উজ্জ্বল হতে পারে অনন্যা পশু সংগঠিত শহর গুলির তুলনায়।

থানা ও স্বেচ্ছাসেবীদের উদ্যোগে নারীদের সুরক্ষা ও আইন কানুন নিয়ে বিশেষ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: ক্যানিং মহিলা থানা ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে নারীদের সুরক্ষা ও আইন কানুন নিয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল রবিবার দুপুরে।

ক্যানিংয়ের মহিলা থানা ও ক্যানিং থানার প্রায় শতাধিক পুলিশ কর্মী, সিভিক ভলেন্টিয়ার সহ উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক মুনমুন চৌধুরী,ক্যানিং থানার এসআই বিবেকানন্দ সরকার,স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কলকাতা মেরি ওয়ার্ড সোশ্যাল সেন্টার এর দেবাশীষ সামন্ত,ঋতুপর্ণা রায়,এসআই সোনালি দে,বীথিকা হালদার সহ ক্যানিং চাইল্ড লাইনের দীপঙ্কর মিদ্দে।

ক্যানিং মহিলা থানার ওসি মুনমুন চৌধুরী শিশুদের অধিকার এবং তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে আলোচনা করেন। পাশাপাশি দারিদ্রতা, লোভ, এবং অপরিচিতদের হাত ধরে কাজ পাওয়ার জন্য ভিনরাজ্যে গিয়ে ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা, জীবনতলা সহ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিশু, নারী, পুরুষ পাচার হয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে সচেতন হয়ে সাবধানতার পরামর্শ দেন। তিনি আরো বলেন আমাদের সকল কে প্রতিজ্ঞ বদ্ধ হয়ে শপথ নিতে হবে। আগামী দিনে যেনতেন প্রকারে পাচার,বাল্যবিবাহ,নারীদের উপর অত্যাচার কর্মকান্ডের বিলুপ্তি ঘটাতে হবে। সেমিনারের মাধ্যমে শিশু ও তাদের অভিভাবকদের সাথে কি ভাবে সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব সে সম্পর্কে আলোচনা করেন। পাশাপাশি শিশুদের প্রতি কেমন কর্তব্য আচার আচরণ করা উচিত কিংবা শিশুর অধিকার,পাচার এবং বাল্য বিবাহ সম্পর্কে অবহিত করে পক্সো আইনের তাৎপর্য আলোচনা করেন অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

সেঞ্চুরি পিঁয়াজের ঝাঁঝ গৃহস্থের

অভীক মিত্র : শীতকাল মানেই পিকনিকের মরসুম কিন্তু তাতে চোখ রাঙাচ্ছে সেঞ্চুরি ছাড়ানো পিঁয়াজের দাম। পিয়াঁজের দামের ঝাঁঝে চোখে জল আসছে গৃহস্থের। ৮ই ডিসেম্বর সকালে চিনপাই গ্রামীণ হাটে গিয়ে দেখলাম, পিঁয়াজ ১১০–১৩০ টাকা কেজি,মাছ ১৬০–১৯০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। হাতে গোনা কয়েকজন বিক্রেতা পিঁয়াজ এনেছিলো হাটে বিক্রি করার উদ্দেশ্যে। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে 'সুফল বাংলা' স্টল থেকে ৫৯ টাকা কেজি দরে পিঁয়াজ বিক্রি করা হচচ্ছে। সে পিঁয়াজ নিতে লাইনে ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ৯ই ডিসেম্বর বোলপুর 'সুফল বাংলা' স্টল থেকে পিয়াঁজ বিক্রির সময় ভিড়ের মধ্যে ২৫কেজি পিঁয়াজ লুঠ করার অভিযোগ উঠেছে। আমিষ রান্নার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য হলো পিঁয়াজ। কবে কমবে পিঁয়াজের দাম সেইদিকেই তাকিয়ে আসে জেলাবাসী।

৬১৯ প্রাথমিকে চালু পঞ্চম

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে বীরভূম জেলার চিনপাই গ্রামপঞ্চায়েতের চার,পারুলিয়া গ্রামপঞ্চায়েতের তিন,দুবরাজপুর শহরের দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ মোট ৬১৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চালু হবে পঞ্চম শ্রেণী। বীরভূম জেলায় মোট প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে ২৪০৬টি। পড়ুয়ার তুলনায় অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা কম – সেইসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণী চালু হলে পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাব দেখা দেবে। এইবিষয়ে জানতে চাওয়া হলে বীরভূম জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান ড. প্রলয় নায়েক বলেন, 'সেইসব বিদ্যালয়ে শিক্ষক পাঠানো হবে।' শিশু শিক্ষাকেন্দ্র (এসএসকে)গুলিতেও কি পঞ্চম শ্রেণী চালু করা হবে ? – এই প্রশ্নের উত্তরে বীরভূম জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান ড. প্রলয় নায়েক বলেন, 'এখনো কোনো নির্দেশিকা আসে নি।'

কলেজে ঢুকলো লরি

নিজস্ব প্রতিনিধি:৭ই ডিসেম্বর ভোরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি লরি মল্লারপুর টুরকু হাসঁদা কলেজের প্রাচীর ভেঙে ভিতরে ঢুকে যায়। ৪ই ডিসেম্বর রাত্রে সাইথিয়ার কোলোরা গ্রামে অটো জাইলো গাড়ি সংঘর্ষে মারা যায় অমরপুর গ্রামের তাপস মন্ডল। জখম পাঁচজন সিউড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ৩রা ডিসেম্বর সন্ধ্যায় গনপুর বাসন্তিকা কলেজের কাছে ষাট নং জাতীয় সড়কে রামপুরহাটগামী একটি বেসরকারি বাসের সঙ্গে মেদিনীপুরগামী পাথরবোঝাই লরির সংঘর্ষে জখম হয়ে পঁচিশজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ৩০শে নভেম্বর সকাল থেকে ৬০নং জাতীয় সড়কের চিনপাই ব্রীজে যানজটে নাজেহাল জেলাবাসী।

এনকাউন্টার : মিষ্টি বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৬ই ডিসেম্বর ভোরে পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে মারা যায় হায়দ্রাবাদে পশু চিকিৎসককে ধর্ষণের পর খুনের ঘটনার চার অভিযুক্ত। এই খবরে খুশি হয়ে সাঁইথিয়ায় পথচলতি মানুষজন এবং পুলিশকে মিষ্টি খাওয়ানো হয়। বোলপুর বাসস্ট্যান্ডে বোলপুর মহিলা কলেজের ছাত্রীরা পথচলতি মানুষজনকে মিষ্টিমুখ করায়। সিউড়ি হাটজনবাজারে মহিলাদের উদ্যোগে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। অন্যদিকে, হায়দ্রাবাদে পশু চিকিৎসককে ধর্ষনের পর খুনের ঘটনার প্রতিবাদে ৩রা ডিসেম্বর বিকালে কীর্নাহার একনং পঞ্চায়েত থেকে বোলপুর বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত মৌন মোমবাতি মিছিল করলো স্থানীয় বাসিন্দারা। মিছিলে চল্লিশজন উপস্থিত ছিলো বলে জানা গিয়েছে। সন্ধ্যায় রামপুরহাট শহরে রামপুরহাট নগর বিজেপির উদ্যোগে মৌন মোমবাতি মিছিলে পা মেলায় বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা।

জোড়া ট্রেন পেলো বীরভূম

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২৮ নভেম্বর থেকে শুরু হলো আসানসোল থেকে মালদা টাউন দ্বি সাপ্তাহিক স্পেশ্যাল এক্সপ্রেস ট্রেনের। প্রতি সোম এবং বৃহস্পতিবার আগামী ২রা জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত ট্রেনটি চলবে বলে রেলসূত্রে জানা গিয়েছে। আসানসোল স্টেশন ছাড়ে সকাল ৭:৫০টা,চিনপাই ৯:৪৫,রামপুরহাট ১১:০৭, মালদা টাউন স্টেশন পৌঁছায় দুপুর দুটোয়। মালদা টাউন স্টেশন ছাড়ে দুপুর ২:৪৫টায়,নলহাটি বিকাল ৫:০৩, রামপুরহাট ৫:২৮,চিনপাই সন্ধ্যা ৬:৩৭,আসানসোল স্টেশন পৌঁছায় রাত্রি ৯:২৫টায়। আসানসোল থেকে আসা ট্রেনে প্রথমদিন প্রথম কামরার দরজায় একটি কুকুর ছিলো। যাত্রী,রেলকর্মীরা কুকুরটিকে সিউড়ি স্টেশনে নামাতে চাইলেও নামে নি কুকুরটি। ২৯শে নভেম্বর নারকেল ফাটিয়ে সিউড়ি স্টেশন থেকে সূচনা হলো অন্ডাল সিউড়ি মেমু প্যাসেঞ্জারের। মেমু প্যাসেঞ্জারটি এখন প্রতিদিন পরীক্ষামূলকভাবে আগামী একমাস চলবে বলে রেলসূত্রে জানা গিয়েছে। অন্ডাল স্টেশন ছাড়ে দুপুর একটায়,চিনপাই ১:৫৫,সিউড়ি স্টেশন পৌছায় ২:১০টায়। সিউড়ি স্টেশন ছাড়ে দুপুর তিনটেয়,চিনপাই ৩:১২,অন্ডাল স্টেশন পৌছায় বিকাল ৪:২০। আসানসোল থেকে মালদা টাউন এক্সপ্রেস ট্রেনটিকে প্রতিদিন এবং ট্রেন দুটিকে স্থায়ীভাবে চালানোর দাবি উঠেছে। পরপর দুইদিন দুটি নতুন ট্রেন পেয়ে খুশি বীরভূমবাসী।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৯ ডিসেম্বর সকালে রামপুরহাট স্টেশনের পাঁচনং প্ল্যাটফর্মে ট্রেনের ধাক্কায় মারা গেলো অজ্ঞাতপরিচয় এক বৃদ্ধা। ৪ ডিসেম্বর রামপুরহাট ও তারাপীঠ রোডস্টেশনের মাঝে ডাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে কাটা পড়ে মারা গেলো হরিওকা গ্রামের দিনমজুর তারাশঙ্কর মন্ডল। ২৪শে নভেম্বর রামপুরহাট থেকে অন্ডালগামী মেমু প্যাসেঞ্জারের ধাক্কায় সিউড়ি গোবরা রেলগেটে মারা গেলো সুব্রত বাগ্দী। বাড়ি সিউড়ি কেন্দুয়ার রক্ষাকালীতলায়। কানে কম শুনতো এবং চোখে কম দেখতো সুনীল।

বিদ্যালয় পরিদর্শনে আধিকারিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ৭ ডিসেম্বর নগরী গ্রামপঞ্চায়েতের আমগাছি উদয়ন পাঠশালা পরিদর্শন করেন জেলাশাসক মৌমিতা দোলা বসু। লোহাপুর এমআরএম উচ্চবিদ্যালয় পরিদর্শন করেন রামপুরহাট মহকুমাশাসক শ্বেতা আগরওয়াল। পড়াশোনার মান দেখা হয়। অন্যদিকে, বারবার মানা করলেও শুনে নি কথা তাই বাধ্য হয়ে প্রধান শিক্ষক কাঁচিঁ ধরে ছাত্রদের রঙিন চুল কেটে দিলেন। ১৯শে নভেম্বর লোহাপুর মহাবীর রাম মেমোরিয়াল উচ্চবিদ্যালয়ের ঘটনা। প্রধান শিক্ষকের এই কাজকে খুশি মনে মেনে নিয়েছে অভিভাবকরা।

উদ্ধার বোমা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৯ ডিসেম্বর সাহাপুর গ্রামে এক ব্যাক্তির খামারের মাটির তলা থেকে চার ড্রাম ভর্তি একশোটি তাজা বোমা উদ্ধার করে কাঁকরতলা থানার পুলিশ। রুস্তানপুরে নবান্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষে জখম হয়ে আটজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ এইঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ১লা ডিসেম্বর খয়রাশোল থানার গোপালপুরে কুড়িটি তাজা বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। পরে বম্ব স্কোয়াড বোমাগুলি নিক্রিয় করে।

মহিলার হার ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৩০শে নভেম্বর ভোরে বাঁশলৈই ব্রিজের কাছে শিয়ালদহগামী বারানসী এক্সপ্রেসের এস–৪ এবং এস–১ কামরায় দুই যাত্রীর ব্যাগ ছিনতাই হয়। সংরক্ষিত কামরায় ছিনতাইয়ের ঘটনায় রেলের নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। ২৪শে নভেম্বর সিউড়ি থেকে লম্বোদরপুর যাওয়ার সময় সিউড়ি প্রশাসন ভবনের কাছে পূর্ণিমা দাস নামে এক মহিলার সোনার হার ছিনতাই করে পালালো দুই ছিনতাইকারী। সিউড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে পূর্ণিমা।

এনআরসি সহ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বেসরকারি করণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: একদিকে এনআরসি আতঙ্ক আবার অন্যদিকে দিনের পর দিন পেট্রোপণ্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি,পাশাপাশি আবার বেশকিছু রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করে প্রতিবাদ সভা করলো তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ের বাঁশড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘুটিয়ারি শরিফ ষ্টেশন সংলগ্ন এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল করে এক প্রতিবাদ সভা করেন।এদিনের এই বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভার নেতৃত্ব দেন রাজ্যের মন্ত্রী জাভেদ খান,দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী,ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক শ্যামল মন্ডল,ক্যানিং ১ ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি শৈবাল লাহিড়ি। এছাড়াও মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং ১ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি শ্যামলেন্দু মন্ডল সহ বহু তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থক।

প্রায় প্রতি মাসে পেট্রোল, ডিজেলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি,পেঁয়াজ সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আকাশ ছোঁয়া দাম পাশাপাশি এনআরসি নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয় ভীতি প্রদর্শন। আর সেই কারণে রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় চলছে বিক্ষোভ কর্মসূচি। গত এক সপ্তাহ ধরে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন জায়গাতেও তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে এই বিক্ষোভ মিছিল চলছে। রবিবার বিকালে ক্যানিং ১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে ক্যানিং এর এই মিছিলে এবং প্রতিবাদ পথ সভায় প্রচুর তৃণমূল কর্মী সমর্থক জড়ো হয়ে এই মিছিলে পা মিলিয়ে প্রতিবাদ সভায় সামিল হন।

এদিন ঘুটিয়ারি প্রতিবাদ সভায় জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা রাজ্য সভার সাংসদ শুভাশিস চক্রবর্তী কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করে বলেন কেন্দ্রীয় সরকার যা খুশি করতে পারে না। এটা গণতন্ত্র দেশ ফলে এনআরসি বললেই এনআরসি হবে না। বিশেষ করে বাংলার মানুষ কোনও দিনও মেনে নেবে না। তার ফল ইতিমধ্যে পেয়ে গেছে বিজেপি। রাজ্যের তিন তিনটি উপনির্বাচনে সেটা প্রমাণিত।

অন্যদিকে রাজ্যে বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের মন্ত্রী জাভেদ খান বলেন, এই রাজ্য টা বাংলা। এখানে সমস্ত ধর্মের মানুষের বসবাস। সেই বাংলার মানুষ যখন কেন্দ্রের অমানবিক অত্যাচার সহ্য করতে না পারবে তখন ধর্ষণকারীদের মতো অবস্থা করেই ছাড়বে। তিনি সাধারণ মানুষজনদের কে অভয় দিয়ে বলেন প্রাণ থাকতে বাংলা এনআরসি হতে দেবো না। তবে আপনারা আপনাদের পরিচয়পত্রের ভুল গুলি সংশোধন করে রাখুন। কোনও অশুভ শক্তি গ্রাস করতে পারবে না।

খেয়াদহে আটক দুই মাটি পাচারকারী

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : নরেন্দ্রপুর থানা ও সোনারপুর উত্তর বিধানসভা এলাকায় খেয়াদহ ১,২ গ্রাম পঞ্চায়েতে চলছে জলাভূমি কেটে রাতের অন্ধকারে মাটি পাচার হচ্ছে লরি বোঝাই করে । সম্প্রতি অভিযোগ হয় নরেন্দ্রপুর থানায় । এ সম্বন্ধে খেয়াদহ ১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান গোরা চাঁদ নস্কর বলেন, কি বলবো আমার কথা কেউ শুনছে না । কিন্তু গোরা বাবুর বাড়ির কাছেই এসব হচ্ছে দিনের পর দিন ।

এছাড়া বিঘে বিঘে জমিতে চলছে মাটি কাটার ব্যবসা । রাতের বেলা লরি গুলি মাটি নিয়ে চলে যাচ্ছে শহরে। শহরে পুকুর বোজানো ছাড়া প্রমোটার দের কাছে বিক্রি হয়ে যাচ্ছ খেয়াদহের মাটি । এবারে বারুইপুর জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দজিৎ বসুর (জোনাল) নেতৃত্বে বেশ কয়েকটি মাটির লরি ও জেসিপি কে আটক করা হয়েছে । এছাড়া দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। লরির চালক প্রভাত কুমার শর্মা বিহার ,ও রাকিবুল মোল্লা ভাঙড়ের বাসিন্দা । খেয়াদহ মাটি মাফিয়াদের বক্তব্য সব কিছু চলছে সবাইকে টাকা দিয়ে এই ব্যবসা।

আটক হয় দুটি লরি নম্বর –ডব্লু বি, ৭৬এ–৩১২১, অন্যটি২৫ বি–৮৮৪৫ বর্তমানে নরেন্দ্রপুর থানার হেফাজতে । মাইনস এবং মিনারেল অ্যাক্টে আটক করা হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বানার্জ্জী বহু বার প্রশাসনিক বৈঠক করেন বালি খাদান নিয়ে । এবারে ব্লক স্তরে প্রশাসনিক বৈঠক শুরু হবার তোড়জোড় চলছে । বেশ কিছু ব্লকে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে । মানুষ কিছু অভাব অভিযোগেরর কথা বলতে চায়।

সেই কারনে ব্লকে ব্লকে এলাকায় এলাকায় মানুষের সুবিধার্থে প্রশাসনিক বৈঠক হবে, সবাই যাতে বলতে সুযোগ পায় দুর্নীতির কথা, সমস্যার কথা সেই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে নবান্ন থেকে ।

সুন্দরবনে ওয়াইল্ড লাইফ পার্ক হবে : বনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্য সরকার ১০০ কোটি টাকা খরচ করে তৈরি করতে চলেছে ওয়াইল্ড লাইফ পার্ক। আর এই ওয়াইল্ড লাইফ পার্ক টি তৈরি হবে ঝড়খালি পর্যটন কেন্দ্রে। বুধবার সকালে রাজ্যের মন্ত্রী রাজীব ব্যানার্জী সুন্দরবন দিবসে বুলবুল বিধ্বস্ত সুন্দরবনের ঝড়খালি পরিদর্শনে গিয়ে একথা ঘোষণা করেন।তিনি বলেন মা–মাটি–মানুষ এর সরকারের লক্ষ্য সুন্দরবন যেমন একদিকে সুন্দরবন, ঠিক তেমনি ভাবেই ঝড়খালিকে এমন ভাবে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে,যা আগামী দিনে রাজ্যের মানচিত্রে পর্যটন এবং ট্যুরিজমের এক নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। ওয়াইল্ড লাইফ পার্ক টি আগামী অর্থবর্ষে শুরু হয়ে যাবে বলেও বনমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন। তিনি জানান, ইতিমধ্যেই অর্থ দপ্তরে এই ফাইল পৌঁছে গেছে।শুধুমাত্র অনুমোদনের অপেক্ষা। ঝড়খালি পর্যটন কে কেন্দ্র করে সুন্দরবনকে এমনভাবে সাজিয়ে তোলা হবে যাতে করে বনজ সম্পদ যেমন সংরক্ষিত করা যাবে, তেমনি ট্যুরিজমের এক নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। যাতে করে আগামী দিনে মানুষ এটাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন রুটি–রুজির ব্যবস্থা করতে

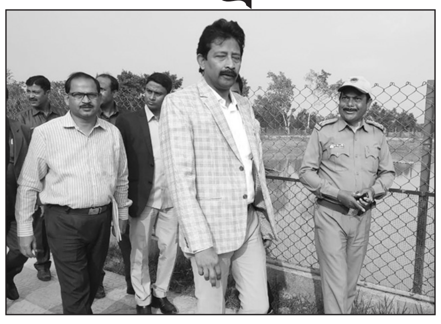

পারবেন। তিনি জানান ১০০ কোটি টাকার প্রকল্প টি আগামী অর্থবর্ষে তিন দফায় খরচ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এদিন মন্ত্রী প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নেতিধোপানী এবং ঝড়খালি পরিদর্শন করেন। ঝড়খালিতে তিনি বাঘ উদ্ধার কেন্দ্রটি ঘুরে দেখেন। পাশাপাশি অসুস্থ দুটি বাঘের চিকিৎসা পরিচর্যা সম্পর্কে বনকর্মীদের কাছে খোঁজখবর নেন মন্ত্রী। মন্ত্রী আরো বলেন বাঘ দুটি পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেলে,যাতে তারা জঙ্গলে আবার অবাধ বিচরণ করতে পারে তার জন্য জঙ্গলে ছো ে দেওয়া হবে।

আমতা রুটে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

সঞ্জয় চক্রবর্তী : হাওড়া রাণীহাটিআমতা রুটে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় একজনের। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। আমতা –এয়ারপোর্ট রুটের একটি বাস রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়িকে ধাক্কা মারলে সেটি উল্টে গিয়ে নয়ানজলিতে পড়ে যায়। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে গেলে একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

বিরল হলুদ কচ্ছপ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি : রায়দিঘীর মুক্তার ঘেরীতে উদ্ধার বিরল প্রজাতির হলুদ রঙের কচ্ছপ। সাধারণত সুন্দরবনের কাদা জলের কচ্ছপ কালো রঙের। কিন্তু হলুদ কচ্ছপ একেবারে বিরল। মাঠে কাজ করার সময় এই হলুদ কচ্ছপটিকে দেখতে পায় টগরী মাইতি। তিনি তৎক্ষণাৎ তার স্বামীকে ডাকেন সেটি কি দেখার জন্য। এবং তারাই কচ্ছপটিকে এনে বাড়িতে আনেন। এদিকে কচ্ছপটি দেখতে ভিড় জমায় এলাকার মানুষজন। খবর যায় রায়দিঘী থানা। রায়দিঘী থানা থেকে প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর কচ্ছপটিকে থানায় জমা দিতে বলেছেন বলে জানা যাচ্ছে। পুলিশ সূত্রে খবর কচ্ছপটি তারা উদ্ধার করে বন দপ্তরের হাতে তুলে দেবেন।

ফাঁসিদেওয়ায় গাঁজা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : আজ ভোরেই আসাম থেকে কৃষ্ণনগরে নিয়ে যাবার সময় প্রায় দুই কুইন্টাল পনেরো কেজি গাঁজা সহ একটি চার চাকার গাড়ি আটক করল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই গাজা বোঝাই গাড়ি আটক করে পুলিশ। গাঁজাসহ দুলাল দেবনাথ অসমে এর বাসিন্দা ও অসিত সুর চক্রবর্তী কলকাতার বাসিন্দা এই দুজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ।এই চক্রের পিছনে আর কারা যুক্ত রয়েছে তার তদন্ত শুরু করেছে ফাঁসিদেওয়ায় থানার পুলিশ। আটক হওয়া গাজা আসাম থেকে কৃষ্ণনগর নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে চড়া দামে বিক্রি করা হত বিভিন্ন জায়গায়। ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

ড্রেনে ভাত, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : হাকিমপাড়ার একটি স্কুলের পাশে ড্রেনে ভাত দেখায় চাঞ্চল্য গোটা পাড়ায়। পাড়ার মানুষের অভিযোগ যেখানে রোজ রোজ এত স্কুল পড়ুয়া আসেন,তাদের জন্য রোজ যেখানে চালের প্রয়োজন সেখানে এত খাবার কিভাবে নষ্ট হয়?এই ব্যাপারে স্কুল শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি কিছুই বলতে চান নি,ঘটনায় ক্ষুন্ন অভিভাবকেরাও। তারা জানালেন যেখানে মিড ডে মিল পাবার ব্যাপারে নিশ্চিয়তা নেই সেখানে এত ভাত কিভাবে নষ্ট হচ্ছে,আর নষ্ট হলে তা ড্রেনেই বা ফেলা হচ্ছে কেন?শিলিগুড়ির এই স্কুলে মিড ডে মিল নিয়ে আগেও অভিযোগ ছিলো, ঘটনাটা পরিদর্শককেও জানানো হয়েছে।

সাগরে ২৫তম জেলা বইমেলা

কুনাল মালিক, গঙ্গাসাগর: গত ১০ ডিসেম্বর সাগরদ্বীপের রুদ্রনগরের সুন্দরবনের জনকল্যাণ সঙ্ঘ বিদ্যামন্দিরে ২৫তম জেলা বইমেলার প্রদীপ জ্বালিয়ে সূচনা করেন প্রধান অতিথি সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী, জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখ, সাগরের বিধায়ক বঙ্কিম হাজরা, জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ শ্রীমন্ত মালি, জেলা গ্রন্থ আধিকারিক ডাঃ বাপন কুমার মাইতি প্রমুখ।

জেলা বইমেলার উদ্বোধন করছেন সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।

জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখ বলেন, সাগরে শিক্ষিত মানুষের হার অনেক বেশি। এখানকার সাধারণ মানুষ ও এলাকার বিধায়ক বঙ্কিম হাজরা দীর্ঘদিন চাইছিলেন এখানে জেলা বইমেলা হোক। তাদের সেই দাবিকে মান্যতা দিতেই এই বইমেলা। প্রচুর মানুষের আগমন জানান দিচ্ছে এবারের বইমেলা সফল হবেই।

সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, যতই আধুনিক যুগ হোক, বইয়ের কাছে আমাদের নতজানু হতেই হবে। বইই পারে একজন মানুষকে সঠিক পথে চালনা করতে।

মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী বলেন, মানুষকে গ্রন্থাগার মুখী করার জন্য 'বই ধরো বই পড়ো' নামে একটি প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। তাতে টার্গেট হল পাঁচ কোটি সদস্য করার। ২০২০ সালের মধ্যে পাঁচ লক্ষ সদস্য পূর্ণ হবে। মন্ত্রী আরও বলেন, এখন থেকে সরকার পোষিত গ্রন্থাগারে সদস্য হতে হলে কোনও টাকা–পয়সা লাগবেনা। বিনা মূল্যে সকলেই বই পড়তে পারবেন। সাগরের বিধায়ক বঙ্কিম হাজরা জানান, মেলায় ৭০টি প্রকাশনা সংস্থা অংশগ্রহণ করেছে। ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিনই ছিল নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

সুন্দরবন বাঁচাতে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ পঞ্চায়েত প্রধান

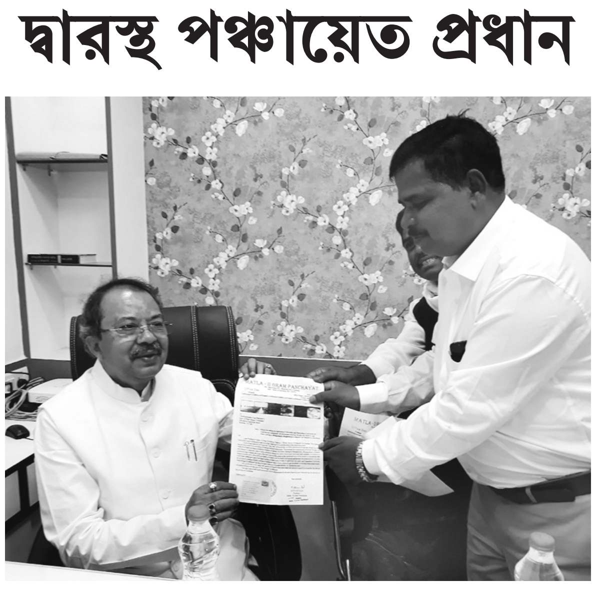

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: ক্যানিং সহ দক্ষিণ সুন্দরবনের সাধারণ মানুষের কল্যাণের সার্বিক উন্নয়ণ একান্ত ভাবে জরুরি। আর সেই উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। ইতিমধ্যে লিখিত ভাবে সেই আবেদন করেছেন স্বয়ং দেশের প্রধানমন্ত্রী, রেলমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী সহ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী কে।

লিখিত আবেদনে কেন্দ্রের শীর্ষস্থানীয় মন্ত্রী সহ মুখ্যমন্ত্রী কে লিখেছেন বিট্রিশ আমলের ক্যানিং শহর লাগোয়া সুন্দরবনের মাতলা নদীর চর ও বিশ্বব্যাঙ্কের পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রচুর জায়গা পড়ে রয়েছে। সুন্দরবনের মানুষের একমাত্র বেঁচে থাকার উপায় কৃষিকার্য্য ও মৎস্যচাষ। এছাড়া এই দক্ষিণ সুন্দরবনের সাধারণ নিম্ন–মধ্যবিত্ত মানুষের বেঁচে থাকার বিকল্প কোনও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নেই। আর এই অর্থনৈতিক করুণ দুর্দশার জন্য আজও দক্ষিণ সুন্দরবনের মানুষজন গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে বিশিষ্টজনেদের দেখা মেলে বসন্তের কোকিলের মতো। অন্যদিকে এই সুন্দরবন এলাকা থেকে কেন্দ্রীয় সরকার কোটি কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করে নিয়ে যাচ্ছে। বিগত বাম সরকারের ঋণের বোঝা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের দারিদ্র দূরীকরণের মাধ্যমে সারা দেশের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আর এই দুঃখ দুর্দশা যন্ত্রণার অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিস্থিতি থেকে আলোয় আনার কোনও উদ্যোগ নেই এলাকার জনপ্রতিনিধি থেকে বিশিষ্টজনেদের। ফলে এলাকায় তৈরি হয়েছে প্রবল ক্ষোভ।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছায় সুন্দরবনের সাধারণ মানুষের জন্য বেশ উন্নয়ন হয়েছে।এছাড়া এই ক্যানিং শহরে পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা পড়ে থাকায় ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত সুন্দরবনের সাধারণ মানুষজন।এই মুহূর্তে ক্যানিং শহর লাগোয়া পতিত জায়গার উপর কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের উন্নয়ণমূখী প্রকল্প গুলি সম্পন্ন করলে এবং নতুন প্রকল্প করলে সুন্দরবনের সাধারণ মানুষজন বঞ্চিত থেকে অব্যহতি পাবে এবং সুন্দরবনে অর্থনৈতিক মান ব্যাপকভাবে অগ্রগতি হবে।

বিশেষ করে দীর্ঘদিন অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকা মাতলা নদীর উপর রেল ব্রিজ সমাপ্ত করা,মাতলা নদীর চরে পতিত জমির উপর কৃষি ও মৎস্য বিদ্যালয় গঠন করা,জল সংরক্ষণ করে মাছ চাষের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র,পশুপালন ও ডেয়ারি মিল্ক ফার্ম,এইমস এর ধাঁচে সুন্দরবনের নামে হাসপাতাল সহ অন্যান্য জনমুখী প্রকল্প চালু হলে সুন্দরবনের শ্রীবৃদ্ধি যেমন বাড়বে তেমন আর্থসামাজিক মান উন্নয়ন ঘটবে দ্রুততার সাথে।

সরকারের বিভিন্ন দফতরে এমন উদ্যোগের কথা চিঠির মাধ্যমে পাঠিয়েছেন মাতলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম দাস। চিঠি পাঠিয়ে হাত–পা গুটিয়ে বসে না থেকে জনমুখী উন্নয়ন প্রকল্প গুলি যাতে করে চালু হয়,সেজন্য উত্তম বাবু স্থানীয় ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক শ্যামল মন্ডলের উপস্থিতিতে ইতিমধ্যে এক অনুষ্ঠানে সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়ের হাতেও এমন আবেদন কপি তুলে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নজরে বিষয়টি আনার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন।

উত্তম দাস জানান, আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী উন্নয়নের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে ইতিমধ্যে বিশ্বে শীর্ষস্থানে পৌঁছে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছেন।অথচ দক্ষিণ সুন্দরবনের এতোকিছু উন্নয়ন সুযোগ থাকা স্বত্বেও এই এলাকার জন প্রতিনিধিরা কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের গোচরে আনেন নি। কোন এক অজ্ঞাত অদৃশ্য কারণে এত অনীহা সাধারণ মানুষের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে। সামান্য একজন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এবং ক্যানিংয়ের স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে সুন্দরবনের মানুষজনের বাঁচা–মরার লড়াইয়ের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে উন্নয়ণের স্বার্থে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ দাবি করছি।

শক্তি, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা সমাজের চাই বিকল্প ব্যবস্থা

প্রহ্লাদ চন্দ্র দাস : বর্তমান যুগে যান্ত্রিক শক্তির ক্ষমতা বিদ্যুৎ শক্তি। এর চাহিদা মেটাতে সোলার বিজ্ঞানি মোঃ হোসেইন মিশরের বুকে বিশাল প্রস্তাবনা জুগিয়েছিলেন। বৈজ্ঞানিক টেসলা নিকলসন ও লন্ডনের বুকে মহাকাশ তরঙ্গ থেকে বিনাচারে চিন্তা সঞ্চয়ের প্রবল প্রত্যাশা জুগিয়েছিলেন। কিন্তু উভয়ের অকাল বিদায়ে সব পরিকল্পনা অধরা থেকে যায়।

যদি মনে করা যায়, ছোট একটি ডায়নামোতে ছোট বিদ্যুৎ মোটর দিয়ে তাকে চালাতে একটি ইনভার্টার থেকে বিদ্যুৎ সঞ্চার করে, উৎপাদিত বিদ্যুৎ থেকে আবার ইনভার্টারে বিদ্যুৎ সঞ্চার দিয়ে এবং অতিরিক্ত বিদ্যুৎ দিয়ে অনুরূপ কয়েকগুণ ডায়নামো চালানো যেতে পারে। অনুরূপ ভাবে ক্রমাগত অধিক বিদ্যুৎ তৈরি সহজ ব্যবস্থা হতে পারে, যাতে বহুল খরচা ব্যতিরেকে। এভাবে আশা করা যায় বিদ্যুতের বিকল্প অনায়াসে পুরণ করা যেতে পারে অতি স্বল্প খরচে।

এবার আসা যাক জনসংখ্যায়। এ যুগে যতই উৎপাদন প্রযুক্তি বৃদ্ধি হোক না কেন, তার তুলনায় অনেকগুণ বেশি জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে রক্ষণশীলতার জন্য। মুক্ত যৌনতায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি কম হলেও ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারিতা অবারিত। রক্ষণশীলতায় বিজ্ঞান বিমুখতার প্রবণতায় তৈরি হচ্ছে উগ্রপন্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ভবঘুরের সংখ্যা। অতি কম দিনে (২/৩ সপ্তাহে) ভ্রূণের লিঙ্গনির্ধারণ অপরাধ হলেও তা দম্পতির কাছে অতি সহজ সমাধান পরিবার পরিযোজনায়। AMH5 (Anti Mulerian Hormon) পাঁচ মাত্রার ক্যাসেট সহজলভ্য হলে প্রতিটি দম্পত্তি তার সৎ ব্যবহার করতো, কিন্তু তা বাজারে নিষিদ্ধ। যদিও তা অপরাধ কিন্তু তা দিয়ে সমাজের শতগুণ অপরাধ মুছে দেওয়া যেত। যেমন পূনর্জন্ম বাদ দিয়ে সমাজকে শান্ত রাখা সহজ।

তৃতীয়তঃ আসা যাক স্বাস্থ্য নিয়ে। ক্রমাগত জীবনসংগ্রাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় বেড়ে চলেছে সুগার, ক্যানসার, হার্টফেলিওর–স্বল্পায়ুতা। র‍্যাফাইড যুক্ত কচু পাতা বা ওল পাতাতে প্রয়োজনীয় আমপাতা (বীজ) টুকরো দিয়ে গলাধরা কাটিয়ে শুকনো করে প্রায়ই খাওয়ার অভ্যাস রাখলে কফ, মৃতকোষ, স্ফীতকোষ সঞ্চিত লবণাদি দেহ পরিস্রুত হয়ে দেহকে প্রায় সর্বরোগ থেকে মুক্ত রাখে। আরও অনেক প্রযুক্তিতে ভারতীয়রা অতীতে দীর্ঘজীবী ছিলেন। দুই শতাধিক বছর বেঁচে থাকার অনেক ব্যক্তিত্বের নাম জানা যায়। তবে ভারতীয় বীর সন্তান নেতাজির নিশ্চয় এইসব বিদ্যা জানা থাকবে, সন্দেহ নেই।

মহানগরে

আন্তঃদেশীয় পর্যটনের খরচ নিয়ে সমীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রক পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক রূপায়ণ দফতরের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে আন্তঃদেশীয় পর্যটনের খরচ এবং তার বিভিন্ন দিক নিয়ে ৭৮ তম সামাজিক অর্থনৈতিক সমীক্ষার কাজ শুরু করতে চলেছে। আগামী বছর জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে কাজ। এই সমীক্ষার কাজ যারা চালাবেন তাদের জন্য আজ থেকে তিন দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে আয়োজন করা হয়েছে।

৯ ডিসেম্বর এই প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রকের পশ্চিমবঙ্গের শাখার ফিল্ড অপারেশন বিভাগের উপ অধিকর্তা শ্রী চন্দন ভদ্র। এই সমীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হল পর্যটনের খরচ, বাড়ি ভাড়ার খরচ, বেড়ানোর খরচ সহ বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা। আগামী ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে এই প্রশিক্ষণ শিবির।

অনুরোধে ঃ আদিগঙ্গা (টালিনালা) থাকবে পরিষ্কার, হোক আমার আপনার অঙ্গীকার এই স্লোগানকে পাথেয় করে এক আদিগঙ্গা বাঁচাও পদযাত্রায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রীদের সঙ্গে শামিল হলেন কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম, স্থানীয় বিধায়ক অরূপ বিশ্বাস, সাংসদ মালা রায়–সহ স্থানীয় পুর প্রতিনিধিগণ। টালিগঞ্জ রাজবাড়িস্থিত ঝালদার মাঠ থেকে আদিগঙ্গার পাড় ধরে পদযাত্রা চলতে থাকে গত ৭ ডিসেম্বর।

দাউদাউ ঃ মহেশতলার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডস্থিত বাটানগরের নিউল্যান্ডের মাঠে রাখা রাজস্থান থেকে আনা প্রায় চার কোটি টাকার ' হাইডেনসিটি পলি ইথিলিনে'র তৈরি বড়ো ব্যাসার্ধের প্লাস্টিকের নিকাশি পাইপ আগুনের লেলিহান শিখায় পুড়ে নিমেষে তাপে গলা প্লাস্টিকে পরিণত হল।

ছবি – অরুণ লোধ

প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কলকাতা শাখায় মনদীপ হুডা

পিআইবি : উইং কম্যান্ডার মনদীপ হুডা প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কলকাতা শাখার মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। তিনি এর আগে ফোর্ট উইলিয়ামে পূর্বাঞ্চলীয় বায়ুসেনা কম্যান্ডে কর্মরত ছিলেন। উইং কম্যান্ডার হুডা উইং কম্যান্ডার এস এস বিরদি–র স্থলাভিষিক্ত হলেন। উইং কম্যান্ডার এস এস বিরদি নতুন দিল্লির বায়ুসেনার প্রধান কার্যালয়ে যোগ দিয়েছেন।

২০০২ সালের ২১ ডিসেম্বর ভারতীয় বায়ুসেনার ফাইটার স্ট্রিম বিভাগে যোগ দেন উইং কম্যান্ডার হুডা। তিন হাজারেরও বেশি সময় মিগ–২১ বিমান এবং অত্যাধুনিক সমস্তরকম জাগুয়ার বিমান চালানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। তিনি ফাইটার স্ট্রাইক লিডার হিসেবেও পরিচিত।

উইং কম্যান্ডার হুডা কুঞ্জপুরা সৈনিক স্কুলে পড়াশোনা করেছেন এবং ন্যাশনাল ডিফেন্স অ্যাকাডেমি এবং ডিফেন্স সার্ভিসেস স্টাফ কলেজেরও প্রাক্তনী। বিমান চালক হিসেবে তিনি মধ্য, দক্ষিণ–পশ্চিম, পশ্চিম এবং উত্তর বিভাগে মিগ–২১, জাগুয়ার স্কোয়াড্রনেও কাজ করেছেন।

গলফ খেলা ছাড়াও বই পড়াতেও বিশেষ আগ্রহী উইং কম্যান্ডার মনদীপ হুডা।

কে হবেন বরো ১৪–র অধ্যক্ষ?

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থার ১৪ নম্বর বরো কমিটির অধ্যক্ষ ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের বরিষ্ঠ পুর প্রতিনিধি মানিক লাল চট্টোপাধ্যায় (অক্টোবর ১৯৩৪–নভেম্বর ২০১৯) গত ৩০ নভেম্বর প্রয়াত হয়েছেন। শূন্য থাকা এই পদের দায়িত্বে আপাতত বেহালারই ১৩ নম্বর বরো কমিটির অধ্যক্ষ নির্বাচন হবে বলে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, বর্তমানে এই ১৪ নম্বর বরোতে ওয়ার্ড রয়েছে সাতটি। ওয়াডগুলি হল ১২১ ও ১২৭–১৩২। এর মধ্যে ১২৭ ও ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছেন দুই সিপিআই(এম) দলের পুর প্রতিনিধি। ১৩০–এ রয়েছেন পুর শিক্ষা ও কন্যাশ্রী প্রকল্পের মেয়র পারিষদ অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়। ১৩১–এ রয়েছেন প্রাক্তন মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায়। সুতরাং আর রইলো ১২৯ ও ১৩২ নম্বর ওয়ার্ডের দুই তৃণমূলী পুর প্রতিনিধি সংহিতা দাস ও সঞ্চিতা মিত্র। ২০১০ ও ২০১৫–র কলকাতা পুরসংস্তার নির্বাচনে ১২৯ নম্বর ওয়ার্ডটি মহিলা সংরক্ষিত হওয়ায় ১৯৯৫ থেকে ওই ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধির পদে থাকা অঞ্জন দাসের পরিবর্তে ওনার সহধর্মিনী সংহিতা দাস ২০১০ থেকে বর্তমানে এই ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধির দায়িত্বে রয়েছেন। আর সঞ্চিতা মিত্র ২০১০ থেকে বর্তমানে, মহিলা সংরক্ষিত হওয়ায় শোভন চট্টোপাধ্যায়ের ছেড়ে দেওয়া ১৩২ নম্বর ওয়ার্ডে পুর প্রতিনিধির দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে সামলাচ্ছেন। এবং নিজ হাতে ওই ওয়ার্ডের নিত্য পুর পরিষেবাগুলি এবং বাংলা সঙ্গীত মেলা এরকম ইত্যাদি কর্মযজ্ঞ বেশ যোগ্যতার সঙ্গে পালন করছেন। এরকম বিভিন্ন সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম দিকগুলিকে লক্ষ্য করে দেখা যায় এই ১৪ নম্বর বরোর আগামী অধ্যক্ষ নির্বাচনের দৌড়ে সঞ্চিতা মিত্র অন্যদের তুলনায় সর্বাগ্রে রয়েছেন স্থানীয় পুর পরিষেবা সচেতন পুরবাসীদের ধারণা।

দূষণে উদ্বেগ বাড়ায় কলকাতা পুরসংস্থায় এবার পরিবেশবিদ

বরুণ মণ্ডল : দেশের রাজধানী নতুন দিল্লির সাম্প্রতিক দূষণের ভয়াবহতা দেখার পর কলকাতা মহানগরে দূষণ প্রতিরোধে কলকাতা পুরসংস্থার ভূমিকা বিশদভাবে উপস্থাপিত করার সময় এসেছে। কলকাতায় পরিবেশ দূষণ রোধে কমিটি গঠন করা হয়েছে। তবে অবিলম্বে আরও কিছু ভূমিকা নেওয়া আবশ্যিক। কলকাতায় বায়ু ও জল দূষণের মাত্রা বিপজ্জনক জায়গায় পৌঁছবার আশঙ্কা রয়েছে। পুর বামফ্রন্ট নেত্রী বরিষ্ঠ পুরপ্রতিনিধি রত্না রায় মজুমদার উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন, বর্তমানে পৃথিবীর বায়ু দূষিত যে ১২টি মহানগর আছে, তার মধ্যে ১১টি ভারতবর্ষে। বাকি শহরটি হচ্ছে ক্যামেরুনের বামেন্তা। আমাদের দেশের শহরগুলি হল কানপুর, বারানসী, লখনৌ, আগরা, ফরিদাবাদ, গুরগাঁও, নয়া দিল্লি, গয়া, পাটনা, মুজঃফরপুর এবং শ্রীনগর।

এরকম খবর যখন আমরা দেখি, তখনই বায়ু দূষণ নিয়ে নিশ্চয়ই আমাদের ভাবার পালা। যেহেতু আমরা কলকাতা শহরে আছি। এ শহরে বায়ু দূষণের উৎস ও তার প্রতিরোধ এবং তার সঙ্গে জল দূষণও আছে। আই সি এম আর প্রকাশিত এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, বায়ু দূষণের কারণে মৃত্যু হয়েছে ৬ লক্ষ ৮০ হাজার মানুষের। দোকানদারসহ সকলেই কমবেশি ঝিমুনি, কাশি, শ্বাসকষ্ট, দৃষ্টিশক্তিতে সাময়িক সমস্যা একাধিক শারীরিক উপসর্গে ভুগছেন। তাহলে বায়ুদূষণের হাত থেকে বাঁচতে আমাদের কী করতে হবে।

একটি কমিটি বা মঞ্চ তৈরি করে, তারা বায়ু দূষণের ভয়াবহতা নিয়ে মুক্তির উপায় জনগণের ঘরে ঘরে সতর্কীকরণের বার্তা পৌঁছে দেবেন। জলদূষণের সব থেকে ভয়াবহ বিষয়টি হল 'ফ্লুওরাইট' দূষণ। এটা নানাবিধ কারণে হয়ে থাকে। এটা একটা দ্রবণ। এটা ভূপৃষ্ঠের অল্প নীচে পাথরের ফাটলে, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গর্তের মধ্যে জমা হওয়া বৃষ্টির জলের সঙ্গে মিনারেলের বিক্রিয়ার ফলে সে জলে 'ফ্লুওরাইট' দূষণ ঘটাচ্ছে। এবং চুঁইয়ে চুঁইয়ে সামান্য গভীরে প্রবেশ করছে। এই দূষণের হাত থেকে কলকাতাবাসীকে রক্ষা করতে হবে।

পুর পরিবেশ দফতরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার উত্থাপিত প্রস্তাবের উত্তরে বলেন, কলকাতা পুরসংস্থায় বর্তমানে একটি পরিবেশ দফতর আছে। সেটা আগে থাকলেও পরিচালনা করতেন ইঞ্জিনিয়াররা। ব্যস পরিবেশ নিয়ে এতোটুকুই ছিল। আর এখন পরিবেশ দফতরটিকে নিয়ে ভাবনাচিন্তা হচ্ছে। তবে কলকাতার পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগের কোনও কারণ হতে পারে না। পূর্বে কলকাতায় যে জলাশয়গুলি ছিল, সেগুলিকে বুজিয়ে কংক্রিটের জঙ্গল করে দিয়েছেন।

দীর্ঘদিন ধরে বহু গাছ কেটে ফেলেছেন। আপনারা বহুদিন ধরে এই কলকাতা মহানগরটাকে একটি আবর্জনার স্তূপাকারে নিয়ে গিয়েছিলেন। এখন কলকাতার কোনও জলাশয় আর বোজানো যাবে না। এখন পুর সংস্থা 'আর্বান ফরেস্ট্রি' নামে একটি পুর দফতর তৈরি করে সেটা নিয়ে তদ্বির তদারক করা হচ্ছে। সবুজায়ন কলকাতায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। কলকাতায় আজ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা হচ্ছে। কলকাতায় নিত্য বাইরে থেকে কমবেশি ৩০ লক্ষ মানুষ নানাবিধ কারণে আসছে। তারা তাদের কাজ করে আবার চলেও যাচ্ছে। তারাও কিন্তু পরিবেশকে দূষিত করছে।

তার দায়দায়িত্ব কিন্তু কলকাতা পুরসংস্থাকে নিতে হচ্ছে। আমরা পরিবেশ রক্ষায় প্রস্তুত আছি। আমরা পরিবেশ বিষয়ে একটা বরোভিত্তিক পরিকাঠামো তৈরি করতে চলেছি। কলকাতার পথে যে ধূলিকণার সৃষ্টি হচ্ছে আবার গাছের পাতায় যে ধূলিকণা আছে। পুর 'কনজারভেন্সি' দফতর তাতে জল দিয়ে ধোয়ার ব্যবস্থা করছে। কলকাতা পুরসংস্থা একজন পরিবেশবিদকে নিয়োগ করতে চলেছে।

আর বছর দু'য়েকের মধ্যেই পরিবেশ নিয়ে কলকাতাবাসীকে কোনও চিন্তায় পড়তে হবে না। আপনারা সাজেশন দেবেন। ভালোকে আরও ভালো করতে হবে। কলকাতাবাসীকে সুস্বাস্থ্যের মধ্যে রাখতে এই লক্ষ্যে কলকাতা পুরসংস্থা এগোচ্ছে।

মনোহরের দেখা পেয়ে পূর্ণ হল কপিলাস দর্শন

নির্মল গোস্বামী

তখন সাড়ে ছটা বাজতে ১৫ মিনিট বাকি। গোপাল আমার গাড়িকে সাঁতরাগাছি স্টেশন লাগোয়া হাইওয়ের ধারে দাঁড় করাল। সাড়ে দশটায় বিশ্বরূপ বাবু এবং তার স্ত্রী বর্ধমান থেকে এসে আমাদের সঙ্গী হবেন। আমার এক সঙ্গী মোহন তার গাড়ি নিয়ে বের হয়ে গেল। আমি ফোনে বলে দিলাম তুই কোলাঘাট গিয়ে দাঁড়া বিশ্বরূপবাবুর জন্য। আমি দাঁড়িয়ে আছি।

এবারের যাত্রায় অবশ্য আমি মোহনের সঙ্গী। আমার বন্ধু বিশ্বরূপ বাবুর সঙ্গে কথা হয়েছিল 'বাংরি পোসি আর 'সিমলিপাল' যাওয়া হবে তিন চার দিনের জন্য। সেই মতো বিশ্বরূপ বাবু গোছানো ব্যাগ আমার বাড়িতে রেখে দিয়ে পঞ্চমীর দিন দেশে দুর্গাপুজো করতে গেছেন। একাদশীর দিন সাঁতরাগাছিতে এসে আমাদের ভ্রমণ সঙ্গী হবেন। এদিকে মোহনের এক বন্ধু মাস দুই আগে গাড়ি নিয়ে ঘুরে এসেছে। সেই বন্ধু মোহনকে একটা চার দিনের রুট ম্যাপ দিয়েছে। খুব নির্জন স্থান। ভিড়ভাট্টা নেই। অনেকের কাছেই এই সব স্থান অজানা। মোহনের একান্ত ইচ্ছা ওই অজানা রুটে যাবে এবং আমাকেও সঙ্গী নেবে। অগত্যা রাজি হয়েছি। বলেছি তুই যেখানে নিয়ে যাবি যাব। এই যে বেড়ানোর স্থান চেঞ্জ হয়েছে তা বিশ্বরূপ বাবুকে জানানো হয় নি। ইতিমধ্যে আমি আর গোপাল চা খাওয়ার জন্য নামলাম। জয়শ্রী গাড়িতেই বসে রইল। প্রায় ৬টা ৪৫ মিনিট নাগাদ বিশ্বরূপবাবু আর ওর স্ত্রী বাস থেকে নামলেন। আমাদের অপেক্ষার অবসান হলো। ওরা ভিজে ভিজে এসেছেন। ভোর চারটে থেকে বর্ধমানে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। কলকাতার আকাশ মেঘলা। কদিন আগে থেকেই ওয়েদার রিপোর্ট বলছে যে দশমীর পর থেকে বৃষ্টি বাড়বে। গাড়ি ছাড়া হল তাড়াতাড়ি যেতে হবে। ওদিকে মোহন কোলাঘাটে অপেক্ষা কছে। সামনের পেট্রল পাম্পে তেল নিলাম।

কথা ছিল কোলাঘাটে চা খাওয়া হবে। কোলাঘাটে এসে শুনলাম মোহনদের চা খাওয়া হয়ে গেছে। আমরাও সাঁতরাগাছিতে চা খেয়েছি। সুতরাং আর দাঁড়াবার প্রশ্ন নেই। ছোটাও গাড়ি। এদিন গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। বিশ্বরূপ বাবুকে বললাম আপনারাই বৃষ্টিকে মাথায় করে বয়ে আনলেন। মোহনের গাড়ি আগে আমাদের গাড়ি পিছনে। একটু পরে আমি বিশ্বরূপ বাবুকে বলি যে প্লেস চেঞ্জ হয়েছে। আমরা বাংরি পোসি যাচ্ছি না। মোহন একটা ভালো জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বরূপ বাবু জানতে চাইল সেটা কোথায়? আমি বলি কপিলাস পাহাড়– চন্দ্রশেখর শিব। ওড়িশার ঢেঙ্কানল জেলায়।

গাড়ি চলছে– বৃষ্টি পড়ছে। একসময় ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি এলো। দিনের বেলায় গাড়ির আলো জ্বলছে। ভিতরে আমরা আলোচনা করছি আগামী দনে বৃষ্টির প্রকোপ বাড়বে কিনা। এযাত্রায় আমাদের ঘোরাটাই বোধ হয় মাটি হল। ঘন্টা দুয়েক পর বৃষ্টি থামল। আমরা আরও ঘন্টা খানেক পরে বালাসোর অতিক্রম করলাম। বেলা একটা নাগাদ ভদ্রকে দুপুরের আহার সেরে আবার গাড়ি চলল। মোহন আগে আগে চলেছে গুগুল ম্যাপ দেখে। মহানদীর ব্রিজ পেরিয়ে একটু আগে গিয়ে হাই ওয়ে থেকে নেমে ডান দিকে গ্রামের পথে গাড়ি ঢোকাল আমরাও চলেছি। এগলি ও গলি এ পথ ও পথ দিয়ে কখন ভালো রাস্তা কখন খারাপ রাস্তা। কখন জলকাদার বড় বড় গর্ত পার হয়ে যাচ্ছি। মনে হল রাস্তা বোধহয় ভুল করেছি। অনেকক্ষণ পর ভালো রাস্তায় এলাম। মাইল স্টোনে দেখলাম পপিলা ২২ কিমি। আবার আকাশ মেঘলা। বৃষ্টি হবো হবো। কপিলাস রোড প্রায় শেষ হয়ে এলো। এক জায়গায় দেখলাম বাঁ দিকে কপিলাস লেখা গেট। মোহনের গাড়ি থামল না। একটা রিমোট গ্রামে ঢুকে গেল। কাছেই নাকি হোটেল। আমরা আপত্তি করে গাড়ি ঘুরিয়ে নিলাম। আবার মাইল স্টোনে ঢেঙ্কানল দেখাচ্ছে। মোহন বামে গাড়ি ঘুরিয়ে দিল। ওকে নাকি হোটেলের ম্যানেজার একটা জিপিএস পাঠিয়েছে। সেই দেখে দেখে যাচ্ছে। কিছু দূর গিয়ে মনে হল রাস্তা ভুল করেছি। এক ভদ্রলোক মারুতি সুইফট গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। তার গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল কপিলাস ছেড়ে অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছি।

অবশেষে তার পিছনে পিছনে গিয়ে ঢেনকানল হাইওয়েতে উঠলাম। প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। ভদ্রলোক মারফত জানা গেল যে মোহন কপিলাস হোটেল নিরুপমায় ঘরের কথা বলে রেখেছিল। কিন্তু ওর বন্ধু যে ফোন নম্বর দিয়েছিল সেটা ছিল ধবলেশ্বর শিবের কাছে হোটেল নিরুপমার নম্বর। ধবলেশ্বরের হোটেলে যাবার জিপিএস পাঠিয়েছিল। প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। তখন প্রায় সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা। সকলেই ক্লান্ত। ধবলেশ্বর এখনও ৩৫–৪০ কিমি যেতে হবে। আমাদের ভ্রমণ মানচিত্রে ধবলেশ্বর ছিল না। তাই এই হাইওয়ের ধারে আর একটা নিরুপমা হোটেল আছে, সেখানে রাত্রি যাপনের সিদ্ধান্ত হল। আমাদের সহযোগী ভদ্রলোক কৃষি আধিকারিক বলে পরিচয় দিলেন। তিনিই সঙ্গে করে হোটেলে নিয়ে গেলেন। টু বেডরুম ঘর ২০০০ টাকা করে ভাড়া নিল। মেয়েরা দেখল আমাদের উপকারী ভদ্রলোক হোটেল থেকে কমিশনের টাকা নিয়ে চলে গেল।

নিজেদের মূঢ়তার জন্য অহেতুক ঘোরাঘুরির ক্লান্তি আর বিষাদ মন নিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে প্রাকৃতিক দৃশ্যে সকলের মন ভরে গেল। হোটেলের পরেই হাইওয়ে তারপরে সবুজ ঢাকা পাহাড়। তাড়াতাড়ি হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে পড়া হল। হাইওয়ে থেকে বামে ঢুকে দশ কিমি মতো গাড়ি চলল। পথের দুধারে চোখ জুড়ানো দৃশ্য। আমরা প্রথমেই এলাম সপ্ত শয্যা। এযা একটা পাহাড়ের নাম। পাহাড়ের কোলে গাড়ি থামাতেই আদূর গায়ে একজন জল নিয়ে এসে মোহনের কাছে ৫০ টাকা চাইল। হাতে রসিদ নিয়ে। মোহন জিজ্ঞাসা করল তুমি কে? সে বলল, চৌকিদার। মোহন খুব জোরে বকা দিল আলগা গায়ে চৌকিদার? আগে ড্রেস পড়ে এসো। সে ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি ড্রেস পড়তে ছুটল। আমরা বেশ মজা পেলাম।

ঘন জঙ্গল পাহাড়ের মাথায় গাড়ি চলে যাবে। কিন্তু গত কালের বৃষ্টির জন্য রাস্তা পিছল। দু একটা গাড়ি ওপর থেকে নামল। তারাই গাড়ি তুলতে বারণ করল। আমরা পায়ে হেঁটে অনেকটা দূর পর্যন্ত ঘুরে এলাম। উপর থেকে একটা ক্ষীণকায়া ঝর্ণা রাস্তার ডান পাশ দিয়ে বইছে। এখানে তেমন ভিড় নেই। পাহাড় জঙ্গল আর নীরবতায় আমাদের মন ভালো করে দিল।

ওখান থেকে বের হয়ে আর পাঁচ কিমির মতো পথ সামনে এগিয়ে যেতে চোখে পড়ল অনুপ্পা লেক। লেকের ধারে রাস্তার উপর দু–চারটে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে দেখলাম। ডাইনে পাহাড়ে আর বামে লেক। খুব সুন্দর দৃশ্য। লেকে বোটিং–এর ব্যবস্থা আছে। জানা গেল যে মহানদীরই একটা অংশ এই লেকের রূপ নিয়েছে। গোপালের শরীরটা খারাপ হয়েছে। তাই আমিই গাড়ি চালাচ্ছি। গাড়ি নিয়ে ডান দিকের একটা গেট দিয়ে 'সারান্ডা হিল' টপকে উঠে গেলাম। পাহাড়ের উপর সুন্দর সাজানো গোছানো পার্ক। নানান রকম ফুলের গাছ, দোলনা, আর আছে একটা ওয়াচ টাওয়ার। ওয়াচ টাওয়ার থেকে গোটা সারেণ্ডার দৃশ্য বড়ই মনোরম। লেকটা যেন গোটা পাহাড়টাকে বেস্টন করে আছে। লেকের ওপাশে আবার পাহাড়। এই সময় বৃষ্টি এলো। সব কিছুকে আবছা লাগছে। দূরের পাহাড়, লেক আর বাম দিকে অনেক দূর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে মহানদী। কেমন যেন একটা মায়াময় পরিবেশ। মোহনের মেয়ে মেঘা ভালো আবৃত্তি করে। মেঘার বোন আবৃত্তি করল, মেঘার আবৃত্তি আমাদের যেন মায়াচ্ছন্ন লোকে নিয়ে গেল। একটু রবীন্দ্র সঙ্গীত হয়। জয়শ্রী গান ধরল। আমরা গলা মেলালাম। টিঙ্কু মানে মোহনের স্ত্রী আর ছোট মেয়ে নাচল। এতো বড়ো সুন্দর পার্ক। কিন্তু পর্যটক নেই তেমন। সাড়েণ্ডা হিল টপে দেখলাম পাঁচ ছটা গোলাঘরের মতো কটেজ আছে। ৩৫০০ টাকা ভাড়া প্রতি দিন।

আমরা আবার ফিরে এলাম সেই ঢেঙ্কানল হাইওয়েতে হোটেলের কাছে। একটা রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাওয়া সেরে এবার ডানদিকে ঢুকে গেলাম। ঢেঙ্কানল শহরে। সারা শহর জুড়ে দেওয়ালির প্রস্তুতি চলছে। ঢেঙ্কানল রাজবাড়ি দেখে আমরা চললাম কপিলাসের পথে। মাইল স্টোন দেখে বোঝা গেল ২০ কিমি পথ। কালকের ফেলে যাওয়া পথেই চলেছি। সেই কপিলাস লেখা তোরণ অতিক্রম করে একটু এগোতেই চোখে পড়ল বাম দিকে হোটেল নিরুপমা। এইখানেই কাল আসার কথা ছিল। জঙ্গলের মধ্যেই হোটেল। সুন্দর সাজানো গোছানো। সামনে বিশাল ঘাসে ঢাকা লন। প্রাচীরের গেট পেরোলেই পাক্কা রাস্তা তার পরই জঙ্গলের বিস্তার। পরে জানা গেল এটা সরকারি লজ। অনুরাধা গ্রিল ২৫ বছরের লিজ নিয়ে চালাচ্ছে।

ম্যানেজারের সঙ্গে ঘরের কথা বলে কপিলাসের পথে গাড়ি এগিয়ে চলল। পাহাড়ী পথ রাস্তা ভালো। চড়াই ভাঙতে কোনও অসুবিধাই হয়নি। হোটেল থেকে ১০ কিমির পাহাড়ী পথ পেরিয়ে পৌঁছে যাই কপিলাসের শীর্ষে সেখানেই চন্দ্রশেখর শিবের অধিষ্ঠান। ছোট বড় অনেক মন্দির আছে। তার মধ্যে একটায় চন্দ্রশেখর স্বয়ম্ভু শিবের অধিষ্ঠান। পূজারী বললেন, হাজার বছরের পুরনো। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের আমলে তৈরি। তারপর গজপতি প্রতাপ রুদ্র বর্তমান মন্দির করে দেন। মন্দিরের প্রচুর সম্পত্তি আছে তার থেকেই চলে খরচখরচা। পাহাড়ের ওপরের ধাপে আরও দুটি মন্দির আছে। একটা রাধাকৃষ্ণের আর একটা জগন্নাথের। এবং পুরোহিত কর্মচারীদের থাকার ক্যাম্পাস। অনেক সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হয়। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে উঠেছে। শিবের আরতি শুরু হয়েছে। এই উঁচু পাহাড়ের মাথায় আরতির ঘন্টাধ্বনি সম্মুখে ঘন জঙ্গলের মাথায় দ্বাদশীর চাঁদ উঠছে। মুহুর্তের জন্য মনে হল এক অপার্থিব জগতে আছি। আর সব গাড়ি নেমে গেছে শুধু আমরাই আছি। মন্দিরের পাশে আরও একটু উপরে পিডব্লুডি–র বন বাংলো। জানা গেল এখানে যোগাযোগ করে এলে অল্প টাকায় ঘর পাওয়া যেতে পারে।

হোটেলে ফিরে লনের চেয়ারে বসে চাঁদের দিকে চেয়ে চেয়ে চা খেলাম। কর্মচারীরা সাবধান করল এখানে প্রচুর সাপ আছে। অন্য জন্তুও প্রচুর আছে। এক ঘরে তিনটে এক্সট্রা বেড ছিল। সকলে একঘরে রাত কাটালাম। রাত্রে খাবার টেবিলে শ্যামবাজারের একটা গ্রুপের সঙ্গে দেখা হলো। ওদের গ্রুপের আটজনের বয়স ৭০এর বেশি। দেখে খুব ভালো লাগল। কপিলাস বৃত্তান্ত এখানেই শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মন্দির, পাহাড়, জঙ্গল দু চোখ ভরে দেখা হলেও মানুষ দেখা বাকি ছিল।

কপিলাস থেকে যাব রঙগিরি। চণ্ডি খোলে গিয়ে হাইওয়ে ধরার জন্য আমরা চলেছি কপিলাস রেঞ্জের ভিতর দিয়ে। দুপাশে জঙ্গল মাঝ বরাবর রাস্তা। বৃষ্টি স্নাত শাল সেগুনের পাতার ফাঁকে ঠিকরে পড়া রোদ। রাস্তার পাশে বাঁদরের সংসার। কপিলাস রেঞ্জ পার করে রাস্তার ধারে গাড়ি থামাল মোহন। ঝিমুনি কাটাবার জন্য গরম চায়ের প্রয়োজন। জঙ্গলের পরই গ্রামের শুরু। ডানদিকে একটা চায়ের দোকান। বামে একজন মাছ বিক্রি করছে সেখানে দুচার জন খদ্দের। মোহন বসেই আলু মোটর খেতে শুরু করেছে। আমাকে বলল নির্মলদা খাও। বিশ্বরূপ আমি আলু মোটর খেলাম। আর সব মেয়েরা ফুলুরি খেল। তারপর চায়ের অর্ডার দেওয়া হল। ইতিমধ্যে কুমকুম বৌদিকে (বিশ্বরূপ স্ত্রী) দোকানদারের স্ত্রী নিয়ে গেল ছোট বাইরে। নিজে মগে করে জল নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এমন আন্তরিকতায় মেয়েরা মুগ্ধ হল। খাওয়ার পর কত হয়েছে জিজ্ঞাসা করতে দোকানদার বলল আমি তো হিসাব করিনি। আপনারা খেয়েছেন আপনারা জানেন। আলুমটর ৫ টাকা প্লেট, চা ৫ টাকা কাপ, ফুলুরি ১ টাকা করে। আমি প্রশ্ন করি পয়সা যদি কম দিই?

মনোহর দোকানির নাম বলল আমার ভাগ্য কি নিয়ে নেবেন? আমি বলি এতো অল্প দামে বিক্রি করে আপনার কত লাভ হয়? তাতে সংসার চলে? মনোহর বলল যা করবে জগন্নাথ। দুটো ছেলে এক ছেলের বিয়েও দিয়েছেন ওই ছোট দোকান চালিয়ে। যেমন জগন্নাথ বিশ্বাস তেমনি অচেনা বিদেশি মানুষদের প্রতিও বিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ।' এক কথায় মনোহর যত জোরের সঙ্গে বিশ্বাস করে রবীন্দ্রনাথ না পড়েও, আমাদের মনে তত জোর আছে কি? নিজের মনে এই প্রশ্ন উঁকি দেয়। মনোহর কোন দিন কলকাতায় যায় নি। দুবার শুধু পুরী গেছে। ছোট ওই দোকানে স্বামী স্ত্রী মিলে কষ্ট করে চালায়। ওদের পুঁজি সততা আর বিশ্বাস। তাই তারা সুখী। জীবন ধারণের সরঞ্জামের অপ্রতুলতা তাদের অসুখী করেনি। দুজনের ফটো তোলার কথা বলতে হাসিমুখে দাঁড়াল। আমাদের বলল, তিন ঘন্টার সময় দিলে মাছের ঝোল ভাত রান্না করে খাওয়াবো। যাবার সময় মনোহর বলল ফেরার পথে আবার আসবেন বাবু। আমরা বললাম এ পথে তো ফিরব না। গাড়ি থেকে পিছন ফিরে দেখি স্বামী–স্ত্রী আমাদের গাড়ির দিকে চেয়ে আছে। পথের ধারে এমন স্বজন সুজনের দেখা কদাচিৎ মেলে। মনোহরের দেখা পাওয়াতে আমাদের পপিলাস দর্শন পূর্ণতা পেল।

মাঙ্গলিকী

ভবা পাগলা মহাসম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভবার হরবোলা মন্দির ট্রাস্টের পরিচালনায় ৩৪ তম বর্ষ ভবা পাগলা মহাসম্মেলন আদ্যাপীঠ মন্দিরে গত ২৬ নভেম্বর থেকে ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষ্যে গত ২৬ নভেম্বর আদ্যাপীঠ মন্দিরের পূজ্যপাদ্য সম্পাদক ব্রহ্মচারী মুরালভাই, স্বামী সারদানন্দজী মহারাজ সম্পাদক আলমবাজার মঠ, জয়দেব চক্রবর্তী (প্রাক্তন আই জি প্রিজন) চৈতন্যময়নন্দ (লেখক ও সমাজসেবী) প্রাক্তন ফুটবলার নিরাংশু পাল সঙ্গীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন, মাধুরী চ্যাটার্জী, প্রতিমা সাহা, স্বপ্না দে, সোমেন পর্বত, সীমা দে, নুপূর চক্রবর্তী, কনক কান্তি মাইতি, সম্রাট বাউল স্বনামধন্য ভবা পাগলা পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী শম্পা কুণ্ডু। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সুধাংশু ওঝা। পরিশেষে সমস্ত শ্রোতাদের মধ্যে গাছ বিতরণ করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ভবার সারথী আচার্য ডঃ গোপাল ক্ষেত্রী

গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতির চতুর্দশ সাহিত্য সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩০ নভেম্বর শনিবার গোবরডাঙা সেবা ফার্মার্স সমিতির প্রধান কার্যালয় সমিতির চতুর্দশ সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন সাহিত্যিক কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর এবং প্রধান অতিথি

ছিলেন নাট্যশিল্পী দীপান্বিতা বণিক দাস। স্থানীয় বিখ্যাত সাহিত্যিক শ্রী ঋতুপর্ণ বিশ্বাসকে তাঁর সারাজীবনের সাহিত্য কীর্তির জন্য সমিতির পক্ষ থেকে মানপত্র প্রদান করে, উত্তরীয় পরিয়ে এবং বিশেষ উপহার প্রদান করে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।

সমিতির স্বেচ্ছাসেবকরা উদ্বোধনী সঙ্গীত গেয়ে অনুষ্ঠান শুরু করেন। সমিতির সম্পাদক গোবিন্দলাল মজুমদার সমিতির কর্মকান্ডের ওপর বক্তব্য রাখেন। বক্তব্য রাখেন বিখ্যাত সাহিত্যিক আশিস হীরা।

অনুষ্ঠানে কবি সুকুমার রায়ের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে তাঁর জন্মদিন পালন করা হয়। কবি সুকুমার রায়ের উপরে বক্তব্য রাখেন সমিতির স্বেচ্ছাসেবক গৌতম সাহা। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী তপন মুখোপাধ্যায় এবং বীনা হোড়। পঙ্কজ কুমার সরকার ও রুমা সাহা একটি মনোজ্ঞ শ্রুতি নাটক পরিবেশন করেন।

'এসো হাত ধরি' প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের অনুষ্ঠানে বৃত্তি প্রদান করা হয়। স্থানীয় ও আমন্ত্রিত কবিরা তাদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করে অনুষ্ঠানটিকে স্মরণীয় করে তোলেন।

ক্যানিংয়ে দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: দিনআনি দিন খাওয়া। তারপর আঘাত হেনেছে বুলবুল। বাড়িঘর ভেঙে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে একাধিক পরিবার। সেহ সমস্ত অসহায় দরিদ্র পরিবারের ছোট শিশু থেকে বৃদ্ধ–বৃদ্ধাদের হাতে কয়েকটি সংগঠন একত্রিত হয়ে দরিদ্র মানুষজনের হাতে তুলে দিলেন শীতবস্ত্র। রবিবার বিকালে এক ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে ক্যানিং থানার গোপালপুর গ্রামপঞ্চায়েতের গোলকপাড়া জুনিয়র হাইস্কুল মাঠে ৫৩০ জন অসহায় দুঃস্থদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেন এবং তাদের কে মধ্যাহ্ন ভোজের ব্যবস্থা করেন কাঁকুড়গাছি বায়ুসেবী সংঘ,সুন্দরবন মেট্রোপলিটন ক্লাব, মঠেরদিঘী পল্লী সেবা সদন,কাঁকুড়গাছি লেডিস ক্লাবের সদস্যরা।জানা গেছে প্রতিবছর এই সকল ক্লাবের সদস্যরা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর ধরে এমন সমাজসেবা মূলক কাজকর্ম করে আসছেন।

সংস্থার সম্পাদক খোকন মন্ডল সহ বিভিন্ন ক্লাবের কর্মকর্তা ডাঃ অরুণ দুলাল পাল, রাজেশ দাগা, প্রিয়ঙ্কা জৈন,দীপক চন্দ্র খাঁ রা বলেন, বুলবুলে এই গোপালপুর গ্রামপঞ্চায়েত এলাকা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্থের কথা জানতে পেরে এবছর এখানকার দরিদ্র মানুষের কাছে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছি মাত্র।

অন্যদিকে, ফুলবাসী সরদার, মঙ্গল সরদার রা বলেন, বুলবুল ঝড়ে ঘরবাড়ি থেকে চাষআবাদ সমস্ত কিছুই ক্ষতি হয়ে গেছে। বাবুরা আমাদের দুঃখের কথা জানতে পেরে আমাদেরকে শীতবস্ত্র প্রদান করে সাহায্য সহযোগিতা করায় আমরা খুবই আনন্দিত।

সরস্বতীর নাট্যশালার নাট্যোৎসব মন কাড়ল সকলের

বাবুল কৃষ্ণ দে : নেতাজি নগর সরস্বতী নাট্যশালা আয়োজিত সরস্বতী নাট্যোৎসব ২০১৯ মহা সাড়ম্বরে পালিত হল তপন থিয়েটারে বিগত ২০ নভেম্বর থেকে ২৪ নভেম্বর ২০১৯। এটা সারাবছর ব্যাপী নাট্যোৎসবের অন্তিম পর্যায়।

সমর মিত্রের প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে উৎসবের সূচনা হল। প্রথমদিন ২০ নভেম্বর অভিনীত হল দমদম শব্দমুগ্ধ প্রযোজিত শিলপী চপল ভাদুড়ী আমাদের চপল রাণীকে নিয়েই রচিত নাটক। তার অভিনয় জীবন ও জীবন যাত্রার মর্মন্তুদ কাহিনীকে পরম নিষ্ঠায় রাকেশ লিপিবদ্ধ করে নাট্যরূপ দিয়েছে। অভিনয়ে চপল ভাদুড়ী স্বয়ং, রঞ্জন বোস, জয়েশল, প্রদীপ রায়, রাকেশ এবং আরও অনেক কলাকুশলী। রঞ্জন বোস কখনও চপলের মা কখনও চপল রাণী উভয় ভূমিকাতেই সকলকে মাত করে দিয়েছে। কোরাস শিল্পীদের ভূমিকাও অসাধারণ। কেমন করে খোলা ঘাটে নাইবো বলনা গানটি সুগীত।

২১ নভেম্বর অভিনীত হয় মোট তিনটি নাটক। (১) যে জন আছে অন্তরে (২) অনার্যবারতা (৩) দায়।

আগরপাড়া থিয়েটার পয়েন্ট–এর নাটক রবীন্দ্র কাহিনী কাবুলিয়ালা অবলম্বনে 'যে জন আছে অন্তরে'। নাটক রাজা গুহ নির্দেশনায় রণি ভৌমিক। শিল্পীরা হলেন মিমির ভূমিকায় অঙ্কিতা চ্যাটার্জী, লেখক শৈবাল ভট্টাচার্য, মা চৈতালী চ্যাটার্জী এবং গুঞ্জন গাঙ্গুলী।

সময়কে ধরতে গিয়ে ক্যাপিটালিজম সাপ্লাই ডিমান্ড এর ইনটর অ্যাকশনে আধুনিক প্রজন্ম তথা সমাজকে ধরতে চেয়েছেন নির্দেশক। দ্বিতীয় নাটক থিয়েলাভার্স প্রযোজিত 'অনার্য ববরতা', রচনা ও প্রয়োগ ভর্গোনাথ ভট্টাচার্য। আর্য অনার্য সভ্যতার সংগ্রাম বা টিকে থাকার লড়াই। এ লড়াই চিরন্তন১ আবহমান কাল ধরে চলে এসেছে। নাটকে প্রয়োজনে চারজন হিড়িম্বা ও চারজন ঘটোৎজন দেখানো হয়েছে। অভিনয়ে সকল কলাকুশলীরাই পারদর্শীতা দেখিয়েছেন। তপন দাসের কোরিওগ্রাফি বেশ নান্দনিক।

দিমস্মৃস প্রযোজিত নাটক 'দায়'। নাটক জগবন্ধু মুখোপাধ্যায় নির্দেশনা কিরীটি কাঞ্জিলাল। এই সময়ের যথার্থ প্রযোজনা। দায় ও দায়িত্ব পরস্পর একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। আমরা এবাং সমাজও কখনও দরকার। সময়ের প্রেক্ষিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে এই নাটক। ২২/১১/১৯ নাটক 'তারাপদ এন্ড কোং'। প্রযোজনা চণ্ডীতলা প্রম্পটার। নাটক দুই ভাই অন্যের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খায়। পরিশেষে ধরা পড়ে যায়। কমেডি ঢংএ উপস্থাপিত। স্ট্রাগল ফর আইডেনটিটি এবং সারভাইভাল অফ ফিটেস্ট।

নাটক 'ব্রেকিং নিউজ', ধান সিড়ি প্রযোজিত মৈনাক সেনগুপ্ত রচিত এবং শুভঙ্কর গুহ নির্দেশিত আজকের দুনিয়ার মিডিয়া কুলের সংঘাত নিয়ে তথ্য নির্ভর উপস্থাপনা। মাইলেজের লড়াই, টি আর পির জন্য সংবাদ ব্যবসায়ীরা কতদূর যেতে পারে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত তুলে ধরলো এই নাটক। নিষ্ঠা সহকারে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যারা সাংবাদিকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে তাদের কালের গহ্বরে হারিয়ে যেতে হয়। শিল্পীরা মোটামুটি কাজ চালিয়ে দিয়েছেন। নিরবিচ্ছিন্ন মহড়া দেওয়া দরকার। চরিত্রগুলোকে রেজিস্টার্ড করার জন্য।

নাটক 'অবচেতন' মিউনাসের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মননশীল প্রযোজনা। টিনা ও রাহুল ঘোষ অভিনয় সমৃদ্ধ নাটক। নির্দেশনা উৎসব দাস।

২৩ নভেম্বর : শ্যামবাজার নাট্য চর্চা কেন্দ্র

প্রযোজিত রবীন্দ্র নাটক 'দেনা পাওনা'। নাট্যরূপ সৌমিত্র বসু, নির্দেশনা প্রসেনজিৎ বর্ধন। ভিন্ন আঙ্গিকে বেশ ভালো কাজের নিদর্শন। শিল্পী রজ্ঞার ভূমিকায় যোগমায়া বসু। নিরুপমা চরিত্রে মৃত্তিকা বসু ও নিরুর বাবার ভূমিকায় সমরেশ বসু দক্ষ শিল্পী পরিচয় বহন করলেন।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের কাহিনী ঠাকুরমার ঝুলির গল্প অবলম্বনে নাটক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী। প্রযোজনা থিয়েলাইট, নাট্যরূপ স্যামসন মাথুর চক্রবর্তী নির্দেশনা অতনু সরকার। লোকনাট্যের আঙ্গিকে সাজানো নাটক। দলগত সংহতির নাটক। ব্লাঙ্ক ভার্ষে সংলাপ আলাদা মাত্রা দিয়েছে। কোরিওগ্রাফি আরও নান্দনিক করার আপ্ত বাক্যটি সত্য হয়ে ওঠে। বিদ্যা ছাড়া কোন কিছু ধরে রাখা যায় না। অতনু সরকার ভাল শিল্পী।

অশোক নগর নাট্যমুখ উপস্থাপিত করলো বটোল্ট ব্রেশট–এর 'প্রাইস' অবলম্বনে 'লোহার দাম'। রূপান্তর ও প্রয়োগ অভি চক্রবর্তী। বর্তমান পৃথিবীতে শ্বাস নেবার জন্য চাই এ ধরনের নাটক। এক অদ্ভুত আধার নেমেছে সমস্ত বিশ্ব জুড়ে। যারা অন্ধ তারাই আজ বেশি দেখে। মননশীলতার নাটক। অনুভবের নাটক। মঞ্চ ভাবনা বেশ ভালো। বেচু চরিত্রে অরূপ গোস্বামী, খদ্দের চরিত্রে জয় চক্রবর্তী দর্শকদের নজর কেড়েছে। নাটকটি আমাকে ঘাড় ঘোরাতে দেয়নি। অভির আরও সাফল্য কামনা করছি। শম্ভু মিত্র পুরস্কারের জন্য আগাম শুভেচ্ছা।

দক্ষিণেশ্বর কোমল গান্ধার প্রযোজিত নায়ক বোধোদয় এই উৎসবের সেরা নাটক। নাটক কর্ণ সেন, নির্দেশনা মুরারি মুখোপাধ্যায়। নগ্ন আমার জন্মভূমি নগ্ন চরাচর বুকের মধ্যে জাগছে তবু আগুন রঙা স্বর। একটি পার্কে রবি ঠাকুরের স্ট্যাচু, সেখানে চলেছে নানা কুকর্ম। পুলিশ থেকে প্রশাসন শিক্ষক সবাই একযোগে সমাজকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। কবি স্ট্যাচু থেকে বেরিয়ে এসে কারখানার শ্রমিক মন্টুর হাত ধরেন। ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালাও। কবির হাত ধরে শুরু হয় মন্টুর নতুন পথচলা। সে মিছিলে মানুষ খুঁজে পাবে তার ঠিকানা। অভিনয়ে কবি চরিত্রে তাপস গুপ্ত পুলিশ চরিত্রে দেবদাস ঘোষ, মাস্টার চরিত্রে অলোক গুপ্ত এবং মন্টু চরিত্রে মুরারী মুখোপাধ্যায় স্বয়ং দর্শকের মন জিতে নিলেন এক লহমায়।

২৪/১১/১৯ নাটক 'এম এম এস এখন' এই সময়ের প্রজন্মের চাল চরিত্র অনুভব প্রেম হিংসা দ্বেষ ওপরে ওঠার লড়াই সব কিছুকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। বলা ভাল নির্দেশক আমাদের সামনে একটা আয়না রাখলো। প্রযোজনা নবাঙ্কুর মুখার্জী পাড়া লেন। নাটক ও নির্দেশনা শান্তনু চক্রবর্তী।

মভনাসার স্কলারশিপ পেয়ে যাওয়া থাকার খরচ জোগাড় করার জন্য একটা ডান্স রিয়ালিটি শোয়ে প্রতিযোগিতায় নামে টাকার জন্য কিন্তু মউ এর কাছে পরাজিত হয়। মভ বহু জনের সাথে সম্পর্ক রাখে। সামের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব আছে ও জানলার কাচ সরিয়ে সামের ঘরে থাকতে আসে গোপনে। সাম ওর সান্নিধ্য চায় ওকে ভালবাসে প্রপোজ করে। মভ ওকে একটা শর্ত দেয়। ওই শর্ত নিয়েই নাটক ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছয়। আধুনিক নৃত্যের দৃশ্য কোলাজ খুবই নান্দনিক লেগেছে। অভিনয়ে মভ চরিত্রে প্রিয়াঙ্কা ভালয়াল মউ চরিত্রে দেবমিতা গোস্বামী এবং সাম চরিত্রে রিকি তিওয়ারী এবং রাজ এর ভূমিকায় অভ্রজিৎ ব্যানার্জী সকলেই বেশ ভাল কাজের নমুনা রাখলেন। বর্তমান প্রজন্মের ক্রাইসিসকে নিয়েই শান্তনুর ভাবনা।

নাটক 'আবছায়ার আলো' প্রযোজনা কলকাতা নাট্যজন। নাটক সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় নির্দেশনা জনার্দন পাইক। নগরায়ন সভ্যতার সংকট। ইগোর লড়াই অ্যাডজাস্টমেন্টের অভাব পরিবারে দুর্যোগ নেমে আসে আর তার ফল ভুগতে হয় সন্তানদের। আধুনিক প্রজন্মের কুৎসিৎ দিক। মর্মস্পর্শী উপস্থাপনা। অভিনয়ে গুলটে চরিত্রে সত্যজিৎ নায়ার এবং তিতলি চরিত্রে তিস্তা পাইক নজর কাড়া অভিনয় করলো। শিল্পী দ্বয়ের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

নাটক 'পঞ্চলাইট' ফনীশ্বর নাথ রেণু রচিত বঙ্গশিল্পী কলকাতা প্রযোজিত এবং প্লাবন বসু নির্দেশিত নোটঙ্কীর আঙ্গিকে সঙ্গীত বহু পালা। একটা দেহাতি অজ পাড়াগায়ে একটা হ্যাজাক লাইট নিয়ে এমন এক কাহিনীর বিনা সুতোয় মালা গাঁথলো প্লাবন না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। টোটাল টিম ওয়ার্ক বেশ প্রশংসনীয়। মাতাল চরিত্রে অশোক চক্রবর্তী আমাকে কেষ্ট মুখাজীর কথা মনে করিয়ে দিয়েছে।

নাটক 'কোথায় অনন্য' : প্রযোজনা বেহালা কাব্যতীর্থ নাটক ও নির্দেশনা জয়িতা গোস্বামী। গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের আঙ্গিকে বেহুলার ভাসান রক্ত করবীর দৃশ্য কোলাজ সহ সমাজে নারীর ভূমিকা অবদানকে কেন্দ্র করে জয়িতার এই কাব্য সৃষ্টি। নারীকে শুধু আমরা ভাল বেসেছি কিন্তু আলাদা মানুষ বলে ভাবতে পারিনি। এই লজ্জা লুকোবার কোনও জায়গা নেই। তাই বলি নারী তুমি শক্তি, তুমি সৃষ্টি পারলে পুরুষ জাতিকে ক্ষমা কোরো।

উপসংহারে একটা ক্ষুদ্র কথা বলতে চাই যে সংগ্রাম লড়াই মুক্তি যাই বলা হোক যে না সেই ডাকা হোক এটা একটা কনটিনুয়াসে প্রসেস। দু চার দশ দিনের ব্যাপার নয়। আমাদের হাতে কোনও আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপ নেই যে সর্ব সমস্যার সমাধান করে দেব। আসলে মানুষকেই খুঁজতে হয় মুক্তির পথ, আর এ পথ একলা চলার নয়। তাই তোমার আমার মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হয় মুক্তির পথ, আর এ পথ একলা চলার নয়। তাই তোমার আমার মিলিত নাট্যমঞ্চেই আমরা ভাঙবো অন্যায়ের বেড়াজাল হিংসার বিষবাষ্প, তবেই তো একদিন ছিনিয়ে আনতে পারবো সোনালী সূর্যের সোনালী সকাল।

নাটক 'সরীসৃপ' প্রযোজনা অনীক। নাটক বিধায়ক ভট্টাচার্য নিদেশনা মলয় বিশ্বাস।

একটি স্মৃতি রোমন্থনের কাহিনী। অতীত দিনের দুই শিল্পী সারদা ও নিকুঞ্জ মনমোহন থিয়েটারে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু আজই শেষ দিন কারণ এই মঞ্চ ভেঙে ফেলা হবে। তাই সকাল হলেই ঘর খালি করে দিতে হবে। এমন সময়ে সেখানে এসে উপস্থিত হয় এক চোর তারপর এক ভিখারি এবং শেষে মস্তানের তাড়া খেয়ে আসে চাঁপা। ভিখারি বলে যায় তার বালিশে ২০০০ টাকা আছে যা সে ভিক্ষা করে জমিয়েছে গঙ্গার ধারে জমি কিনবে বলে। ভিখারীটি রাতে মারা যায়। বালিশে হাত দিয়ে বুঝতে পারে সত্যি সত্যি দু হাজার টাকা আছে। তখন তারা পুলিশকে কিছু টাকা দেয় ভিখারির সৎকার করার জন্য এবং তারা একসাথে বাঁচার আশায় অন্য কোনও ঠিকানার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। সারদা চরিত্রে তপতী ভট্টাচার্য নিকুঞ্জ চরিত্রে অরূপ রায় জাগিয়ে তুললেন পুরনো দিনের সেই গিরিশ ঘোষ দিনুবাবু অমৃতলাল। অর্দ্ধেন্দু মুস্তাফিদের নাটকের সংলাপ যেখানে ওরা দুজন ও অভিনয় করেছিল। বেশ ভাল লাগলো।

নাটক 'রক্ত উপাখ্যান' প্রযোজনা শান্তিপুর সাংস্কৃতিক। নাটক ও নির্দেশনা কৌশিক চট্টোপাধ্যায়।

মাত্র ৭ জন মানুষ ঠিক করেছিল বাংলা ও পঞ্জাবের ভাগ্য আর দেশের ভবিষ্যৎ। ব্যাড ক্লিফের এক রিপোর্টের ভিত্তিতেই এই ডিভাইড অ্যান্ড রুল। নেহরু তত দিনে ফ্রাঙ্কেন স্টাইন। ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব মতো ভারত ভাগ মেনে নেওয়া হল। তারপরের রক্তাক্ত ইতিহাস সকলের জানা। দাঙ্গা সন্ত্রাস সুরাবর্দির নির্দেশে নোয়াখালির হিন্দু নিধন, জিন্নার ডাইরেক্ট অ্যাকশন। ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা গান দিয়ে নাটক শুরু। বুভুক্ষু মানুষের আর্তনাদের কিছু দৃশ্য কোলাজ মানুষকে বেদনাতুর করে তোলে। নাটক রাষ্ট্র বিপ্লব আনতে না পারলেও মানুষের দুঃখ কান্নাকে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারে। বাদল সরকারের থার্ড থিয়েটারের ঘরানায় তৈরি। হিংসা দ্বেষ সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘুর রক্তাক্ত লড়াই, ঘৃণা হনন সন্ত্রাস মানুষকে পরস্পরে অবিশ্বাস করে তোলে। রাজনীতির দাবা খেলায় মানুষকেই বাজী রাখা হয়। পরিশেষে বলি এন আর সি নিয়ে গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধে আওয়াজ আছে। রাজনৈতিক প্রপাগান্ডায় এই নাটক ব্যবহৃত হলে আশ্চর্য্য হব না। টিম ওয়ার্ক প্রশংসনীয়।

বিকাশ ভারতী শিশুকেন্দ্রের আশ্রমের বাচ্চাদের পাশে দাঁড়াল নিঃস্বার্থ ফাউন্ডেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম : হাড় কাঁপানো শীত প্রায় এসে গেছে। এই শীত কারো কাছে প্রিয় আবার কারো জন্য নিয়ে আসে কষ্ট। তীব্র শীতে স্থবির হয়ে যায় সব কিছু। কখনও কি ভেবেছেন তাদের কথা যারা প্রয়োজনীয় শীতের কাপড়ের অভাবে কাঁপতে থাকা কোনও অসহায় বৃদ্ধ নারী পুরুষ ও ছোটো বাচ্চার কথা ? এটা ঠিক অনেকে এগিয়ে এসেছেন আবার অনেকে তা দেখেও না দেখার বাহানা করে আড়াল হয়েছেন।শীতের আগে ঝাড়গ্রাম জেলার একাধিক ক্লাব ও রাজনৈতিক দল বস্ত্র বিতরণ করেছে গরিব ও দুস্থ শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে। ঠিক সেই মতো হাড় কাঁপানো শীতে বিকাশ ভারতী শিশুকেন্দ্রের আশ্রমের বাচ্চাদের হাতে শীতের বস্ত্র তুলে দেন নিস্বার্থ ফাউন্ডেশন এর সদস্যরা।

বাচ্চাদের মুখে হাসি ফোটাতে শীতের বস্ত্র ছাড়াও তাদের হাতে চকলেট, বিস্কুট ও কেক তুলে দেন নিঃস্বার্থ ফাউন্ডেশনের সদস্যরা। নিঃস্বার্থ ফাউন্ডেশনের সদস্য সাগরিকা দাস জানান, শীতের আগে অনেক গরিব ও দুস্থ শ্রেণীর মানুষের হাতে শীতের বস্ত্র তুলে দিয়েছেন নিঃস্বার্থ ফাউন্ডেশনের সদস্যরা। আর তাতেই যেমন ফুটে ছিল অসহায় মানুষদের মুখে হাসি ঠিক সেভাবে আনন্দিত হয়েছিল নিঃস্বার্থ ফাউন্ডেশন এর সদস্যরা। সাগরিকা দাস আরো জানান, এর আগে ঝাড়গ্রাম জেলার বাঁধগোড়া অঞ্চলের ৮০ জন বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধার হাতে ব্ল্যাঙ্কেট তুলে দিয়েছিল নিঃস্বার্থ ফাউন্ডেশন এর সদস্যরা। সমাজের বুকে অসহায় মানুষদের পাশে থেকে তাদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে

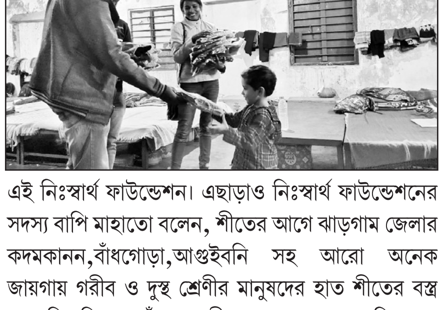

এই নিঃস্বার্থ ফাউন্ডেশন। এছাড়াও নিঃস্বার্থ ফাউন্ডেশনের সদস্য বাপি মাহাতো বলেন, শীতের আগে ঝাড়গাম জেলার কদমকানন,বাঁধগোড়া,আগুইবনি সহ আরো অনেক জায়গায় গরীব ও দুস্থ শ্রেণীর মানুষদের হাত শীতের বস্ত্র তুলে দিয়েছি। হাড় কাঁপানো শীতে সাধারণত বৃদ্ধ ও শিশুদের কষ্টতা স্বাভাবিকভাবে বেশি হয়। শীতের বস্ত্রের দাম বেশি হওয়ায় অনেক অসহায় মানুষকে শীতবস্ত্র ছাড়া জীবন যাপন করতে হয়। শীতার্ত কিছু মানুষের এমন দুর্দশা দূর করতে আমাদের এই উদ্যোগ। এছাড়াও নিঃস্বার্থ ফাউন্ডেশনের সদস্য তনয়া মাহাতো জানান নিঃস্বার্থ ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা করছি সমাজের অসহায় শীতার্ত মানুষদের মাঝে খানিকটা উষ্ণতার পরশ বুলিয়ে দিতে। তাই আজ আমরা বিকাশ ভারতী শিশুকেন্দ্র আশ্রমের ৩০ জন খুদে পড়ুয়ার হাতে শীতের বস্ত্র তুলে দিলাম।আর তাতেই যেমন খুশি শিশু কেন্দ্র আশ্রমের বাচ্চারা । ঠিক অপরদিকে নিঃস্বার্থ ফাউন্ডেশন এর এই সমাজ কল্যাণ মূলক কাজ দেখে খুশি সকলেই।

মৎস্য ব্যবসায়ীদের রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: ক্যানিং মহকুমার বৃহত্তম হাসপাতাল ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল। আর এই হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসেন প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা, বাসন্তী, জীবনতলা সহ ক্যানিংয়ের হাজার হাজার রোগী ও তাদের পরিবার পরিজনেরা। এক সময় রক্তের জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের রোগীদের নির্ভর করতে হতো কলকাতার হাসপাতাল সহ বিভিন্ন বেসরকারী ব্লাড ব্যাঙ্কের উপর। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে গত ২০১৫ সালে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর উদ্যোগে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে তৈরী হয় ব্লাড ব্যাঙ্ক। আর এই ব্লাড ব্যাঙ্ক তৈরি হওয়ায় ব্যাপক ভাবে উপকৃত হন ক্যানিং মহকুমা এলাকার সাধারণ মানুষ জন। বিগত বেশ কিছুদিন যাবত রক্তের মহামারী সংকট দেখা দেয় এই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। সেখানে রক্ত রয়েছে। বিশেষ করে নেগেটিভ গ্রুপের রক্তের জোগান কম হওয়ায় নড়েচড়ে বসে স্থানীয় এলাকার বিভিন্ন ক্লাব সংগঠনের সদস্যরা। আর সেই রক্তের ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্য দিয়ে এগিয়ে

এলেন ক্যানিং বাজারের মৎস্য ব্যবসায়ীরা। সোমবার সকালে তারা আয়োজন করেন ১৭ তম বর্ষের রক্তদান উৎসব। ক্যানিং ব্লাড ব্যাঙ্কের কর্মীরা রক্তদান উৎসবে হাজির হয়ে স্বেচ্ছায় রক্তদাতাদের সৌজন্যে ৭৫ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করেন। যার মধ্যে ২৩ জন মহিলা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এদিন রক্তদান উসবের সূচনা করেন মাতলা ২ গ্রামপঞ্চায়েত প্রধান উত্তম দাস। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি পরেশ রাম দাস,জেলাপরিষদ সদস্য তপন সাহা,সুশীল সরদার সহ অন্যান্যরা।

ক্যানিং ১ গ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি পরেশ রাম দাস বলেন, আগামী দিনে বিশেষ করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে রক্তের জোগান যাতে কম না হয় তার জন্য আরো রক্তদান শিবিরের আয়োজন করার কর্মসূচি গ্রহণ।

পত্র–পত্রিকা আলোচনা

ব্যঙ্গমা

(সম্পাদনা – অরুণোদয় ভট্টাচার্য / নভেম্বর ২০১৯ / মূল্য ২০ টাকা) – পত্রিকার ক্রমিক সংখ্যা দেওয়া নেই, কাজে কাজেই এটি কত তম সংখ্যা সেটা বোঝা গেল না। প্রচ্ছদে যতীন্দ্র কুমার সেন–এর আঁকা পরশুরামের চিকিতসা সংকট–এর শেষ দৃশ্য ব্যবহার করা হয়েছে, পত্রিকার নামের সঙ্গে মানানসই। মজার ছড়া লিখেছেন, দীপ মুখোপাধ্যায়, তারাশংকর দত্ত, দেব কুমার মুখোপাধ্যায়। অরুণোদয় ভট্টাচার্যের গল্পটি (বাড়ি নিয়ে বাড়াবাড়ি) জমে গিয়েছে। অমিত গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রেম রম্য রচনাটিও সুন্দর ও সাবলীল। অসিত চট্টোপাধ্যায় (সেলফি) ও সুকুমার মণ্ডলের (সদা সত্য কথা বলিবে) রম্যরচনা দুটিও উপভোগ্য। সোমেন ঘোষের নিবন্ধটাও আমাদের ভাবায়, বাস্তবিক আত্মীয়পরিজনদের সম্পর্কের সুতো আজ কত আলগা হয়ে গিয়েছে ! এই সংখ্যায় কৌতুকী হাজির করা গেল না বলে সম্পাদক মশাই আক্ষেপ করেছেন। সেটা না হয় মেনে নেওয়া গেল, কিন্তু বু জুড়ে এত বানান ভুলের মিছিল কেন। পরবর্তী সংখ্যা থেকে সেটা শুধরে যাবে, তেমন আশা করা যেতেই পারে। প্রতিমাসের তৃতীয় বৃহস্পতিবার শ্রীমতী কৃষ্ণার সেনের বাড়ীতে (পি ৭৮, লেক রোডে) ব্যাঙ্গমার সভা বসছে। জটিল এই সময়েও হাসির ফল্গুধারা বজায় রাখার এমন প্রচেষ্টাকো সাধুবাদ জানাতেই হয়। (পত্রিকার ঠিকানা – ৭১/৩সি, পূর্ণদাস রোড, কলকাতা – ৭০০ ০২৯)

পালখোলা রোদ্দুর

(বিশ্বেশ্বর রায়ের গানের বই, প্রিয়শিল্প প্রকাশনা, মূল্য – ৮৫ টাঃ) – লেখকের সপ্তম গ্রন্থ এটি। ইতিপূর্বে কবিতা, ছড়া, কিশোর–কাহিনী, রাজনৈতিক ছড়া ইত্যাদি নিয়ে বই বেরিয়েছে, সে দিক দিয়ে দেখতে গেলে এটিই লেখকের প্রথম গানের সংকলন। মোট ১২০ টি স্বরচিত গান সংকলিত হয়েছে এই বইতে। গান নিয়ে বই –এ সময়ের প্রেক্ষিতে বেশ অপ্রচলিত একটি প্রয়াস মানতেই হবে। নানা রসের গানই রয়েছে, তার মধ্যে কিছু প্রার্থনা সঙ্গীতও রয়েছে। অধিকাংশ রচনায় প্রকৃতি ও মানবতা বোধের কথা উঠে এসেছে বারে বারে। গানের স্বরলিপি দেওয়া নেই, কাজে কাজেই সাঙ্গীতিক উতকর্ষতার কথা আলোচনা সম্ভব নয়। পেপারব্যাগে ছাপা বইটির মুদ্রণ পারিপাট্য ও প্রচ্ছদ সুন্দর। গানগুলিকে বিষয় বা মুড অনুযায়ী সাজিয়ে দিলে বোধহয় আরও সুষ্ঠু সম্পাদনা হত।

হাওয়া বদল

(রণজিত কুমার সরকারের গল্প ও উপন্যাসের সংকলন / প্রকাশনা – সাহিত্য জগত, কল–৯০ / দাম – ১৫০ টাঃ) – গ্রন্থের সূচনায় ঘোষণা অনুযায়ী, এটি লেখকের সপ্তম গ্রন্থ, কিন্তু রচনাগুলিতে তার প্রমাণ পাওয়া গেল না। বেশীরভাগ গল্পই পারিবারিক নিষ্ঠুরতা কিংবা বৈষয়িক রেষারেষির রোজনামচা, রচনাগুলির মধ্যে লেখকের নিজস্ব কোন শৈলীর ছাপ ফুটে ওঠেনি। গল্প গুলির পরিণতি প্রায় জোর করে টানা, মেলোড্রামায় জর্জর। সবচেয়ে আক্ষেপের কথা কাহিনী গুলো কোন উত্তরণের সন্ধান দেয় না। ভাঙ্গা সংসার গল্পে হঠাত লেখক কেন বঙ্কিমী ভাষার আশ্রয় নিয়ে বসলেন, তাও বোঝা গেল না ! মুক্তিদান গল্পের চরিত্ররা কেন আচমকা উদ্ভট আচরণ করে, কেনই বা স্বামীটি অন্য নারীতে আসক্ত হতে গেল তার কোনও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ বা ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন লেখক বোধ করেন নি। ফলে চরিত্রদের মনের পরিবর্তনও ঘটেছে হঠাত হঠাত । প্রথম ছোট্ট উপন্যাসে (ফিরে এলো হারানো মাণিক)ও সেই একই কাণ্ড ঘটিয়েছেন। মা–বাপ মরা রজত দিদি–জামাইবাবুর স্নেহ–ভালবাসা উপেক্ষা করে হঠাত কেন নিরুদ্দেশ হতে গেল ! তার শিক্ষা তো ঠিক পথেই এগোচ্ছিল। আর ঘর ছেড়ে যদি আশ্রমেই আশ্রয় নিয়েছিল, ফের চাকুরির দুনিয়ায় তাকে কেন ফিরিয়ে আনা হল ? লেখক তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মনোজগতে প্রবেশ করবেন, এটাই তো প্রত্যাশিত। হাওয়া বদল উপন্যাসের এক জায়গায় লেখক পুরীধামের বর্ণনায় লিখছেন – দূর দিগন্তে আকাশ যেন সমুদ্রের জলকে স্পর্শ করে আছে। এর কূলে ভিড়েছে কত বড় বড় জাহাজ ...। পুরীতে উনি বন্দর কোথায় পেলেন ? গল্প গ্রন্থের মধ্যে জোর করে দুটো উপন্যাস ঢুকিয়ে দেওয়ার প্রয়াস বইয়ের চারিত্রিক বৈশিষ্টের ক্ষতি করে না কি, নাকি এ কেবল লেখার খাতা খালি করার একটি সুযোগ মাত্র। সব মিলিয়ে একবিংশ শতকেও এমন ধাঁচের লেখা পড়তে গিয়ে ধন্দে পড়ে গেলাম, বাংলা ভাষা কি এখনও উনিশ শতকে আটকে আছে !

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

এম পি কাপের সি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন ফলতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১১ ডিসেম্বর মুচিশা হরিদাস কৃষি শিল্প বিদ্যাপীঠ মাঠে এম পি কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের সি গ্রুপের ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন হল ফলতা ব্লকের মল্লিকপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। তারা ৪–০ গোলে সাউথ বাওয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েতকে পরাজিত করে। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টুর্নামেন্ট কমিটির সম্পাদক বিনয় শর্মা, বুলবুল বিশ্বাস, আমান সালুজা, ফলতা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জাহাঙ্গীর খান, বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রীতা মিত্র, সহ–সভাপতি বুচান ব্যানার্জী প্রমুখ। প্রসঙ্গত ১২৮টি দলের মধ্যে চলছে এম পি কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট। আগামী ২৩ ডিসেম্বর বাটার নিউ ল্যান্ড স্টেডিয়ামে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে। সেই ফাইনাল খেলায় উপস্থিত থাকবেন স্বয়ং সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের মন্ত্রীবৃন্দ, সাংসদ খেলোয়াড় ও নানা গুনীজন।

মোহনবাগানের উঠতি বঙ্গ সন্তান ফুটবলার শুভ ঘোষ

মলয় সুর : কলকাতা লিগে এবারের আবিস্কার অবশ্যই শ্যামনগরের ১৯ বছরের শুভ ঘোষ। শ্যামনগর তরুণ সংঘের ফুটবলার। যেখান থেকে অতীতে ময়দান কাঁপিয়েছেন সংগ্রাম মুখার্জী, লাল কমল ভৌমিকরা। তাঁর বোন তানিয়া ঘোষ শ্যামনগর তরুণ সংঘেই ভলিবল সেলে। শ্যামনগর থেকে দুর্গাপুরের মোহনবাগান আকাদেমিতে খেলতে আসেন। বছর চারেক সেখানেই অতীতের তারকা ফুটবলার জো পল আনচেরির কাছে প্রশিক্ষণ নেয়। সেখান থেকে এবছরই সিনিয়র মোহনবাগানে সুযোগ পায়। এরপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পালা। ডুরান্ডের একটি ম্যাচে ইন্ডিয়ান নেভির বিরুদ্ধে গোল করতে না পারলেও যুবভারতী স্টেডিয়ামে নজর কেড়েছিলেন।

কলকাতা লিগের ম্যাচে কল্যাণীতে এরিয়ানের বিরুদ্ধে ব্যবধান কমিয়েছিলেন। এরপর ওই কল্যাণীর মাঠে নৈশালোকে রেনবোর বিরুদ্ধে দুর্দান্ত হেডে জয় সূচক গোল করেন শুভ। শ্যামনগর তরুণ সঙ্ঘের পাশেই টালির বাড়ি শুভদের। তার বাবা বিজয় ঘোষ মা মহুয়া ঘোষ তার প্রেরণা দুজনেই। অসম্ভব ফুটবল ভালবাসেন। ছেলেকে ফুটবলার করাই ছিল স্বপ্ন। ইউনাইটেড স্পোর্টিসে অনূর্দ্ধ ১৫ লিগে খেলেছিলেন শুভ। তারপরই চলে যান দুর্গাপুরে। বিজয়বাবু শ্যামনগরের একটি বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থার কাজ করেন। তবে স্টাইকারে শুভর উচ্চতা ওকে বাড়তি অ্যাডভান্টেজ দিয়েছে।

সঙ্গে ওর গোল করার খিদে। বাগানের বর্তমান স্প্যানিশ কোচ কিবু বিকুনিয়ার প্রিয় ছাত্র শুভ। সদ্য ওই কল্যাণী স্টেডিয়ামে সন্ধ্যায় আই লিগে গুরুত্বপূর্ণ চার্চিল ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচে হেডে দর্শনীয় গোল করেন। যদিও খেলায় বাগান ৪–২ গোলে হেরে যায় তাঁর ডাকনাম 'ঝড়'। সে মেসির ভক্ত। আর ভারতে সুনীল ছেত্রী তার আদর্শ খেলোয়াড়। আগামী দিনে আরও বেশি পরিশ্রম করতে হবে শুভকে।

কাটোয়ার ফুটবল চ্যাম্পিয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কাটোয়ার ঐতিহ্যবাহী হরিশচন্দ্র মেমোরিয়াল শিল্ড এবং ইষ্টপদ দে রানার্সআপ কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় এবার চ্যাম্পিয়ন হল ননগর অম্বুজা স্পোর্টিং ক্লাব। কাটোয়া পুরসভা পরিচালিত মাসাধিক কাল ব্যাপী এই নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্বের খেলায় পরাজিত হয় বর্ধমান এস এস কনস্ট্রাকশন। ৮ ডিসেম্বর কাটোয়া পুরসভার গোবিন্দ বাগান ময়দানে আয়োজিত চূড়ান্ত পর্বের খেলায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, কাটোয়ার পুরচেয়ারম্যান তথা বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন ফুটবলার সমরেশ চৌধুরী ও কার্তিক শেঠ, কাটোয়া থানার আই সি বিকাশ দত্ত প্রমুখ।

এদিন বিকেলে মাঠ ভরতি দর্শকের উপস্থিতিতে টানটান উত্তেজনার মধ্যে অনুষ্ঠিত এই খেলায় ননগর অম্বুজা স্পোর্টিং ক্লাব ১–০ গোলের ব্যবধানে বিজয়ী হয়। ২ নভেম্বর শুরু হওয়া এই ফুটবল টুর্নামেন্টে বাংলার মোট ৮ টি দল অংশগ্রহণ করেছিল। শতবর্ষের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাওয়া কাটোয়ার ঐতিহ্যবাহী এই ফুটবল টুর্নামেন্টকে ঘিরে প্রতিবারই এলাকার ক্রীড়ামোদী মহলে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যায়। এবারও যার কোনওরকম অন্যথা হয়নি। এদিন মাঠে উপস্থিত মন্ত্রী সহ বিশিষ্টজনেরা পায়রা উড়িয়ে খেলাধুলার মধ্য দিয়ে সম্প্রীতির বার্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন।

তীরন্দাজিতে রুপো সুজাতার

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২৪ থেকে ২৮ নভেম্বর অন্ধপ্রদেশের কাডাপ্পায় অনুষ্ঠিত ৬৫তম অনূর্ধ্ব–১৭ জাতীয় বিদ্যালয় তীরন্দাজি প্রতিযোগিতায় ইন্ডিয়ান রাউন্ড তিরিশ মিটার বিভাগে দ্বিতীয় হয়ে রৌপ্য পদক জিতলো সুজাতা মাড্ডি। সুজাতা বীরভূম জেলার কুরুম্বা মুকুন্দলাল উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী। বোলপুর সাইস্যাগ সেন্টারে প্রশিক্ষণ নেয় সুজাতা। সুজাতার সাফল্যে উচ্ছাস জেলার ক্রীড়ামহলে।

বীরভূমে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১ ডিসেম্বর আমোদপুর জয়দুর্গা উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত হলো বীরভূম জেলার ৩৭তম জেলাস্তরের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ২৫২জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিলো। প্রতিযোগিতার প্রথম স্থানাধিকারীরা রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান মানিক ভট্টাচার্য্য,প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের বীরভূম জেলা চেয়ারম্যান ড. প্রলয় নায়েক, বিধায়ক নীলাবতী সাহা, নরেশচন্দ্র বাউড়ী,সাংসদ অসিত মাল,তৃণমূল জেলা সভাপতি অনুব্রত মন্ডল, সহসভাপতি অভিজিৎ সিনহা সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: দিন–রাত আট দলীয় নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট হল মুন্সিরহাট যুব সংঘের পরিচালনায়। রবিবার সন্ধ্যায় এই খেলা অনুষ্ঠিত হয় মুন্সিরহাট স্কুল মাঠ প্রাঙ্গণে। এই ফুটবল খেলা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ, নুর আলম হোসেন, মুন্সিরহাট সাদেকিয়া হাই মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক মতিয়ার রহমান, সমাজসেবী আবুয়াল আজাদ, সাংবাদিক ব্রজেশ্বর রায় সহো প্রমুখ।

এদিনের এই ফুটবল খেলায় সম্মানীয় অতিথিগণ বলেন, ফুটবল খেলা আমাদের জাতীয় খেলা এই খেলা হারিয়ে যেতে চলেছে। গ্রামে গঞ্জে এখন এই খেলা দেখতে পাওয়া যায় না। এখনো এই খেলাকে ধরে রেখেছে মুন্সিরহাট যুব সংঘ তাই তারা যেন ভবিষ্যতে খেলাধুলাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তার জন্য আমাদের সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে তাদের উৎসাহকে আরো বাড়িয়ে দিতে হবে। হারিয়ে যাওয়া গ্রাম বাংলার আমাদের আরো অনেক খেলা গুলোকে তারা যেন ভবিষ্যতে তুলে ধরতে পারে।

এদিনের এই ফুটবল খেলায় অংশগ্রহণ করেন, দীঘা স্পোর্টিং কলকাতা, অসম কোকরাঝাড় এফ, সি, ভুটান এফ,সি কামাক্ষাগুড়ি রায়ডাক আদিবাসী, শিলিগুড়ি স্পোর্টিং, অসম বেঙ্গল জোড়াই মোর, কাঁঠালগুড়ি নাইজেরিয়া প্লেয়ার সমৃদ্ধ, মুন্সিরহাট যুব সংঘ।

এদিনের এই খেলার মাঠের ফিতে কেটে খেলার শুভ সূচনা করেন সম্মানীয় নুর আলম হোসেন মহাশয়। খেলার প্রথমে মাঠে নামেন, দীঘা স্পোর্টিং আসাম কোকরাঝাড় এফ,সি। এদের মধ্যে বিজয়ী হন আসাম কোকরাঝাড় এফ সি। দ্বিতীয় টিমের খেলা হয় ভুটান এফ সি ও কামাক্ষাগুড়ি রায়ডাক আদিবাসী। তৃতীয় টিমের খেলা হয় মুন্সিরহাট যুব সংঘ ও শিলিগুড়ি স্পোর্টিং–এর। চতুর্থ টিমের খেলা হয় কাঁঠালগুড়ি নাইজেরিয়া সমৃদ্ধ ও অসম বেঙ্গল জোড়াই মোর। এদের মধ্যে প্রথম সেমিফাইনালে ওঠে আসাম কোকরাঝাড়। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে উঠে শিলিগুড়ি স্পোর্টিং, কাঁঠাল গুড়ি নাইজেরিয়া সমৃদ্ধ।

ফাইনালে অংশগ্রহণ করেন, কাঁঠাল গুড়ি নাইজেরিয়া সমৃদ্ধ ও আসাম কোকরাঝাড় এফ সি। কিন্তু ফাইনালে নির্ধারিত ৬০ মিনিট সময় পেরিয়ে গেলেও কেউ কাউকে গোল দিতে না পারায় । পরবর্তীতে আবার ১০ মিনিট সময় বাড়িয়ে দেন রেফারি । তার পরেও কোনও দল কাউকে গোল দিতে না পারায় ট্রাইব্রেকারে খেলার সমাপ্ত করা হয়। ট্রাইব্রেকারে ৫–৩ গোলে নাইজেরিয়া সমৃদ্ধ কাঁঠাল গুড়ি জয় লাভ করে।

এদিনের এই টুর্নামেন্টে বেস্ট গোলকিপার হিসেবে নির্বাচিত হন বান্টি ওড়াও কাঁঠাল গুড়ি , ম্যান অব দ্যা ম্যাচ হয়েছে, কুনাল মনগার কাঁঠাল গুড়ি, টুর্নামেন্ট অফ দ্যা হিরো হয়েছেন রাহাম আব্দুল কাঁঠাল গুড়ি। এদিনের এই ফুটবল খেলায় দর্শকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

রাজনীতির কোপে খেলার মাঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি: অকর্মণ্যতার এক চূড়ান্ত নিদর্শন রেখে চলেছে তৃণমূল পরিচালিত কোচবিহার পুরসভা এবং তাদের বরাতপ্রাপ্ত এজেন্সি। রাসমেলা শেষ হয়ে যাওয়ার ১২দিন পরেও কোচবিহার এন জে এন স্টেডিয়াম থেকে রাসমেলা সাংস্কৃতিক মঞ্চের কাঠামো সহ বিভিন্ন অস্থায়ী দোকানের কাঠামো সরাতে পারল না তারা। এই পরিস্থিতিতে এক চরম সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংস্থা।

এই খেলার মাঠটিকে ছাত্র–ছাত্রীদের খেলার উপযোগী করে তুলতে প্রশাসন কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে সে দিকেই তাকিয়ে আছে গোটা কোচবিহার জেলার ক্রীড়ামোদী মানুষেরা। কোচবিহার রাসমেলার মাঠ এর পার্শ্ববর্তী ঐতিহ্যবাহী এই এমজেএন স্টেডিয়াম কোচবিহারের রাজ আমল থেকেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কোচবিহার শহরের দ্বিতীয় স্টেডিয়ামটি নির্মাণের আগে পর্যন্ত কোচবিহার জেলার খেলাধুলার একমাত্র পীঠস্থান ছিল এই স্টেডিয়ামটি। পরবর্তীতে কোচবিহার রাজবাড়ী সংলগ্ন মাঠকে একটি আন্তর্জাতিক মানের স্টেডিয়াম এর রূপ দেয় তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের ক্রীড়া দপ্তর। এর পর থেকে এই এম জে এন স্টেডিয়ামটি শুধুমাত্র ব্যবহৃত হয় জেলার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র–ছাত্রীদের খেলাধুলার জন্য। বর্তমানে এই স্টেডিয়ামটি ছাত্র ছাত্রীদের খেলাধুলা করার একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাঠ হিসেবেই বিবেচিত হয়।

কোচবিহারের ঐতিহাসিক রাসমেলায় মূল আকর্ষণ এম জে এন স্টেডিয়ামের সাংস্কৃতিক মঞ্চ। প্রতিবারই বহিরাগত এবং কোচবিহার আশেপাশের শিল্পীদের অনুষ্ঠান দেখতে ভিড় জমান প্রচুর মানুষ। রাসমেলার দায়িত্বে থাকা পুরসভা এম জে এন স্টেডিয়াম এবং স্টেডিয়াম সংলগ্ন মাঠটি দীর্ঘ তিন বছর ধরে একটি নির্দিষ্ট এজেন্সিকে দিয়ে দেয়। পরবর্তীতে এই মাঠে সাংস্কৃতিক মঞ্চ সহ অন্যান্য সমস্ত পরিকাঠামো দেখভাল করে এই নির্দিষ্ট এজেন্সি। রাসমেলা অতিক্রান্ত হবার ১২ দিন পরেও সাংস্কৃতিক মঞ্চ সহ আশেপাশের বিভিন্ন দোকানের কাঠামো খোলার কাজ শেষ হয়নি আজও। ফলে সমস্যায় এই এম জে এন স্টেডিয়ামে খেলতে আসা বিভিন্ন খেলোয়াড়রা।

এই প্রসঙ্গে যে সমস্ত ডেকোরেটার্সরা মাঠের দায়িত্বে ছিলেন তারা জানান, দীর্ঘ তিন বছর যাবত এই এজেন্সির কাছ থেকে সঠিকভাবে তারা টাকা পাননা। এবছর মঞ্চ তৈরি করতে খরচ হয়েছে অনেক বেশি, কারণ প্রথমবারের জন্য রাসমেলায় এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ফলে স্বাভাবিক কারণেই বকেয়ার পরিমাণ বিপুল। এমত অবস্থায় কর্তব্যরত শ্রমিকরা তাদের বকেয়া না পাওয়ার দরুন সাংস্কৃতিক মঞ্চ আশেপাশের কাঠামো খুলতে দিচ্ছেন না। দিনরাত সাংস্কৃতিক মঞ্চের মধ্যেই মশারী খাটিয়ে রাত যাপন করছেন শ্রমিকরা। কর্মবিরতির মাধ্যমে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তারা। এমতবস্থায় ডেকোরেটার্সরা বারবার সংশ্লিষ্ট এজেন্সির কর্ণধার অজয় গুপ্তাকে ফোন করার পরেও বিভিন্ন অজুহাতে পিছপা হচ্ছেন তিনি এবং কিছুতেই পাওনা গন্ডা মেটাচ্ছেন না বলে অভিযোগ। অন্যদিকে বারবার প্রশাসন থেকে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে ডেকোরেটার্স এর ওপর এবং তাদের বলা হচ্ছে যত দ্রুত সম্ভব এম জে এন স্টেডিয়ামের সাংস্কৃতিক মঞ্চ সহ আশেপাশের কাঠামোগুলো খুলে ফেলতে হবে।

এমতবস্থায় তারা দাবি করেন যদি খুব দ্রুত এই সমস্যার সমাধান না হয়, তাহলে তাদেরকে কোচবিহার ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হতে হবে এবং তারা যে সমস্ত মানুষের কাছ থেকে মঞ্চসজ্জার বিভিন্ন জিনিস নিয়ে এসেছিলেন বাকিতে সেগুলো পরিশোধ করার জন্য সমস্ত কিছু বঁচে তাদেরকে টাকা দিতে হবে। যদিও এ বিষয়ে নির্বিকার প্রশাসন। আঙ্গুল উঠতে শুরু করেছে বরাত প্রাপ্ত সেই এজেন্সি দিকে। দীর্ঘ তিন বছর ধরে এই এজেন্সি বকেয়া টাকা সঠিকভাবে মিটাচ্ছেন না তার পরেও পুরসভার পক্ষ থেকে কেন এই এজেন্সি দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন? এ বিষয়ে এজেন্সির কর্ণধারের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তাকে ফোনে পাওয়া সম্ভব হয়নি।

সাধারণ–অসাধারণ খেলা

পাঁচুগোপাল দত্ত : সাধারণভাবে একটা কথা আমাদের সমাজে চলে থাকে যে ক্রিকেট,টেনিস, গল্ফ, বিলিয়ার্ডস–স্নুকার হল তথাকথিত বড়লোকদের খেলা। আর সবার কাছে সর্বজনীন ফুটবল হল একেবারে খেটে খাওয়া মানুষের খেলা। এর বাইরের হকি, ব্যাডমিন্টন, ভলিবল এসব হল মূলত মধ্যবিত্তের মধ্যে আবদ্ধ। ব্যাডমিন্টনকে যেমন অনেকে শীতকালীন ক্রীড়ার তালিকায় ফেলে দিতে ভালোবাসে। অথচ এই ব্যাডমিন্টন জগতকে হাজার ভোল্টের আলোয় আলোকিত করেছেন ত্রিপুরার খুব সাধারণ ঘর থেকে উঠে আসা দীপা কর্মকার। ফুটবলে এরকম উহাদরণ অবশ্য ভুরিভুরি। তবে ক্রিকেটে যে শুধুমাত্র বড়লোকদের খেলা নয় এই প্রবাদ কিন্তু ভেঙেছেন কপিল দেবের মতো বিশ্বজয়ী অধিনায়ক।

এরপর ছোট শহর থেকে উঠে আসা ধোনিও দেখিয়েছেন বিশ্বজয় করার জন্য শুধুমাত্র বড় শহর বা ধনদৌলত লাগে না, বুকের খাঁচাটা প্রসারিত হওয়া প্রয়োজন। এখন তো ক্রিকেটে এমন অনেককেই পাওয়া যাবে যাঁরা উঠে এসেছেন রীতিমতো দরিদ্র পরিবার থেকে। অ্যাথলেটিকসে দীপা কর্মকার, পিটি উষা, সাইনি আব্রাহামরা রয়েছেন। পিছিয়ে পড়া অবস্থা থেকে নক্ষত্র হয়ে উঠেছেন সাইনা নেহওয়াল, মেরি কম'রা।

যেভাবে অতি সাধারণ ঘর থেকে 'মিস্টার সিম্পল' কোচের তত্ত্বাবধানে দীপা কর্মকার নিজেকে এই জায়গা, এই সুবিশাল উচ্চতায় তুলে ধরেছেন তা এক কথায় লাজবাব। তার মধ্যে যে রসদ রয়েছে যে পরিমাণ জ্বালানী বর্তমান তা সহজে নিভবে বলে মনে হয় না। বরং কষ্টিপাথরে আরও নিজেকে যাচাই করে ভবিষ্যতে হয়তো এক ইস্পাতকঠিন অ্যাথলিট হয়ে উঠবেন তিনি।

হয়তো দেখা যাবে দীপার এই অসামান্য লড়াই আগামীতে সেলুলয়েড বন্দি হচ্ছে কোনও বড় পরিচালকের হাত ধরে। তার কোচ বিশেশ্বর নন্দীর প্রশিক্ষণের মন্ত্রও এতে স্থান পাবে। তবে একটা দিক স্পষ্ট দীপা কর্মকার কোনও আপাদমস্তক সফল পরিবার থেকে বেড়ে ওঠা নারী নন। তিনি এক যোদ্ধা। অভিযোজনের সূত্র মেনে যিনি হরদম লড়াই করে চলেছেন যাবতীয় প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে। এই লড়াই অলিম্পিক্সের আসরে মোটেই শেষ হয়ে যায় নি।

বরং সবেমাত্র তার শিখা প্রজ্বল্যমানতা লাভ করেছে। যার অনতিদূর স্পর্শ ছুঁয়ে যেতে চাইছে আসন্ন সেই সকালকে যেদিন বিশ্বজোড়া অ্যাথলিট মহলে ভারতবর্ষও একটা নাম হয়ে উঠবে। দীপা যে কাজটা শুরু করলেন আগামীতে হয়তো দেখা যাবে তা পুরো দেশকে একটা আলাদা আসন দিয়েছে, করে তুলেছে কুলীন। এতগুলি বছর পেরিয়ে গেলেও মিলখা সিং, পিটি উষাদের কথা কি আমরা ভুলতে পেরেছি? এরা আমাদের মনের মণিকোঠায় চিরস্থায়ী হয়ে রয়েছেন। হ্যাঁ, পদক না জিতেই। দীপার ক্ষেত্রেই ঠিক অনুরূপই ঘটতে চলেছে। কে বলতে পারে এই সামান্যর বিচ্যুতিতে চতুর্থ হওয়া দীপার মনে প্রদীপের সলতেটাকে পাকিয়ে দেবে যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি লক্ষ্যে সফল হচ্ছেন।

খেলাধুলার জগত বলতেই তাই শুধুমাত্র ধনীর জগত না ভেবে নিজেদের পরিধিটা বাড়ালেই লক্ষ্য করবেন কত ধরনের খেলা আপনার–আমার কাছাকাছি গুমরে আছে। শুধুমাত্র একটু তুলে ধরার অপেক্ষা। তবে গিয়েই দেখা যাবে সেই খেলার দ্যুতিতে আলোকিত হচ্ছে চারপাশ। পথের ধারের নাম না জানা ফুল অনেক সময়ই বর্ণালী করে তোলে পুষ্পস্তবককে। সেরকমই অবহেলিত খেলার দ্যুতিও ক্রীড়ামোদীদের মাতিয়ে তুলতে পারে অচিরেই। এই সব খেলার মধ্যে শুধু যে সব আউটডোর গেমস তা নয়। বেশ কিছু ইন্ডোর গেমসও আছে যার গুরুত্ব কোনও অংশে কম নয়। সেই ইন্ডোর গেমসের দিকে তাই এখন থেকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত ক্রীড়া প্রশাসক থেকে দেশের সরকারের। তবে গিয়েই প্রকৃত বিকেন্দ্রীকরণ ঘটবে খেলাধুলার। খেলার দুনিয়ার এই ব্যপ্তি তাই বিশেষ জরুরি। এর সঙ্গে পুরো দেশের বিকাশ সম্পর্কিত। কে না জানে খেলাধুলার মাধ্যমেই ছড়িয়ে পড়ে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বার্তা। এর জন্য সংশ্লিষ্ট সব মহলেরই টনক নড়া দরকার। কতিপেয় মানুষের চাহিদা মানে খালি দু–একটি খেলার পিছনে ধুয়ো না তুলে নানা ধরনের খেলার সর্বজনীন উন্নয়ন ঘটানো আবশ্যক।

ফুটবল, কবাডি, ব্যাডমিন্টন, হকি, ভলিবল, হ্যান্ডবল ও আরও নানা ইন্ডোর ও আউটডোর গেমসের প্রতি নজর দিলে ভারত অলিম্পিকস বা এশিয়ান গেমসের মতো বড় প্রতিযোগিতায় সফল হতে পারে বলেই মনে করেন ক্রীড়া বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের সাফ কথা ক্রিকেট নিয়ে হইচই হোক, মাতামাতি করুন ঠিক আছে। কিন্তু অন্য খেলাগুলিকেও যেন সমান গুরুত্ব দেয় সরকার। এই প্রসঙ্গে তাঁরা যুক্তি দিয়েছেন, ক্রিকেট হল মাত্র ৮–১০ টি দেশের খেলা।

এতগুলো বছর পেরিয়ে গেলেও ক্রিকেট খেলিয়ে দেশ বা এর পরিসর কিছুতেই বাড়ে নি। অথচ তাও দেশের তামাম ক্রীড়া ভক্তদের মধ্যে ক্রিকেটের প্রতি যে উন্মাদনা রয়েছে তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায় নি অন্য খেলাকে ঘিরে। হালফিলে অবশ্য কবাডি কিংবা ফুটবলে আইএসএল এর মতো যে ধরনের টুর্নামেন্ট হচ্ছে তার আকর্ষণ দিন দিন বাড়ছে। বহু মানুষ এইসব খেলার প্রতি অনুরক্ত হচ্ছেন। এভাবে পিছিয়ে পড়া খেলাকে প্রোমোট করার ফল হাতে হাতে পাচ্ছেও ভারত। ফুটবলেই র‍্যাঙ্কিংয়ে অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটিয়েছে সুনীল ছেত্রীদের ভারত। কিছুদিন আগেও দুশোর কাছে যারা ঘোরাফেরা করছিল সেই ভারত এখন প্রথম একশো দেশের মধ্যে চলে এসেছে। যেটা নিঃসন্দেহে বড় কৃতিত্ব হিসেবেই দেখা হচ্ছে।

এছাড়া কবাডির ক্ষেত্রেও বিশ্বমানের যে লিগ অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতেও দেখা যাচ্ছে দেশের প্রথম শ্রেণির ফিল্মস্টারদের অংশগ্রহণ জনপ্রিয়তা বাড়াচ্ছে। এভাবেই ধাপে ধাপে কিছু খেলার প্রসার ঘটলেও এখনও কেন্দ্রবিন্দু রয়ে গিয়েছে সেই ক্রিকেট। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড যে পরিমাণ ধনী ছিল তার থেকে অনেক গুণ রোজগার বাড়ছে তার। অথচ অন্য খেলার বোর্ড বা সংস্থাগুলি এখনও রয়ে গিয়েছে সেই তিমিরেই। এ ব্যাপারে দেশের সরকারকে যেমন এগিয়ে আসতে হবে, ঠিক তেমনই অন্যান্য ক্রীড়ামোদী বা সংস্থাকেও সমান উদ্যোগী হতে হবে। তবে গিয়েই দেখা যাবে ভারত সত্যিই এগোচ্ছে । নচেৎ ক্রিকেটের মতো ছোট পরিসরের খেলায় ছড়ি ঘুরিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে ভারতীয়দের। অলিম্পিক্স, এশিয়ান গেমসের মতো আন্তর্জাতিক মানের খেলায় সফল হতে হবে ভারতকে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com